সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, June 2020, Volume-6, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহেরের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৯ মে ২০২০ ও ১৫ রমজান ১৪৪১ হিজরী শনিবার রাতে সুপ্রভাত সিডনির সম্পাদক ড.ফারুক আমিনের পিতা মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের বাংলাদেশের ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।

তিনি দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন এবং বিপুল গুনগ্রাহী ও শুভাকাঙ্খী রেখে গিয়েছেন। আল্লাহপাক মরহুমের পরিবার -পরিজন-শুভানুধ্যায়ীদেরকে উত্তম ধৈর্য্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন। সুপ্রভাত সিডনি পরিবার ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমরা মরহুমের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমরা দো'য়া করি আল্লাহপাক যেন পবিত্র রমজান মাসের উছিলায় মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতির মাঝে সিডনিতে অন্যরকম রমজান ও ঈদ উদযাপন

ড.ফারুক আমিন, সুপ্রভাত সিডনি

মুসলমানদের জীবনযাত্রায় রমজান মাসটি বছরের সবচেয়ে পবিত্র মাস। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও নানা ইবাদত-বন্দেগী এবং মাসটির শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম তিন দিনে ঈদ-উল-ফিতর এর উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে এ সময়ে সকলে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে। একই সাথে এই বিশেষ সময়টির সামাজিক আঙ্গিকও গুরুত্বপূর্ণ। রমজান মাসে একত্রে ইফতার গ্রহণ, মসজিদে অধিকহারে নামাজ ও বিশেষত তারাবীর নামাজে অংশগ্রহণ, দান-সাদাকাহ বৃদ্ধি এবং সবশেষে একত্রে ঈদ পালন ইত্যাদি কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের এই উপলক্ষগুলো ব্যক্তিগত গন্ডি পেরিয়ে সামাজিক ও সামষ্টিক পরিসরে ব্যাপক অবদান রাখে। ২৭-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সিডনির গ্রীনএকরে দোকানে গাড়ি ঢুকে ১২ জন আহত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২১ মে বৃহস্পতিবার সিডনির গ্রীনএকরের কেন্দ্রস্থল ওয়াটারলু রোডে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘঠিত হয়। একটি মিতসুবিশী স্টেশনে ওয়াগন দ্রুত বেগে হিজাব হাউজ নামক একটি মহিলা পরিধেয় হিজাবের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঈদ উপলক্ষে প্রচুর ক্রেতার ভিড় ছিল বলে আহতের সংখ্যা এক ডজন ছাড়িয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে কেউ নিহত হয়নি, এমনকি ৫১ বছর বয়স্ক ড্রাইভারও নয়। এছাড়া গুরুতর অবস্থায় ১০ জন আহত ব্যক্তিকে লিভারপুল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বেশিরভাগ আহত ব্যক্তি ছিল মহিলা যাদের বয়স, ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। এ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। ১২-*এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

অচিন্তনীয় এবং অকল্পনীয় প্রকৃতির একটি সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা আরও একটি মাস অতিবাহিত করলাম। খ্রিষ্টিয় এপ্রিল মাসটির বেশিরভাগ সময় জুড়েই ছিলো হিজরী সনের অন্তর্গত রমজান মাস। মুসলমানদের জন্য বছরের সবচেয়ে পবিত্র ও বরকতময় এই মাসে সারা বিশ্বের অন্য সকল দেশের মতো অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানরাও সিয়াম সাধনায় রত ছিলেন। কিন্তু এ বছরের রমজান মাসটি ছিলো সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুরত্ব বজায় রাখার মাস। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের মহামারী প্রতিরোধের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হিসেবে সকলকেই সতর্কতা মেনে চলতে হচ্ছে। সুপ্রভাত সিডনি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি, এমনতর প্রতিকূল সময়ের ভেতরেই আমাদের সকল লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী রমজান মাসটি ভালো কেটেছে এবং রমজানের সমাপ্তিতে ঈদের আনন্দও তারা সকল বিধিনিষেধের ভেতরেই সম্ভবপর ও অনুমোদিত পন্থায় উদযাপন করেছেন।

পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ এখনো করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। চীন, ইটালি, স্পেনের মতো দেশগুলোতে সংক্রমণের হার কমে আসলেও বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো করোনা মোকাবেলায় নাকাল। বিশ্বজুড়ে এই অভাবনীয় পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতেও। অনেকেই কর্মহারা, অনেকেই ভবিষ্যত আশংকায় চিন্তিত। আমরা প্রত্যাশা করি শীঘ্রই বিজ্ঞানীগণ এই মহামারীর যথাযথ প্রতিষেধক আবিস্কার করবেন এবং মানবসভ্যতা আবারও ঘুরে দাঁড়াবে। অতীতের যুগে যুগে যখন বিজ্ঞান আজকের মতো উন্নত ছিলো না, তখনও মহামারী একসময় শেষ হয়েছে। সুতরাং সবকিছুর শেষে গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতিই নির্ভরশীল এবং তার রহমতের প্রত্যাশা করি।

বিশ্বের নানা দেশগুলোতে মহামারীর সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার যখন প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে এমন একটি ক্রান্তিলগ্নেও বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী সরকার তাদের তথাকথিত ভাবমূর্তি ধরে রাখতে ও মিথ্যা উন্নয়নের বয়ান প্রতিষ্ঠা করতে শুরু থেকেই সংক্রমণ, অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার নিয়ে লুকোচুরি খেলে আসছে। যথাযথ পরীক্ষার ব্যবস্থা অপ্রতুল করে রাখতে সরকার সর্বশক্তি ব্যয় করেছে, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রস্তাবিত পরীক্ষা পদ্ধতিকে তারা এখনো বাজারে আসতে দেয়নি। করোনা নিয়ে তথাকথিত 'গুজব ছড়ানো'র অভিযোগ তুলে গ্রেফতার ও হয়রানির মাধ্যমে তথ্যের প্রবাহ বন্ধ করতে তারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি সরকারের মন্ত্রীরা অন্যান্য সবসময়ের মতোই নানা নাদানসুলভ ও অর্বাচীনসুলভ বক্তব্য প্রদান করে যাচ্ছে।

সরকারের এই জবরদস্তি নীতির বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশে মানুষ এখন করোনা পরীক্ষার যথাযথ সুযোগ পায় না। মে মাসের শেষদিকে এসে দেশে এখন মহামারীর প্রকোপ বাড়ছে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষরা পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে, যাদের মৃত্যুর তথ্য গোপন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সব সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষরা ছাড়া সারা দেশে কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছে বিগত অল্প কয়েকদিনেই, কিন্তু তাদের মৃত্যুকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর স্বীকৃতিটুকুও দেয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ চিকিৎসাপ্রদানে এই চরম দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসনের বলির পাঁঠা হিসেবে সাধারণ মানুষের এহেন নিরুপায় মৃত্যুর ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩৯তম শাহাদৎবার্ষিকীতে বিএনপির কর্মসূচি

৩য় পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ নামক শিশুটি যখন নেতৃত্ব শূন্য -দিশেহারা ,ঠিক সে মুহূর্তে জাতির কান্ডারি হিসেবে আবির্ভুত হয় কমল নামের অতি সাধারণ,সহজ -সরল ও অমায়িক বাংলার শ্রেষ্ট বীর। মহান স্বাধীনতা বা মুক্তিযোদ্ধের ডাক দিয়েই তিনি পাকিস্তানে পালিয়ে যাননি। গলা বাজী তাঁর ছিল অপছন্দ। তিনি কথার চেয়ে কাজ পছন্দ করতেন বেশি।

আওয়ামীলীগের নেতারা যখন ভারতে যেয়ে মৌজ -মাস্তিতে ব্যস্ত তখন "চারশ টাকার কর্মচারী" মেজরই স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল নিজের বা পরিবারের জীবন বিপন্ন জেনেও। আওমালীগের কেউ মুক্তি যুদ্ধে অংশ নেয়নি,তারা সে সময় ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে বিয়ার দিয়ে গোছল করে নারী নিয়ে আমোদ ফুর্তিতে ব্যস্ত ছিল। আওয়ামীলীগ বা তার কোনো অং সংগঠনের নেতারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। তারা গল্প শুনেছে পরবর্তীতে। গল্প শুনেই তারা মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি যুদ্ধের সময় আওয়ামীলীগের একটি বিরাট অংশ জীবন রক্ষার্থে ভয়ে ভারতে পলায়ন করে, যারা বাংলাদেশে ছিলো -বেশির ভাগই ছিলো একেকজন কুখ্যাত রাজাকার। অকাতরে হিন্দু মেয়েদেরকে ধর্ষণ করে তাদের জমা জমি দখল করেছে।

তৎকালীন সময় থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করে আওমী নেতারা। তাইতো তাদের নেতা দুঃখ ভারাক্রান্ত বদনে বলেছিলো : "আমার কম্বল কোথায় ? সবাই পায় সোনার খনি ,আমি পাইলাম চোরের খনি।" আসলে তিনি ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক। তার কথার প্রতিফলন এখন বাংলাদেশের অলিতে গলিতে। এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যা তারা পারেনা। মৃত্যু পথ যাত্রী কোরোনা রুগীর ত্রাণ চুরির ধারাবাহিকতা তারা ঠিকই ধরে রেখেছে। আওয়ামীলীগের অতি জনপ্রিয় চাউল চুরির ঘটনা বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বেচারি মহিলা এক কি করবে ? অনেক চেষ্টা করেও বাবার ঐতিহ্যবাহি চোরদেরকে রুখতে পারছেনা।

অথচ শহীদ জিয়া বাংলাদেশকে তলাবহীন ঝুড়ি থেক স্বয়ং সম্পুর্ণ করে তুললেন, স্বপ্ন দেখালেন জাতিকে আর সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে দিনরাত পরিশ্রম করে গেলেন । শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিশ্বের নেতা হয়েও সততা আর পরিশ্রমের অনন্য দৃষ্টান্তে স্থাপন করে গেলেন। আজ ৩৯তম মৃত্যু বার্ষিকীতে আমৃত্যু দেশের উন্নয়নের এই "লড়াকু সৈনিক" শহীদ রাষ্ট্রপতিকে জানাই বিন্রম শ্রদ্ধা ।

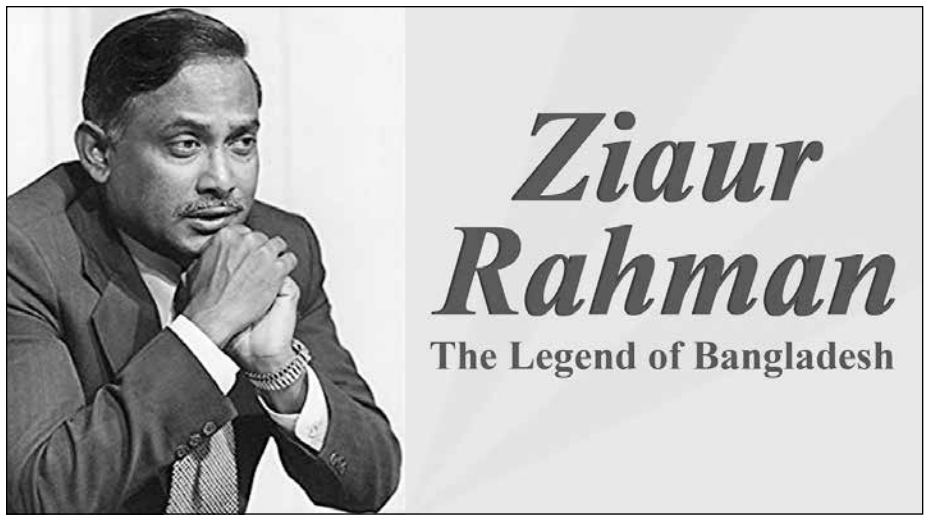

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩৯তম শাহাদৎবার্ষিকীতে বিএনপির কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৩৯তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করেন কোটি কোটি জনতা।

১। (ক) ৩০ মে ভোর ৬টায় দলের নয়াপল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করেন।

(খ) ঐদিন সকাল ১১টায় দলের মহাসচিবসহ জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর মাজারে পুস্পার্ঘ অর্পণ ও মাজার জিয়ারত করেন।

২। একই দিন বিকেল ৩-৩০ মিনিটে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১০ই জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রতিদিন গণমাধ্যম ও সামাজিক গণমাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য বিষয়গুলো নিম্ন রূপ:

ক) স্বাধীনতা যুদ্ধ ও শহীদ জিয়া
খ) গণতন্ত্র, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও বিএনপি
গ) শহীদ জিয়া, উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি
ঘ) স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও অর্থনৈতিক সংস্কার
ঙ) শহীদ জিয়া ও কৃষি বিপ্লব
চ) নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণ
ছ) কর্মসংস্থান ও শ্রমিক কল্যাণ
জ) শিক্ষা ও গণশিক্ষা
ঝ) পল্লী বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন
ঞ) শহীদ জিয়ার বিদেশ নীতি
ট) শহীদ জিয়ার যুব উন্নয়ন

সভায় ৩০ মে সমাবেশ না করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ ও আর্থিক সহযোগিতা করেন নেতা -কর্মীরা।

অনুরূপভাবে সারা বাংলাদেশে সকল ইউনিট কার্যালয়ে বিএনপি'র উদ্যোগে সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৩৯তম শাহাদৎবার্ষিকী উপলক্ষে ৩০ মে ভোর ৬ টায় দলীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়।শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সকলকে দোয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের প্রায় ২০০ দেশে বিএনপি প্রেমীরা দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। শহীদ জিয়াউর রহমানকে ঘাতকরা কাপুরুষের মতো হত্যা করেছে ঠিকই ,তবে তাঁর জনপ্রিয়তাকে তারা হত্যা করতে পারেনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন জনপ্রিয় রাষ্ট্র প্রধান এ পর্যন্ত আসেনি। যত দিন যাচ্ছে ,ততই জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এ যেন জীবিত জিয়ার চেয়ে শহীদ জিয়া কোটি গুন জনপ্রিয়।

দেশের এ ক্রানতিলগ্নে প্রায় প্রতিটি মানুষ অভাব অনুভব করছে সাউথ এশিয়ায় শতাব্দীর শ্রেষ্ট নেতা জিয়াউর রহমানের।

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ADVERTISEMENT

Eid Mubarak
ঈদ মোবারক

From Jodi McKay and your State Labor MPs
We wish you and your family a happy and blessed Eid al-Fitr!
আপনি এবং আপনার পরিবারকে জানাই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা

Labor

Jodi McKay MP
Leader of the Opposition | Member for Strathfield
Shadow Minister for Multiculturalism
A: Suite 2, 36–38 Victoria St, BURWOOD NSW 2134
Ph: (02) 9747 1411
E: strathfield@parliament.nsw.gov.au

Michael Daley MP
Member for Maroubra
A: Lvl 5, 906 Anzac Parade
MAROUBRA NSW 2035
P: PO Box 535, Maroubra NSW 2035
Ph: (02) 9349 6440
E: maroubra@parliament.nsw.gov.au

Shaoquett Moselmane MLC
Member for of the Legislative Council
A: Parliament House, Macquarie St, SYDNEY NSW 2000
Ph: (02) 9230 2526
E: moselmane.office@parliament.nsw.gov.au

সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক নাকি পারিবারিক সহিংসতা?

মানসিক চাপের কারণে পারিবারিক সম্পর্ক প্রভাবিত হয়। এটি যেকোনো সময় ঘটতে পারে এবং কঠিন সময়ে, যেমন COVID-19 এর বিধিনিষেধের সময়ে আরও খারাপ হতে পারে।

কখনো কখনো এই মানসিক চাপের ফলে পরিবারের কোনো সদস্য এমন নিপীড়নমূলক আচরণ করে বসেন যা পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য নিরাপদ নয়। একে ঘরোয়া বা পারিবারিক সহিংসতা বলা হয়। ঘরোয়া বা পারিবারিক সহিংসতা একটি অপরাধ এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক সহিংসতা রয়েছে। এর মধ্যে শারীরিক ও যৌন নিপীড়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে সব নিপীড়নই শারীরিক নয়। মানসিক নিপীড়ন, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত, পারিবারিক বা ধর্মীয় অধিকার নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত করা, এবং অন্যান্য ধরনের নিপীড়নও পারিবারিক সহিংসতা হতে পারে। কমিউনিটিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যাগুলো নিয়ে অন্যদের সাথে কথা বলে না, তারা এটি তাদের নিজেদের ভিতরে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু এটি ঠিক নয় কারণ এর ফলে নারী ও শিশুরা অনিরাপদ থেকে যায়।

অপরাধীরা হলো এমন ব্যক্তি যারা তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে সহিংসতা ব্যবহার করে। সহিংসতার কয়েকটি কারণ হলো পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, অন্যদের উপর আধিপত্য করা অথবা তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা। যদিও সব পুরুষই সহিংস নয়, পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ঘরোয়া সহিংসতার বেশিরভাগ অপরাধীই পুরুষ- স্বামী, পিতা বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্য।

প্রায় ক্ষেত্রেই নারী ও শিশুরা ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হয়ে থাকেন। শিশুরা ঘরোয়া সহিংসতায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি তারা সরাসরি সেই সহিংসতার শিকার না হলেও, এর ফলে শিশুদের মানসিক সুস্থতা প্রভাবিত হয়, যেমন উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী সহিংস আচরণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা।

এটি জানা জরুরি যে ঘরোয়া সহিংসতা গ্রহণযোগ্য নয়। ঘরোয়া ও পারিবারিক সহিংসতা একটি অপরাধ এবং আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে।

আমরা জানি যে আপনার ও আপনার সন্তানদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ নেয়া কঠিন হতে পারে। নারীদের মনে হতে পারে যে তাদের ঘরোয়া সহিংসতা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই অনুভূতি নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে-

- তারা জানেন না যে অস্ট্রেলিয়ান আইনমতে ঘরোয়া সহিংসতা অন্যায় এবং তারা সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখেন
- তাদের কাছে কোনো টাকা-পয়সা বা থাকার কোনো জায়গা নেই
- নারীরা ভয় করেন যে যদি তারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তাহলে সহিংসতা বেড়ে যেতে পারে
- পরিবারকে লজ্জিত ও অসম্মানিত করার ভয় করেন
- সরকার তাদের কাছ থেকে ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে যাবে বলে ভয় করেন

এমন অনেক পরিষেবা রয়েছে যারা সাহায্য করতে পারে এবং যারা এই বিষয়গুলো বুঝেন। এই সাহায্যের মধ্যে রয়েছে নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা, টাকা-পয়সা এবং ব্যবহারিক ও মানসিক সমর্থন প্রদান করা। সাহায্য চাওয়ার অর্থ এই নয় যে, সেই নারীকে সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে, অথবা শিশুদেরকে তাদের পরিবারের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে।এর অর্থ হলো নারী ও শিশুদেরকে সহায়তা করা এবং তাদেরকে সুস্থ থাকতে (মানসিক ও শারীরিকভাবে) সাহায্য করার জন্য আরো অনেক কিছু করা যেতে পারে তা নিশ্চিত করা।

কিভাবে সাহায্য পাবেন:

যে কেউ আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হলে ট্রিপল জিরো (000) নম্বরে পুলিশের কাছে ফোন করা উচিত।

নারীদেরকে সহায়তা করার জন্য অনেক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। সব তথ্য গোপন রাখা হয়, অর্থাৎ অপরাধী বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্য অথবা কমিউনিটির কারো সাথে শেয়ার করা হয় না।

1800 RESPECT- Ring 1800 737 732: ফোন করুন কাউন্সেলিং, সুরক্ষা পরিকল্পনা এবং রেফারালের জন্য।

বাংলায় কথা বলতে 131 450 নম্বরে TIS দোভাষী লাইনে ফোন করুন এবং তাদেরকে 1800 RESPECT এর সাথে সংযোগ করতে বলুন|

24-hour Domestic Violence Line- 1800 65 64 63 নম্বরে ফোন করুন।

আপনি আপনার ডাক্তার বা যে কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর কাছেও সাহায্য চাইতে পারেন। কিভাবে ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদেরকে সহায়তা করতে হয় সে বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান রয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটি পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এছাড়াও আপনি নিচে Bangla Domestic Violence video লিংকটি দেখতে পারেন - এটি একটি সংক্ষিপ্ত সচেতনতামূলক ভিডিও (9:30 মিনিটের) যা আপনি নিজে দেখতে পারেন এবং অন্যদেরকেও দেখতে দিতে পারেন। এটি শুধু সহিংসতার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য নয়। এটি কমিউনিটির সব নারীদের জন্যই চমৎকার তথ্য।

https://www.youtube.com/watch?v=5pMGcSDiHHY

এই নিবন্ধটি রচনা করেছে ক্যান গেট হেলথ ইন ক্যান্টারবারি(Can Get Health in Canterbury) প্রকল্প। এই প্রকল্পটি সিডনি লোকাল হেলথ ডিস্ট্রিক্ট(SLHD), সেন্ট্রাল এন্ড ইস্টার্ন সিডনি প্রাইমারি হেলথ নেটওয়ার্ক(CESPHN) এবং নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের(UNSW) অংশীদারিত্বে পরিচালিত। CESPHN ওয়েবসাইট: https://www.cesphn.org.au/general-practice/help-my-patients-with/can-get-health.

CAN GET HEALTH
Supporting the Canterbury Community

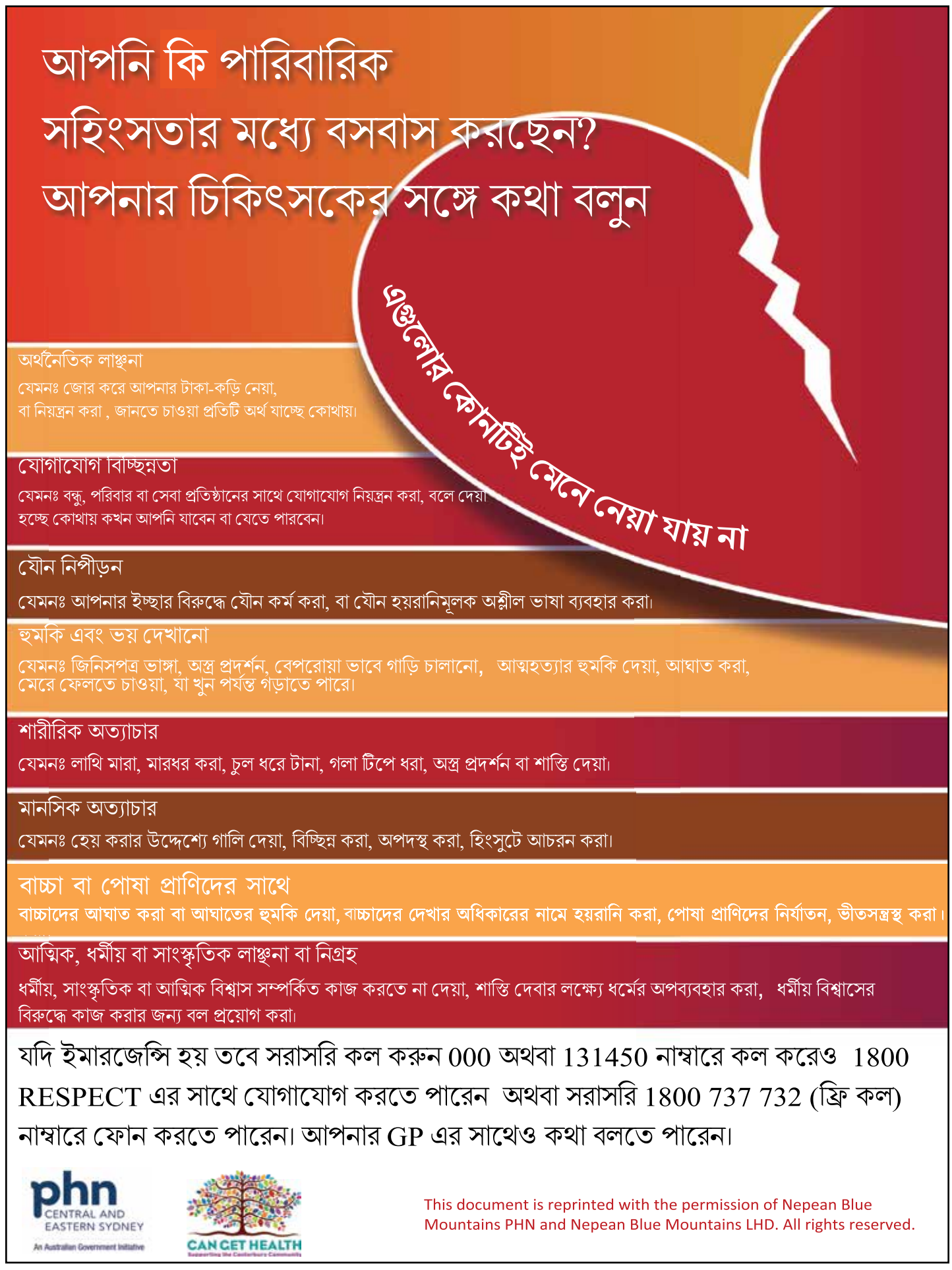

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

The Shirk of Dunya

Farooq Azam, Macquarie links Sydney

Allah tells us a story in Surat Kahf about two men, one who was wealthy with gardens of grapevines surrounded by palm trees producing fruits and crops, and another who was a humble man. The wealthy man used to brag about his wealth to the other man and was very arrogant. As for the other man, he was kind and humble who believed in Allah. He had hope that maybe someday; Allah will give him better than the gardens of the wealthy man. He also reminded the wealthy man to be grateful and warned him that Allah is capable of taking his wealth away. Soon after, the wealthy man's gardens were destroyed and in response, the man said, "Oh, I wish I had not associated anyone with my Lord."

Notice, the two men believed in Allah but one of them was so obsessed with his wealth that he thought it was his source of power. This man believed in Allah but he is still referred to as a Mushrikh (someone who associates partners with Allah). The question is why is Shirk coming up? Allah does not mention the man worshipping another entity besides Allah. In fact, the man acknowledges the oneness of Allah and knows that someday he will be returned to Allah. Here, Allah is teaching us about the Shirk of Dunya, Shirk of materialism, Shirk in Tawakkul. Allah is teaching us that Shirk does not exclusively mean associating partners with him. In this story, Shirk was in the form of materialism, having trust and reliance on his wealth and investment and not Allah. And when that happens, Allah can easily take away what was your source of power and dominance.

We might think that the story ends with the ungrateful man losing everything but if you think about it, the story actually has a happy ending. Allah is teaching us that losing his wealth and going bankrupt was the best thing that had happened to him because that led him back to Allah. The man realized that he committed Shirk and repented to Allah.

Similarly, when we get good things in life, we don't realize getting consumed in it and stop being grateful or worse, become a braggart and arrogant. And when that happens, it leads to Shirk. Sometimes, good things being taken away is a blessing because Allah will save you from a greater evil in the end. Allah is redefining what you think is good and bad for you. He says in Surat Baqarah, "But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah knows, while you do not know" [2:216].

সিডনি ও মেলবোর্নে উচ্চস্বরে আজানের অনুমতি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

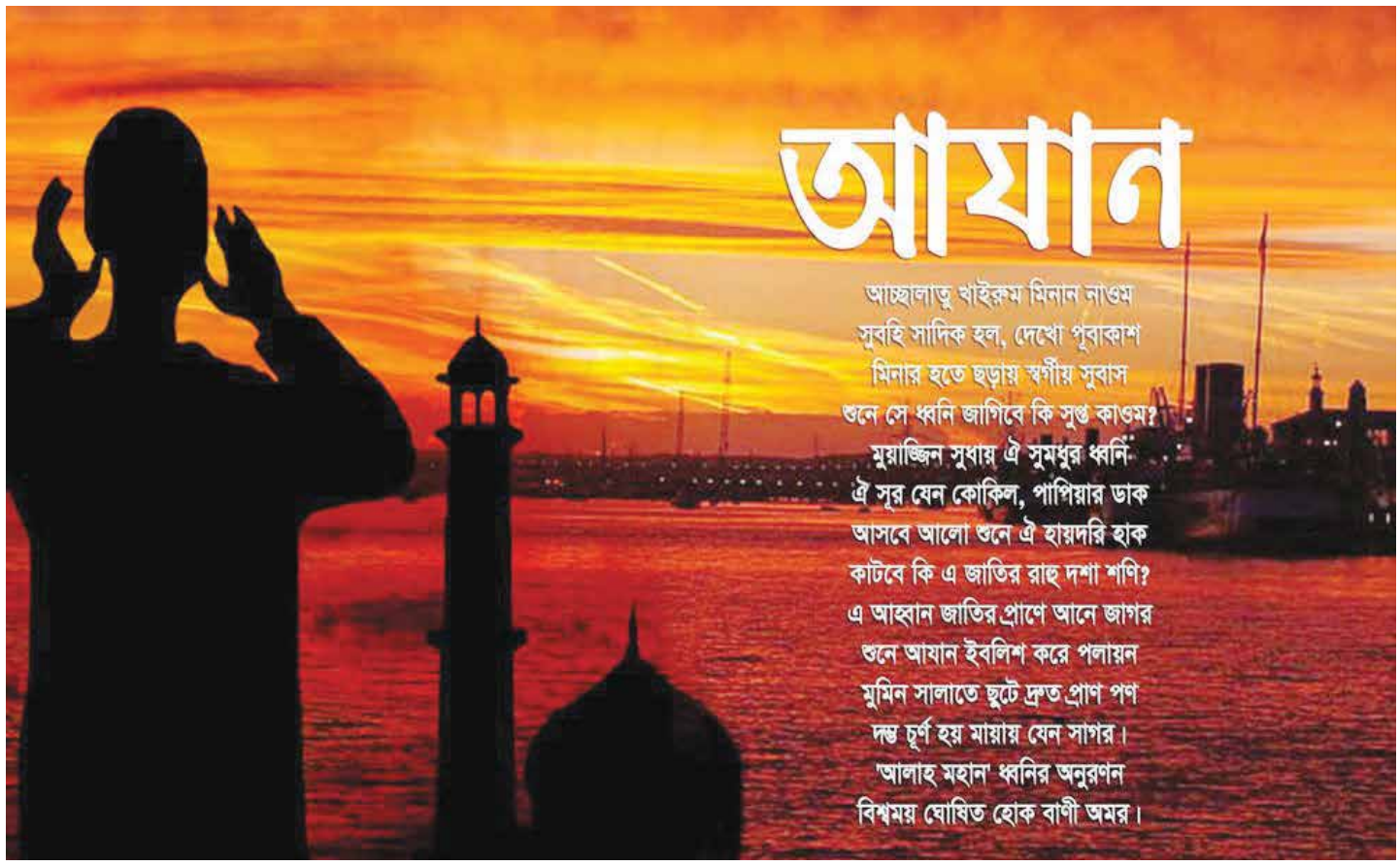

আজানের শাব্দিক অর্থ হলো জানিয়ে দেয়া, আহ্বান করা, নামাজের জন্য আহ্বান করা, জামাআতে নামাজ আদায়ের প্রতি মানুষকে আহ্বানের উচ্চ আওয়াজই হলো আজান।ইসলামে আজানের মর্যাদা-মাহাত্ম্য অপরিসীম। কেননা আজানের বাক্যগুলোর মধ্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাওহিদের কথাই ধ্বনিত হয়ে থাকে, যা সকল এবাদতের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং সমষ্টিগত ঐক্যেরও প্রতীক। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন নবীগণ প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবেন, অতঃপর প্রবেশ করবেন বাইতুল্লাহ শরিফের মুয়াজ্জিনগণ, তারপর বাইতুল মুকাদ্দিসের মুয়াজ্জিনগণ, অতঃপর আমার মসজিদের মুয়াজ্জিনগণ, অতঃপর দুনিয়ার মসজিদের মুয়াজ্জিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।' (মিশকাত) হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সব বস্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ওই আজান শুনে যে ব্যক্তি নামাজে যোগ দিবেন, সে ২৫ নামাজের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবেন। মুয়াজ্জিনও ওই মুসল্লির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবেন এবং তার দুই আজানের মধ্যবর্তী সব ছোট গোনাহ মাফ করা হবে।' (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)

হাদিসে পাকে আরো এসেছে, 'কেয়ামতের দিনে লোকেরা পিপাসা-কাতর হয়ে পড়বে। আর মানুষ যখন পিপাসা-কাতর হয় তখন তার ঘাড় ভাঁজ ও খাটো হয়ে যায়। কিন্তু মুয়াজ্জিনগণ কেয়ামতের দিন পিপাসা-কাতর হবে না; তাই তাদের ঘাড় উর্ধ্বে উন্নত ও দীর্ঘ থাকবে।' আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,আযান ও নামাজে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর সওয়াব যদি মানুষ জানতো তবে তা করার জন্য মারামারি করতো। আজাব এবং বিপদেও আজানের হুকুম করা হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খোদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুয়াজ্জিনের আজানের শব্দ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে এবং যে তা শুনতে পায় কেয়ামতের দিন সে মুয়াজ্জিনের জন্য সাক্ষ্য দেবে। যে ব্যক্তি জঙ্গলে (চারণভূমিতে) বকরি চরায় এবং আজানের সময় হলে উচ্চ কণ্ঠে আজান দেয় তার শব্দ যত দূর পর্যন্ত ধ্বনিত হবে কেয়ামতের দিন ওই সমস্ত বস্তু তার জন্য সাক্ষ্য দেবে। (বোখারি)।

শয়তান আজানের শব্দ শুনে আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে এজন্য যে, কেয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের পক্ষে তার সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে,। তাই আজানই শুনবে না। তার শয়তানি বন্ধ করে আজানের শব্দ প্রবিষ্ট হোক এটা সে চাইতে পারে না। এ ধূর্তামি প্রদর্শন করতে গিয়ে শয়তান অপমানজনকভাবে আজানের সময় পালাতে থাকে বলে সে নিজেই স্বীকার করেছে। শয়তানের দোসর-অনুসারী মানুষ তার খপ্পরে পড়ে আজানের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করবে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বারো কদম পর্যন্ত আল্লাহর আজান দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যায়। প্রত্যেক দিনের আজানে ৬০টি নেকি এবং প্রত্যেক দিনের একামতে ৩০টি করে নেকি মেলে। (হাকেম)।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে বস্তি-জনপদে আজান হয় সে জনপদ ওই দিন আল্লাহতালার আজাব হতে নিরাপদে থাকে। (তিবরানী)

মুসলমানদের বীরত্ব ও নির্ভীকতা প্রকাশের জন্য এবং আল্লাহর মদদ লাভের উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে আজান উচ্চারণের নির্দেশ থাকত খলিফার পক্ষ হতে। ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড,বিপদে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আজান দেওয়ার হুকুম আছে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাসূল (সা.) যুগের আজানের ক্ষেত্রগুলোতে কোনো প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা রদবদল হয়নি, অহির বাণী হিসেবে সাহাবায়ে কেরাম আজানের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং মুয়াজ্জিনগণের প্রতিও তারা খুবই সম্মান দেখাতেন মর্যাদা প্রদান করতেন।

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের লাকেম্বার বড় মসজিদে উচ্চস্বরে আজান প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। COVID-19 এর কারণে সাময়িক বন্ধ থাকার পর উচ্চস্বরে আজান প্রচার অনুমতি দেয়া হলো। মসজিদ পরিচালনাকারী অ্যাসোসিয়েশনের (Lebanese Muslim Association) নির্বাহী পরিচালক আহমদ মালাস এ অনুমতির কথা জানিয়েছেন।

"সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্রঃ ০১" মোড়ক উন্মোচক শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামানের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ১৪ মে ২০২০ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

মরহুমের ছেলে আনন্দ জামান জানান, বরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামানকে ২৭ এপ্রিল ২০২০ রাজধানীর ইউনিভার্সেল কার্ডিয়াক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর হার্ট, কিডনি, ফুসফুস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা শারীরিক জটিলতা ছিল। অতঃপর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে কোরোনা পরীক্ষা করা হলে তা পজেটিভ বলে উল্লেখ করা হয়।অবশেষে তিনি সি এম এইচ এ ইন্তেকাল করেন।

অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র কাট-পেস্ট বিহীন নিয়মিত মাসিক বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি "সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্রঃ ০১" নামে একটি বই প্রকাশ করে। সুপ্রভাত সিডনির মৌলিক লেখাগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকাশিত সাহিত্যের অঙ্গনের বাছাইকৃত কিয়দাংশের সংকলিত রূপ হচ্ছে এই - 'সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্রঃ ০১।

ঢাকার বই মেলায় এমেরিটাস প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান ঐদিন হাজারো সাহিত্যপ্রেমী মানুষের

উপস্থিতিতে সুপ্রভাত সিডনির সংকলন দিয়ে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান শুরু করেন।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে সুপ্রভাত সিডনির পঞ্চম বর্ষে পদার্পণে এবং ঢাকা বই মেলা উপলক্ষে সুপ্রভাত সিডনি সাহিত্য সমগ্র ১ প্রকাশিত হয়। সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্র ১ এ বইটির 'গল্প সমগ্র'তে সংকলিত হয়েছে ৮ জন লেখকের ৮ টি গল্প এবং 'কবিতা সমগ্র' অংশে ২১টি কবিতা। 'মানের দিক বিবেচনায় আনলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রথম সারির গল্পকার ও কবির তুলনায় 'সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্র-১ প্রকাশিত হয়।

মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর এই ২০১৫ ফেব্রুয়ারি মাসেই অনুষ্ঠিত 'ঢাকা বইমেলায়' যথাযত মর্যাদায় বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন দেশ বরেণ্য শিক্ষাবিদ মরহুম আনিসুজ্জামান। বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের প্রতি লক্ষ্য রেখে, বাংলা ভাষা রক্ষায় প্রাণ ত্যাগী শহীদদের স্মরণ করে, 'সুপ্রভাত সাহিত্য সমগ্রঃ০১' বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'বাংলাদেশের বাইরে বসবাসরত প্রবাসী প্রতিটি বাংলাদেশী নরনারীকে, যারা তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বাংলা ভাষাকে সমুন্নত রাখার অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী'। ঢাকার বই মেলার পরই কোলকাতার বই মেলায় বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

আল্লাহপাক পবিত্র রমজানের উসিলায় মরহুম আনিসুজ্জামানকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন (আমিন) ।

প্রকৌশলী মোখলেসুর রহমান মুকুলের ইন্তেকাল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি ওয়াটারের প্রকৌশলী ও সিডনির বেলা ভিসতা নিবাসী মোখলেসুর রহমানের মুকুল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার বিকালে ওয়েস্টমিড হাসপাতালে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। রোববার কেমস ক্রীক সিমেট্রিতে দাফন করা হয়েছে। জানা গেছে, মোকলেসুর রহমান মুকুল (BUET CE1987, AIT ENVI-1989) ছাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘদিন যাবত সিডনি ওয়াটারে কর্মরত ছিলেন । শনিবার বিকাল ৫.১৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রীহী রেখে গেছেন।

রোববার ল্যাকেম্বায় জানাজা শেষে কেস ক্রী সিমেট্রিতে দাফন করা হয়। সরকারি বিধি নিষেধ থাকায় জানাজায় ১০ জনের বেশি মুসল্লিরা অংশ নিতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী অনেক বাংলাদেশী তার মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Wishing you and your families a
joyous time for Eid Ul-Fitr
May this special time ease the burden of
those suffering hardship. During this difficult
time please take care of each other.

Eid Mubarak

نتمنى لك ولعائلتك وقتا سعيدا لعيد الفطر
آمل أن يخفف هذا الوقت الخاص من عبء أولئك
الذين يعانون من المصاعب
خلال هذه الفترة الصعبة يرجى الاعتناء ببعضها
البعض. عيد مبارك

عيد مبارك

Jihad Dib MP

Member for Lakemba
Shop 21, Broadway Plaza, Punchbowl NSW
2196
P: (02) 9759 5000
E: lakemba@parliament.nsw.gov.au

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম মণীষীদের অবদান

ডাঃ সাদেক আহমেদ

পাশ্চাত্য জগৎ আজ বিজ্ঞানকে উন্নতির যে চরম শিখরে পৌছিয়েছে, তার ভিত্তিই হলো মধ্যযুগীয় মুসিলিম বিজ্ঞানীদের অত্নত্যাগ ও পরিশ্রম । বিজ্ঞানের এই ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য জগৎ তাই বহুলাংশে মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে ঋণী । এটা কেবল মুসলমানদের বক্তব্য নয়। পাশ্চাত্য জগৎও এটা স্বীকার করে মুক্ত কণ্ঠেই ।

উইল ডুরান্ট তার বিখ্যাত গ্রন্থ "দা ষ্টোরি অব সিভিলাইজেশন" এর ৪র্থ খন্ডে অনিবার্য ভাবেই মুসলমান বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং চিকিৎসকদের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন । ডুরান্টের মতে 'ইবনে সিনা ছিলেন ওষুধ বিষয়ক মহত্তম লিখক, আল-রাজী ছিলেন মহত্তম চিকিৎসক, আল-বেরুণী মহত্তম ভূতত্ত্ববিদ, আল-হায়তাম ছিলেন মহত্তম চক্ষূ বিশেষজ্ঞ এবং জাবির ছিলেন মধ্যযুগের সম্ভবত সেরা রসায়নবিদ ।"
মুসলিম জাতি যখন জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে, তখন তারা ক্লান্ত হয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে । ভাটা পড়তে থাকে তাদের সৃজনশীল কর্মতৎপরতায় । অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগত মুসলিম বিজ্ঞানীদের লব্ধ জ্ঞানের পরিচর্যা করে ধাপে ধাপে উন্নতির চরম সোপানের দিকে এগুতে থাকে । নৈতিক অধঃপতনের জন্য মুসলিম জাতি ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও হারাতে থাকে। ফলে জ্ঞান চর্চ্চার প্রদীপও ম্লান হয়ে আসতে থাকে । ইউরোপীয়রা মুসলমান দেশগুলো একে একে গ্রাস করে তাদের কৃষ্টির প্রসার ঘটাতে থাকে।
এমনি সময়ে সমর্থনের পরিবর্তে মুসলিম বিজ্ঞানীদের উপর নেমে আসে চরম বাধা-বিপত্তি । তাই ক্রমেই তাদের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং তারা হারিয়ে যেতে থাকেন বিজ্ঞানের জগৎ থেকে । মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা আজ বিজ্ঞানের কর্ণধার সেজেছে । তবু অকপটে তাদেরকেও স্বীকার

করতে হয় সেই সব মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের কথা, যারা বিজ্ঞানের এই উন্নতির জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন । তাদেরই কয়েকজনের কথা উল্লেখ করছি ।

১. ইবনে খালদুন:
পাশ্চাত্য পন্ডিতরা যাকে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় মনে করে থাকেন তিনি হলেন ইবনে খালদুন । "আল ইবার ওয়া দিওয়ান আল মোবতাদা ওয়াল খবর" (The Moral and the Book of the Subject and Object) গ্রন্থে তিনি জাতি সমূহের বিবর্তন এবং গঠন সম্পর্কে ঐতিহাসিক সূত্রের উদ্ভাবন করেন। এজন্য তাকে সমাজ বিজ্ঞানের জনক বলা হয় ।

২. ইবনে রুশদ:
ইনি হচ্ছেন সেই দার্শনিক যিনি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, "কেবল দর্শনের মৃত্যুই আমার আত্নার মৃত্যু ঘটাতে পারে। "মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে ইউরোপে তার বিশেষ আধিপত্য ছিল। তিনি এরিষ্টটলের দর্শনের সবচেয়ে বড় অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার। ইবনে রুশদই সর্বপ্রথম মুক্ত চিন্তার উদ্ভাবক।

৩. ইবনে সিনা:
তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক সুপরিচিত ব্যাক্তিত্ব ,১৬ বছর বয়সেই স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন । তার লিখা "আল কানুন ফিল তিব" গ্রন্থ খানা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসকদের অন্যতম প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিলো । মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন । তিনি ১৫ প্রকার রোগ এবং ৭৬০ প্রকার প্রতিকার পদ্ধতি আবিস্কার করেন । তিনি যক্ষা, মস্তিস্কবিল্লির প্রদাহ ও অনুরূপ আরো কয়েকটি সংক্রামক রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেন । ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই মহান চিকিৎসকের জীবন অবসান হয়।

৪. আল-বেরুণী:
গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, জোর্তিবিদ্যা এবং ভেষজ শাস্ত্রের উপর ১০০টিরও অধিক গ্রন্থ প্রণেতা আল-বেরুণী কেবল মাত্র ভারত বর্ষের উপর "কিতাবুল হিন্দ" নামক যে অমর গ্রন্থ রচনা করেন তা সভ্যতার ইতিহাসে এক অমূল্য সংযোজন । বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের জন্য তিনি যে পন্থা উদ্ভাবন করেন তা "বেরুণী পদ্ধতি" নামে খ্যাত । তিনি Sine এবং Tangent এর ছক তৈরী করেন । আরো করেন তরল পদার্থের চাপের প্রকৃতি নির্ণয় । তিনি সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া আবিস্কার করেন ।

৫. আল-খাওয়ারিজমী:
অংক শাস্ত্র ও জোতিষ শাস্ত্রের অগাধ পান্ডিত্যের জন্য খলিফা মামুন তাকে বায়তুল হিকমার এর প্রধান নিযুক্ত করেন । তিনি লগারিদমের প্রকৃত উদ্ভাবক । গণিত শাস্ত্রের উপর লেখা তার অনেক বই লেটিন ও ইংরেজী ভাষার অনুদিত হয়ে ইউরোপে বিশেষভাবে সমাদৃত হয় ।

প্রবাসী ছাত্রদের সহযোগিতার্থে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল'র আবেদন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে সাংবাদিক ও লেখকদের একমাত্র সক্রিয় সংগঠন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC) অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক এবং সমসাময়িক সাংবাদিকদের যেকোনো সাহায্য -সহযোগিতা ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নিপীড়িত সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষীর কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
করোনা দুর্যোগে যখন বিশ্ব দিশেহারা ঠিক সে মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের নাজুক অবস্থা বিবেচনা করে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিজ্ঞ সাংবাদিক, লেখক ও কমিউনিটির সক্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত এ সংগঠনটি শুরু থেকেই কমিউনিটিতে একের পর এক সেবামূলক অবদান রেখে যাচ্ছে।
অস্ট্রেলিয়াতে কোরোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশী

সংগঠনগুলোর ভিতর সর্বপ্রথম সাহায্য -সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল, পরবর্তীতে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া (BSCA)। সম্প্রতি করোনা ভাইরাস ইস্যুতে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অস্ট্রেলিয়াতে অধ্যায়নরত আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে 'সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল এর পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ান সরকার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ কয়েকটি সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করে। যা নাকি চাল -ডাল বা ২ বেলা লাইন ধরে ভাত খাওয়ানের থেকে অতি উত্তম।
উল্লেখ্য, চাল-ডাল বা যারা রেস্টুরেন্টে একবেলা ছাত্রদের জন্য ভাত খাবার বেবস্থা করেছেন, তাদের সেলফি বা ভিডিও ধারণ মুখ্য ছিল বলে অনেকে অভিযোগ করেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

DISCOVER YOUR FUTURE STUDY DESTINATION WITH THE UTS INTERNATIONAL VIRTUAL OPEN DAY

Suprovat Sydney Report

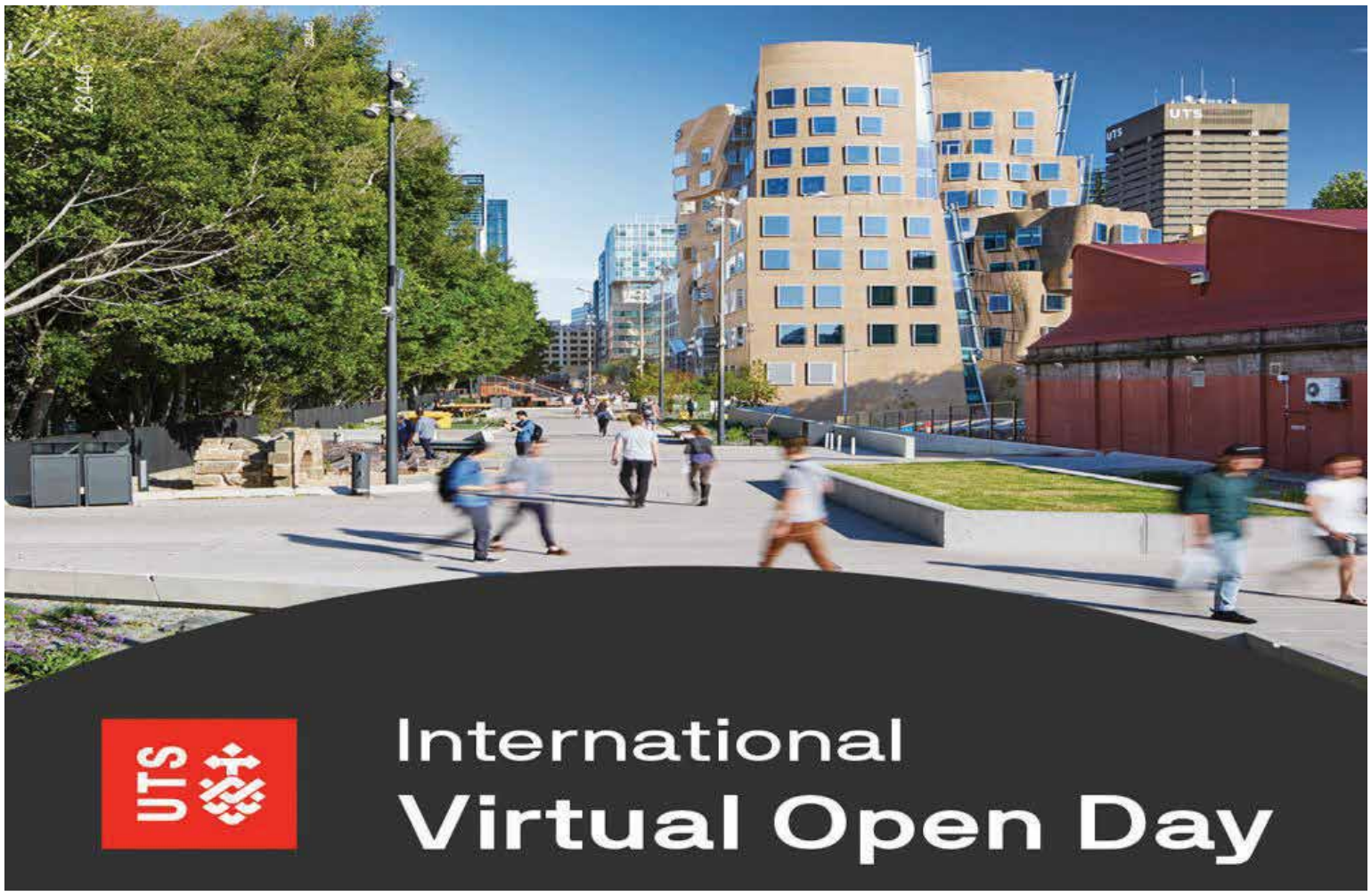

18 May 2020, SYDNEY - Current social distancing requirements don't have to stop interested international students from enjoying a taste of life at Australia's number one young university, the University of Technology Sydney (UTS). The UTS International Virtual Open Day, being held in May, is an exciting online event which will include live presentations and question and answer sessions to help future students make plans.
Prospective students and their parents can interact with recruitment staff, student ambassadors and faculty representatives to learn about UTS courses, student services and resources and student life.
Peter Harris, Chief Officer Partnerships and Growth for UTS Insearch says, "If you're looking for a way to UTS, don't miss the Pathways to UTS information panel session during the UTS International Virtual Open Day. Our diverse programs help students find their way into their desired UTS degree, and much more. Whether students choose a diploma, an English Language program, or UTS Foundation Studies, they will gain the skills, knowledge and attributes needed to thrive at university and beyond."

'Pathways to UTS' panel session

UTS Insearch, the pathway to UTS, will present an insightful pre-recorded information panel on Pathways to UTS, and discussion at 6pm AEST (Sydney time) on Wednesday 27 May 2020.
This is an opportunity to learn more about English Language programs, UTS Foundation Studies, Diploma courses and more. The session will share information about the extensive support that helps UTS Insearch students succeed in their studies and the high-quality remote learning structure currently in place due to the COVID-19 restrictions. Students can learn about the immediate opportunity to commence their studies in Semester 2, commencing 22 June 2020, whether they're in Sydney, or in another country.

The Pathways to UTS session will cover three key areas:

- A UTS Insearch program overview - including academic insights and support, presented by Jason West, Director of Studies, ELT and Janet Gibson, Program Manager, Communication.
- Student stories - current students and graduates share their experiences of studying at UTS Insearch, insights about living in Sydney and helpful tips for future students.
- General information on how to apply at UTS Insearch

The session will be followed by a live question and answer time. This is a chance to chat online with UTS Insearch's Aline Chiron, Onshore Partner Manager, Olivia Barnes, Onshore Region Head, and Jason West, Director of Studies, ELT to find out more about the pathway programs.

Jason West says, "I warmly encourage international students - whether they have already arrived in Australia or are located elsewhere in the world - to participate in this event. Our highly-regarded English Language programs have assisted many students from all over the world to develop their language and academic literacy for success at an English-speaking university. We look forward to showcasing how our programs help students become confident communicators to prepare for UTS and future careers."
Registrations for the UTS International Virtual Open Day are now open.
Find out more: www.insearch.edu.au/about/events/uts-international-virtual-open-day

About UTS and UTS Insearch

The University of Technology Sydney (UTS) is a dynamic and innovative university based in the heart of Sydney. It is Australia's top-ranking young university in the 2020 QS Top 50 under 50, and ranks 140th in the world overall - reflecting its strengths in employability, research, teaching, and internationalisation.
Many students choose to go to the University of Technology Sydney by enrolling in UTS Insearch where they develop the knowledge, skills and experience to succeed in their university study and beyond.
Students can select from a range of academic programs at UTS Insearch, and then fast- track into their second year of study at UTS, depending on their grades and course chosen.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, June-2020
Year-11

বাংলাদেশের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে একজন প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভূমিকা

সুপ্রভাত সিডনি বিশেষ প্রতিবেদন

আজ থেকে ঠিক উনচল্লিশ বছর আগের এক বর্ষণমুখর রাত। ১৯৮১ সালের ৩০ মে। এই রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ঘাতকের বুলেটবৃষ্টির শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাত্র এক দশকের মাথায় হত্যাকান্ডের শিকার দ্বিতীয় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তিনি। সেই কালোরাতের পর প্রায় চার দশক সময়কাল পেরিয়ে গেছে, কিন্তু আজও তিনি দেশপ্রেম ও মানবাধিকারের আলোচনায় বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্র হিসেবে নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। দলমত নির্বিশেষে সবাই বুঝেন, এমনকি অনেকে প্রকাশ্যে মুখে স্বীকার না করলেও জানেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন গত প্রায় অর্ধশতক সময়কালের ভেতরে দেশের একমাত্র নেতা যিনি জীবিত থাকলে এবং নিজের কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখতে পারলে বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা নিশ্চিতভাবেই ভিন্নতর হতো।

জিয়াউর রহমানের চরিত্রে ছিলো অনমনীয় এক পেশাদারিত্ব এবং অনন্য সাহসের সমন্বয়, যা পলিমাটির এই নরম ব-দ্বীপের আবেগী মানুষদের মাঝে সচরাচর দেখা যায় না। জাতির চূড়ান্ত সংকটমুহূর্তে একজন মধ্যমপর্যায়ের সেনাকর্মকর্তা হয়েও বিনাদ্বিধায় মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়া থেকে শুরু করে স্বল্পসময়কালীন দেশ পরিচালনার সুযোগে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আত্মসম্মানের সাথে নিজস্ব অবস্থান নিশ্চিত করা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার এই ব্যতিক্রমী চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই দুর্নীতিপরায়ন ও স্বার্থপর নেতৃত্বের কবলে পড়ে বারংবার প্রতারিত দেশটির ইতিহাসে একমাত্র জিয়াউর রহমান ছিলেন সেই শাসক, যার সততা আজকের যুগে রূপকথার মতো শোনায়।

একজন সেনাকর্মকর্তা হয়েও জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রহসনের এক বিষয় হলো এদেশের মানুষ যাকে নিজেদের নেতা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছিলো, তিনিই মানুষের কথা বলার অধিকারকে টুঁটি চেপে হত্যা করে ইতিহাসের অন্যতম স্বৈরশাসক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গণতন্ত্রের সুযোগে ক্ষমতায় এসে তিনি অবশেষে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্যদিকে যে মানুষটি দেশের সেবা করার জন্য নিজের সৈনিক পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন, নিয়তির অমোঘ টানে তিনিই এ দেশে বহুদলীয় রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ এক সময়কাল পেরিয়ে গেছে, বাংলাদেশ আজও পশ্চাতপদতার অন্ধগলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। একদলীয় শাসনের স্বৈরাচার তার উন্নয়ন ও চেতনার ছদ্মবেশে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো দেশের ঘাড়ে আবারও চেপে বসেছে। মানুষের অধিকার আজ ভূলুণ্ঠিত, দুর্নীতি আজ মহামারী। বিচারবিভাগকে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করে ক্ষমতার মসনদ কুক্ষিগত করে রেখেছে দখলদার শক্তি। তাদের সেই ফ্যাসিবাদী শক্তির জোরে বাংলাদেশের আধুনিক সময়র গণতন্ত্রের প্রতীক ও জনগণের অবিসংবাদিত নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তারা অন্যায়ভাবে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

মূলত নিজেদের ক্ষমতা দখলকে নিষ্কন্টক করতে এবং নিজেদের কূটিল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই তাকে এই নির্যাতনের শিকার বানিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন সবার কাছে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে, ষড়যন্ত্র ও বিদেশী প্রভুর গোলামীর এই মহামারীর মাঝে বেগম খালেদা জিয়াই বর্তমান সময়ে একমাত্র জনগণের অধিকারের পক্ষে আপোষহীন নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে প্রতীয়মান হয়ে উঠছেন।

মানবসমাজে বিভিন্ন যুগেই ফ্যাসিবাদ ও অশুভ শক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কখনো এমনও কঠিন অবস্থা হয় যে সবাই মনে করে এই অধপতনের বুঝি কোন শেষ নেই। কিন্তু আধুনিক যুগের হিটলার বা মুসোলিনী কিংবা সেই প্রাচীন কালের ফেরাউন পর্যন্ত প্রতিটি স্বৈরাচারের দুঃশাসনের একমাত্র শিক্ষা হলো, অন্ধকার সময় শেষ হয়ে এক সময় না এক সময় আলো ফিরে আসেই। অধপতনের অসীম ভার সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে মানুষের মাঝে মুক্তির আকাঙখা দুর্নিবার হয়ে উঠেই। বাংলাদেশে যেদিন সেই শুভক্ষণ আসবে, সে সময়ের সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় বিকাশিত করার জন্য এবং আমাদের সবার প্রিয় দেশটিকে পুরোপুরি আত্মমর্যাদাশীল অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মতো নেতৃত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। সুতরাং আজকের এই সংকটকালে বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও গণতন্ত্রের মুক্তিদাতা প্রেসিডেন্ট জিয়ার আদর্শ অধ্যয়ন ও গবেষণা একটি জরুরী কাজ হিসেবেই রয়ে গেছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Life after Ramadan

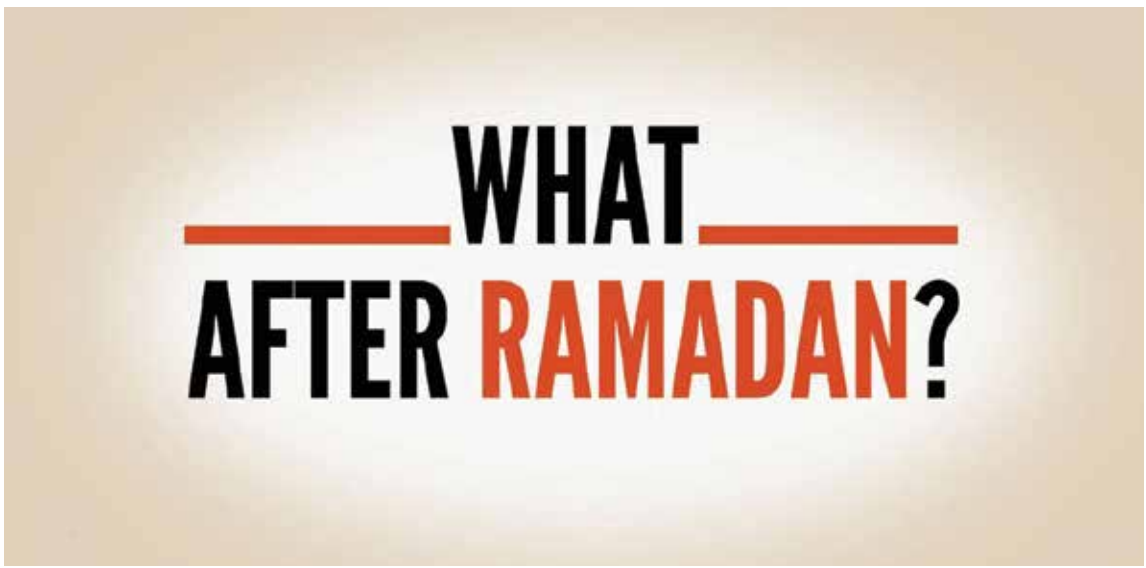

Mashiat Ahmed

The most blessed month among the whole year has just finished a few days back and we celebrated Eid-ul-Fitr for the year 2020. We all will agree upon the fact that during Ramadan we felt some special spiritual peace that cannot be replaced with anything. We build a very special connection with Allah (swt.) in this month. We work very hard to please him and get the best reward. During Ramadan:

- We build a strong relationship with Allah (Swt.) by reading lots of Quran
- We pray extra prayer such as taraweeh, tahajjud and we go to the mosque very frequent even at night-time
- We increase our jikr a lot more
- Our dua becomes very deep and specific and we make dua before iftar, during taraweeh, in sajdah and every now and then
- We try to give our Jakat in this month and do lots of charity
- We have sabr and behave well with our friends and family

BUT WHAT HAPPENS AFTER RAMADAN?

Do we be the same as we are in Ramadan? We all know the answer. Allah (swt.) has not given this only month to worship him, he has given this blessed month so that we can taste the pleasure and sweetness of having taqwah with him (Allah). This month is a bonus that helps us to appreciate the rest of the year and set our bar high to continue even after Ramadan. In Ramadan Allah (swt.) forces us to limit our physical needs which increases our spiritual needs. Allah (swt.) chains up the seitan to allow even the worst Muslim to be good. Who doesn't pray, read Quran or goes to mosque even that person tries to do all these during Ramadan and it's a proof that each of us can be a better Muslim?

Quran praises who continues the good deeds. The best AMAL (ie. deed) has been summarized up by prophet Mohammad as follows: "Do good deeds properly, sincerely and moderately and know that your deeds will not make you enter Paradise, and that the most beloved deed to Allah is the most regular and constant even if it were little." (Sahih Bukhari #6464).

No relationship lasts if there is onetime productivity such as marriage or job. If you behave well with your wife once and ignore her for the rest of time or if you work so hard on the 1st week of work and be lazy afterwards will that marriage or job last? Then how can we expect that Allah (swt.) will love and forgive us for worshipping him only in Ramadan? Don't we know Allah deserves the most than anything else? So, we shouldn't be an "Only Ramadan Muslim".

WHAT CAN WE CONTINUE AFTER RAMADAN?

The sad reality is we know we not going to pray that extra salat after Esha, not going to wake up every night for tahajjud & suhoor, we will not be having our iftar together. We all know that we cannot continue at the same level, but we must try our best to at least be close to that level.

- We can start with eliminating our 3 worst habits and start with the major sins such as drinking, having drugs, womanising (zina) etc. then other ones like smoking, backbiting, not praying on time and whatnot
- Then we can include 3 good habits that will increase our iman and taqwah such as praying 5 times a day on time, start praying sunnah prayers. Because we all know that the only difference between a Muslim and a non-Muslim is Salah
- We should make a routine of reading Quran regularly even just a juz or few ayats
- We can start fasting on every or even fortnightly Monday and Thursday as from Abu Hurairah RA said "Prophet Muhammad was the most frequently fasted on Mondays and Thursdays. When asked why, he said: "Indeed, all deeds presented on Monday and Thursday, then Allah wants to eliminate the sin of every Muslim man and his sins believing person, but two people who hostile. Then God said: "Suspend both" (Reported by Ahmad)
- We can make a routine of donating something every Friday or even once a month
- We should start having sabr and behave good with people

'Abdullah ibn 'Umar reports that the Messenger of Allah said: "O 'Abdullah, do not become like so-and-so who used to have a good habit, but he stopped," (Bukhari and Sahih Muslim). Let us all pray and hope that if we have accomplished something in this Ramadan and have come closer to Allah, we shall not fall.

সৌদি আরবে কর্মহীন বাংলাদেশীদের মধ্যে বিএনপির খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

করোনার মহামারী ঠেকাতে ঘোষিত লকডাউনের কারণে সৌদি আরবে গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। কর্মহীন এসব মানুষ কাজ হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। ঠিক এসময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব শাখা বিএনপি। জেদ্দায় বসবাসরত ১ হাজার বাংলাদেশীকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। এসব খাদ্যসামগ্রী আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাদের অঞ্চলের অসহায় সদস্যদের কাছে পৌঁছানো হয়।

সিডনির গ্রীনএকরে দোকানে গাড়ি ঢুকে ১২ জন আহত

১ম পৃষ্ঠার পর

হিজাব হাউস জানিয়েছে যে, ক্রেতা এবং তাদের স্টাফ উভয়ই এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, দ্রুতবেগে হিজাব হাউজে ঢুকার পূর্বে সে সামনের একটি গাড়িকে ধাক্কা দিচ্ছিল এবং তাতে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।

উক্ত ড্রাইভারকে ট্রাফিক এবং ড্রাইভিং রেকর্ড পরীক্ষায় দেখা গেছে, সে ইতোপূর্বে প্রচুর 'অপরাধ' করেছে । পুলিশ ধারণা করছে, এটি একটি ট্রাফিক জাতীয় দুর্ঘটনা। সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়। দুর্ঘটনা পর ড্রাইভারের রক্ত এবং মূত্র পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়। বর্তমান সে গ্রেফতারকৃত অবস্থায় রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হিজাব হাউজ জানিয়েছে যে, পুরো কমিউনিটি ভীত সন্ত্রাস্ত হয়ে পড়েছে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াস চালাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে - সবাই বেঁচে আছে । একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন যে, উক্ত দুর্ঘটনাস্থলে এ বছর এ পর্যন্ত তিনটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে একই দিনে সিডনির ল্যাকেম্বাস্থ পশ্চিমাঞ্চল রোডে দুটো গাড়ির রেসিং প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে তাল সামলাতে না পেরে একটি গাড়ি দ্রুত বেগে দন্ডায়মান একটি ট্রাককে সজোরে ধাক্কা মারে। ভাগ্যক্রমে উক্ত গাড়ির দুইজন আরোহী সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। গাড়িতে আগুন ধরে যায়। ড্রাইভার ও যাত্রী ভিতরে আটকা পড়ে। পুলিশের সহায়তায় তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাদেরকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

All Mechanical Repairs
*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book
We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community
Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

MAc-Field Medical Practice
- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন
Suprovat Sydney
Copy Right Protected
Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist
Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced educators who are able to fulfill your expectations and needs about your child.

We offer various childcare services including:

- Full-time, part-time or casual care
- Before/after care for 5-12 year olds
- School holiday care
- Emergency care
- Overnight and shift work

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.

M: 0414 492 655

Suite 1, 38 Railway Pde, Lakemba - 2193

Educator contact No.: 0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, June-2020
Year-11

কোরোনা আজাব থেকে সাবধান!

আলক্বাযী মহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন মীলাদ

মহাস্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ হতে করোনা আযাব থেকে সাবধান, সচেতন হয়ে শিক্ষাগ্রহণ পূর্বক ঈমান ও ইসলামে ফিরে আসার আকুল আহবান

আমরা অনেকেই এখন বুঝতে পারছি যে, করোনা ভাইরাস অতীতের কোনো সময়ের ন্যায় একটি সাধারণ আঞ্চলিক গতানুগতিক ও সাময়িক মহামারী নয়। এটা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ হতে বিভ্রান্ত ও সীমালঙ্ঘনকারী মানবজাতিকে ঈমান ও ইসলামে পরিপূর্ণরূপে ফিরে আসার লক্ষ্যে পরিচালিত আযাবের এক চূড়ান্ত সতর্ক সংকেত। এই বিশ্বের মানুষ ধর্ম,বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে যেভাবে অশ্লীলতা, পাপ, অন্যায় ও অপরাধের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ সামান্য অদৃশ্য এ জীবাণু দিয়ে তাঁর আযাবের একটি বিশ্বায়ন দেখাচ্ছেন - যাতে মানবজাতি তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় এবং তাঁর ঘোষিত ক্ষমার প্রতি মনোযোগী হয়। আর নিজেদের মিথ্যা ও কল্পিত জীবন ব্যবস্থা থেকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ও দর্শনে ফিরে আসে এবং এককভাবে আল্লাহরই দাসত্ব ও আনুগত্য করে।

এখানে সর্বশেষ অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে আল্লাহর পক্ষ হতে অত্যাসন্ন বিভিন্ন আযাব ও গজব কাদেরকে স্পর্শ করবে এবং কাদেরকে করবে না তার একটি মৌলিক তালিকা প্রকাশ করছি:-

আল্লাহর অনুমোদনক্রমে করোনা সহ আসন্ন ভয়াবহ আপদ ও আযাব যাদেরকে এখন সংক্রমিত করতে পারে :

১. ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে (হত্যা ও উচ্ছেদের মাধ্যমে) ষড়যন্ত্রকারীদেরকে। জানুন আল্লাহর ঘোষণা ৩:৫৪।৬:১২৩।১৬:৪৫।১৩:৩৪। ১৪:৪৬।২৭:৫০।৩৫:১০,৪৩।৭১:২২

২. মুশরিকদের তথা একক সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সমতুল্য ও সমকক্ষ স্থাপনকারীদেরকে। দেখুন আল্লাহর ঘোষণা : ১৫ :৯৬।৩০:৪২।৩৩:৭৩।৩৯:৬৫।৪৮:৬।২৬:২১৩

৩. কাফিরদের তথা আল্লাহ ও তাঁর জীবন ব্যবস্থা অস্বীকার ও অমান্যকারীদেরকে।পড়ুন কুরআনের বাণী : ৩:৪,৫৬।৫:৭৩।৮:৫২।৯:২৬।১৩:৩২।১৪ :২।৭:১৮২

৪. আল্লাহ ও সত্য জীবন ব্যবস্থার বিপক্ষে মিথ্যা ও কল্পিত রচনাকারীদেরকে। শুনুন কুরআনের ঘোষণা :৬:৯৩,১৩৮।১০:৬৯।২০:৪৮,৬১।১৬:১ ১৬।

৫. মিথ্যাচারী ও মুনাফিক তথা কপটচারীদেরকে।দেখুন আল্লাহর ঘোষণা : ২: ১৭।৩:৬১।৪:১৪৩।৩৩:৭৩।৪৮:৬।৬৩:২,৯।৪৩ :২৫।

৬. পাপীষ্ঠ, অশ্লীলতার প্রসারকারী ও শয়তানের দোসরদেরকে। পড়ুন কুরআনের বাণী : ৩:১১ ।২৪:১৯।৪৫:৭।২৬:২২২।৫৮:১৯।১৯:৮৩।১৬: ১০০।

৭. অন্যায়কারী ও অপরাধীদেরকে। জানুন আল্লাহর ঘোষণা : ৬:১২৪,১৪৭।৭:৮৪,১৩৩।১০ :৫০।৩০:৪৭।৩২:২২।

৮. দাম্ভিক বা অহংবোধ প্রকাশকারীদেরকে।শুনুন কুরআনের বাণী :৪:১৭৩।৩৫:৪৩।১৬:২৩।২৫:২ ১।৪০:৩৫।৭:১৩৩।

৯. অকৃতজ্ঞ বা না শুকরকারীদেরকে। দেখুন আল্লাহর ঘোষণা : ২:২৪৩। ৪:১৪৭। ১০:৬। ১৪:৭। ২৭:৭৩। ৩১:১২।

১০. অবৈধ সম্পদ অর্জনকারী,মানুষের ওপর জুলুম শোষণকারী তথা সর্বক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। জানুন আল্লাহর বাণী সমূহ :১০২:১,৩।১০৪:২।৫৯ :৭।৬:৪৭।১০:৩৯।২১:৯।২৮:৫৯।

উল্লেখ্য যে, এই লেখায় করোনা এখন কাদেরকে সংক্রমিত করবে আর কাদেরকে করবেনা এ দুটি প্রবন্ধ আমার গবেষণার ফসল। যেসব মানুষের ধর্ম জ্ঞান বিশ্বাস কর্ম মন ও আত্মা বিনষ্ট ও কলুষিত হয়ে গেছে এবং যাদের উপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট ও শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন আর যাদের দ্বীন জ্ঞান বিশ্বাস কর্ম মন ও আত্মা সংশোধিত, নিষ্কলুষ রয়েছে এবং তাদের ওপর মহাসার্বভৌম আল্লাহ সুবহানাহু সন্তুষ্ট আছেন ও পুরস্কার কিংবা নিয়ামত প্রদানের ঘোষণা করেছেন। উভয় পক্ষকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করনের প্রয়াসেই এই দু'টি রচনা। মূলত শাস্তি দেয়া ও পুরস্কার প্রদান মহাসার্বভৌম আল্লাহরই কাজ ও একান্ত বিষয়। তিনি তো বিভিন্ন কারণে অনেক মানুষেরই পাপ ও অপরাধ ছেড়ে দেন ও ক্ষমা করে দেন। ব্যতিক্রম তো সব বিষয় ও ঘটনাতেই থাকে ; ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রমই। আর ব্যতিক্রমটাও আল্লাহর বিশেষ হিকমতে (তার জ্ঞান ও রহস্যে) হয়।
অতএব, করোনাসহ আসন্ন আযাব দিয়ে কাকে পাকড়াও করবেন আর কাকে ছেড়ে দিবেন তা একান্তভাবে মহাস্রষ্টারই বিষয়। সবকিছু একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন - মানুষ জানেনা।

আল্লাহর অনুগ্রহে যাদের ওপর করোনা ভাইরাস সহ আসন্ন ভয়াবহ আপদ ও আযাব সংক্রমিত করবে না:

১.সত্যিকার বিশ্বাসী তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহাস্রষ্টার একাত্ববাদ গ্রহণকারীদের। দেখুন আল্লাহর ঘোষণা : ৩:১৭৯। ২:১০৩। ৭:৯৬। ১৬:১২৩। ৬১:১৩।

২.আল্লাহ তাআলাকে যারা আন্তরিকভাবে ভয় করে এবং তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য জীবনে সব কাজ করে। শুনুন সর্বশেষ ঐশী বাণী :২:১০৩,১৭ ৭।৩:১৭২।৭:৯৬।৫:৫৬,১১৯।১০:৬২,৬৩।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা এককভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বা নির্ভরশীল থাকে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে চলে। জানুন কুরআনের বাণী :৮:৪৯। ৪২:৩৬।১০:৭১।৬৫:৩।২:৪৫,১৫৩।১১:৫৫,৫৬। ৪.যারা সবসময় আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে এবং তাঁর কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে।পড়ুন আল্লাহর ঘোষণা :৪:১৪৭।১৪: ৭।৩৯:৭।৩:১৪৭।৪:৩৫।৮:৩৩।৪:১১০।

৫.যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুগত থাকে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে।দেখুন সর্বশেষ ঐশী বাণী : ২:১১২।৪:১২৫ ।৩:৮৫।৭২:১৪।৩১:২২।৩৯:২২,৫৪।
৬.যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য ও উত্তম কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। জানুন আল্লাহর ঘোষণা : ৩৯:৩৩,৩৪।২:১৭৭।৪৯:১৫।৫:৬৯।১৬:৯৭।২০: ১১২।২১:৭৫।

যারা বৈধ উপায়ে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে এবং তা সত্য প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় করে তথা দান সাদাকাহ করে। শুনুন কুরআনের বাণী : ২:১৬৮।৬:১৫২।১৬:১১৪।২:৩,১৭৭,১৯৫,২১৯, ২৭১,২৭৪।৩:৯২।

৮.যারা মানুষকে সকল মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ বা বারণ করে এবং ইসলামের প্রকৃত দাওয়াহ বা প্রচার করে। পড়ুন আল্লাহর ঘোষণা : ৫:৬৩,৭৯।৩:১০৪,১১০।৭:১৬৫।৪১:৩ ৩।১৬:১২৫।

৯.যারা সর্বদা আত্মশুদ্ধিতে রত থাকে ও বেশি বেশি তাওবাহ করে।দেখুন সর্বশেষ ঐশী বাণী : ৩৫:১৮।৮০:৩।৮৭:১৪।৯১:৯।৭:১৫৩।২:১৬০ ।৩:৮৯।২০:৮২।৬৬:৮।

১০.যারা আপন স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ কেন্দ্রিক পার্থিব জীবন গড়ার প্রচেষ্টা চালায় এবং মানবতার ঐক্য ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে কাজ করে। জানুন আল্লাহর আয়াত : ৩:১০১।৪:১৪৬।২৯:৬৯,৬। ২২:৭৮। ২৫:৫২। ৯:২০। ৩:১১০। ২:২১। ৪:। ৫:৩২।

হে মানুষ! একটি বিষয় ভাল করে জেনে রাখুন – যে কোনো ঘটনা বা আপদ - বিপদে আপনার মৃত্যু এবং যতটুকু ক্ষতি ও অসুস্থ হওয়ার ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত আছে শুধু ততটুকুই হবে, একটুও কম ও বেশি হবে না। দেখুন : ৩:১৪৫,৬৩:১১।৬:১৭,১০:৪৯।

অন্য সময় বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য কারণে প্রতিদিন যত মানুষ মৃত্যুবরণ করতো এখন তা করছেনা।এবং পৃথিবীতেও অন্যান্য কারণে মৃত্যুরহার অনেক কমে গেছে। করোনার কারণে কিছু লোক মারা যাচ্ছে। যেভাবে নির্ধারন আছে সেভাবেই হচ্ছে। মূলকথা সবকিছু মহাস্রষ্টা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ক্রমে মানুষের কর্মফল হিসেবেই হয়। অন্য কারো কোনো ক্ষমতা ও শক্তি নেই যে কারো মৃত্যু দিতে পারে, কোনো ক্ষতি ও অসুস্থ করতে পারে। মানুষের জ্ঞান বিশ্বাস ও কর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে আরো আধুনিক ও ভয়াবহ আযাব গজব একের পর এক আসছে। ভবিষ্যতে আযাব গজবে কত কোটি মানুষ যে মারা যাবে একমাত্র মহাস্রষ্টাই জানেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

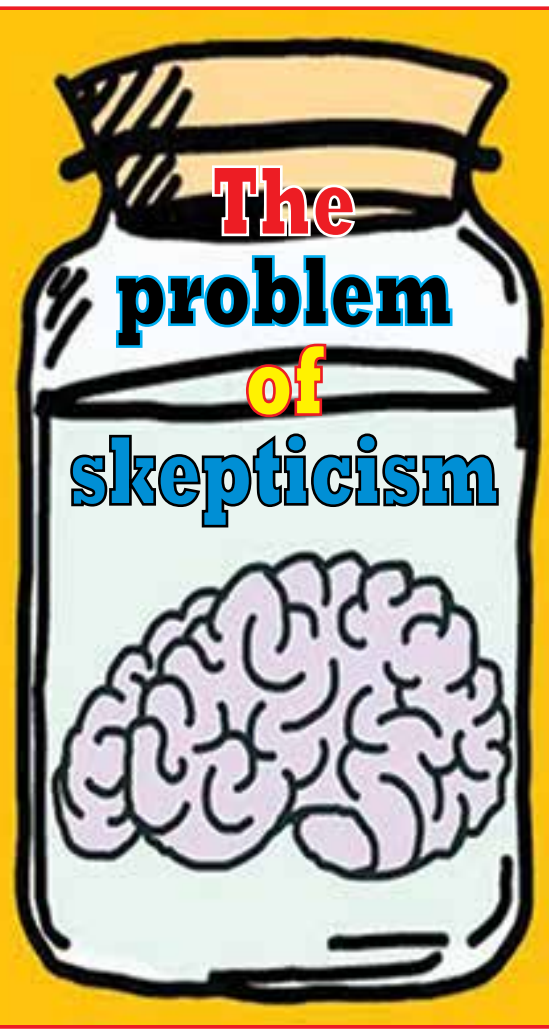

৯

আতিকুর রহমান

কোরআন নিয়ে গোপালের সাথে আহমদের কথা হয়েছিল গতদিন। গোপালের বুঝতে পেরেছে কোরআন নিয়ে তার যে ধারণা ছিল আসলে তা ভূল। বিশেষ করে একজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ কিভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করতে পারে। আর তা আজ অবধি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মুহম্মদ যে শিক্ষিত ছিল এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কেউ কোন তথ্যও দিতে পারেনি। অন্য কথায় বলতে গেলে তার নিরক্ষর থাকার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে সত্য।

আজ গোপাল ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলোনা কি বিষয়ে তাদের আলোচনা হওয়া উচিত। আহমদই শুরু করলো।

- আচ্ছা গোপাল দা, আপনাদের সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে অনেক অজানা ছিল। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত বলবেন কি?

- জি অবশ্যই আহমদ ভাই। 'সতী' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে এমন সতীসাধ্বী রমণীকে বোঝায় যিনি তার স্বামীর প্রতি চূড়ান্ত সততা প্রদর্শন করেন এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও থাকেন সত্যনিষ্ঠ। সতীদাহ প্রথা মানে স্বামীর শব দাহের সঙ্গে বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করার পূর্বেকার হিন্দুধর্মীয় প্রথা। গোপাল থেমে থেমে আবার বলতে থাকে। মূলতঃ স্বত:প্রণোদিত হয়েই পতির মৃত্যুতে স্ত্রী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিত। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে এ আত্মাহুতি অতিমাত্রায় শোকের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই দেখা হত। মহাভারত অনুসারে পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রী সহমরণে যান কারণ মাদ্রী মনে করেছিলেন পান্ডুর মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী যেহেতু পান্ডুকে যৌনসহবাসে মৃত্যুদন্ডের অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল। যদিও মহাভারত এর কোনও অনুবাদক এর মত অনুযায়ি মাদ্রী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পড়েই দুঃখে প্রান ত্যাগ করেন এবং দুজনের দেহই একসাথে দাহ করা হয়। অর্থাৎ মাদ্রীকে দাহ করার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।

- এই যে বললেন, পূর্বেকার হিন্দু প্রথা। তার মানে হিন্দু ধর্মীয় এ রীতিটি পরিবর্তন করা হয়েছে?

- জি, এটি পরবর্তী সময়ে রহিত করা হয়। ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে সতিদাহ প্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এসময় বেঙ্গলের গভর্ণর ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক।

অবশ্য এ আইনী কার্যক্রম গৃহীত হয় মূলত রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই। এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে মামলা করা হয়। প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ সালে বেঙ্গলের গভর্ণর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের ১৮২৯ এর আদেশ বহাল রাখেন। খুব অল্পসময়ের মধ্যে ভারতের অন্যান্য কোম্পানী অঞ্চলেও সতীদাহ প্রথাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

- কিন্তু গোপাল দা, সতীদাহ প্রথা এখন উঠে গেলেও বিধবা বিয়ের প্রচলন কিন্তু হিন্দুদের মাঝে নেই।

- জি, তবে এখন এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক উঁচু জাতের বিধবারা এখন বিয়ে করছে। কেননা অল্প বয়সের হিন্দু বিধবাদের নিজের জীবন নিজের কাছে মস্তবড় এক বোঝা। সিঁথির সিঁদুর মুছে, দেহের সব অলঙ্কার খুলে ফেলে, চুল কেটে, সাদা থান পরে, এক বেলা নিরামিষ খেয়ে অনশন-ক্লিষ্ট অবস্থায় তাঁদের বৈধব্য পালন করতে হত। পাছে বিধবা নারীর যৌবন, দীর্ঘ কেশ ও রঙিন শাড়ী-গয়নায় পুরুষরা আকৃষ্ট হয় - তাই এই ব্যবস্থা। বিধবা নারীর নিজের মধ্যেও যেন কামনার উদ্রেক না হয়, তারজন্য শুধু আমিষ বর্জন নয়, অনেক জায়গাতে মুসুর ডাল, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি খাওয়ার ব্যাপারেও বাধানিষেধ ছিল, কারণ এগুলি এবং আমিষকে মনে করা হত কামোত্তেজক খাদ্য! বাপের বাড়িতে ভাইদের সংসারেও বিধবাদের স্থান উচ্চে ছিল না। বাড়ির সব কাজ তাঁদের দিয়েই করানো হত। বিধবাদের পুনর্বিবাহ কল্পনা করাও ছিল পাপ।

- গোপাল দা, সতীদাহ প্রথার বিষয়ে যেমন আন্দোলন হয়েছিল এমন কিন্তু বিধবা বিয়ের ব্যাপারে তেমন কোন আন্দোলন হয়নি। আর একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করলাম। আপনাদের ধর্মীয় আচার কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে।

- সময়ের সাথে সব ধর্মেই তো এরূপ পরিবর্তন হতে পারে। ইসললামেও তো পরিবর্তন হয়েছে। আগে যেভাবে মানুষ ইসলামের আচার-আচরণ পালন করতো এখন নিশ্চয়ই সেগুলো করেনা।

- না গোপাল দা, আপনি এটা ঠিক বলেননি। ইসলাম ১৪০০ বছর আগে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। এর সামান্য একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। ইসলামকে সেসময়ই আল্লাহ পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ কোরআনে বলেনঃ

.....আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।..... [সূরা আল মায়েদাহ:৩]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

(আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ)

সর্বোত্তম কালাম হোল আল্লাহ্‌র কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হোল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল নতুনভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ। "তোমাদের কাছে যার ও'য়াদা দেয়া হচ্ছে তা ঘটবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না" (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৮১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক খুতবায় বলেছেন:

"নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল (দ্বীনের মধ্যে) নব উদ্ভাবিত বিষয়। আর নব উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩৫ ও সুনান আন-নাসায়ী, হাদীস নং ১৫৬০, হাদীসের শব্দ চয়ন নাসায়ী থেকে।]

গোপাল দা, কেউ যদি যে কোন কারণে ইসলামের সামান্য হুকুমেরও পরিবর্তন করে বা করতে চায়। আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে সে পথভ্রষ্ট।

তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া।

চলবে....

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

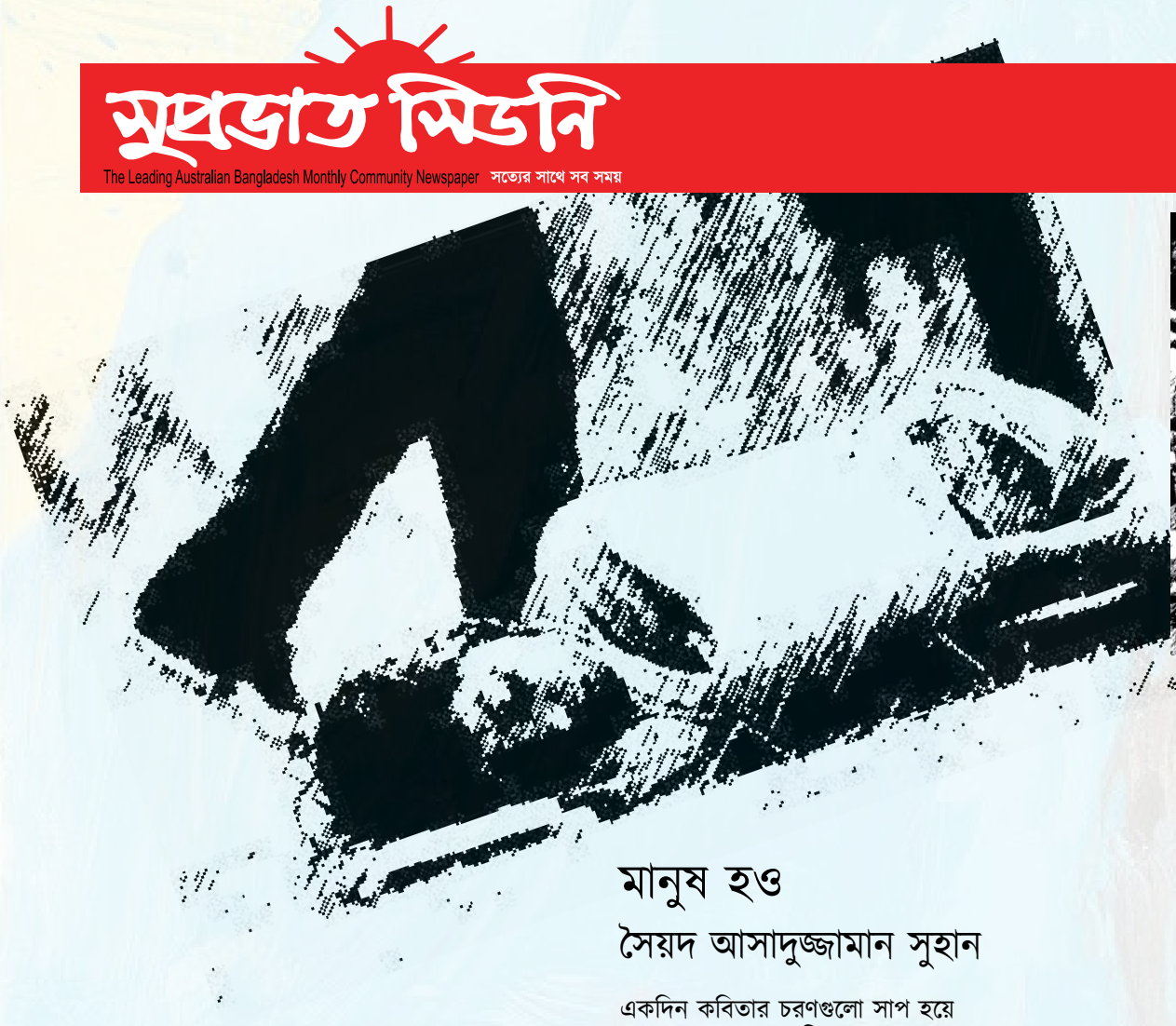

মানুষ হও

সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান

একদিন কবিতার চরণগুলো সাপ হয়ে
বের হবে; তোমার মস্তিষ্কে দংশন করতে-
সেদিনের জন্যে প্রস্তুত আছো তো, নাকি
শব্দের অপব্যবহারে আবারও নতজানু
হয়ে চোখে ধুলো দিবে আর নয়তো ফাঁকি।

আয়নাতে শুধুই নিজের চেহারা দেখেছো
ভেতরের রূপটা দেখার চেষ্টাই করোনি;
কখনো প্রশ্নও আসেনি, কেন বিবেক ভ্রষ্ট
চক্ষু লজ্জা ভুলে চললে আপন খেয়ালে
ক্রমাগত পঁচে গলে নিজেকে করেছো নষ্ট!

আচ্ছা বাঁচবে কতদিন, শত হাজার বছর?
এতো দাম্ভিকতা; আছে নাকি অমৃত সুধা!
তবে কেন জাহির করো মূর্খের মত অহম
স্তব্ধ হও, শুদ্ধ জ্ঞানে শাপমোচন করে নাও
নয়তো আস্তাকুঁড়ে যাবে ফুরিয়ে গেলে দম।

ভারতীয় মুসলমান

আজমীর রহমান

আমরা ভারতীয় মুসলমান-
আমাদের মাঝে যেন না থাকে কোন মান-অভিমান।
আমরা ঐক্যতা আনবো, দেবো শত্রু বিরোধী স্লোগান।

আমাদের একই নবী- একই কোরআন
আমরা ভারতীয় মুসলমান।
আমরা আমাদের দেশের জন্য দিতে পারি প্রাণ-
আমরা ঐক্যতা আনবো, দেবো শত্রু বিরোধী স্লোগান।

আমরা ভিন্ন মাযহাব ভুলবো
একই সুরে একই গান গাইবো;
আমরা গাইবো শুধু মোহাম্মদের গান
যেন না থাকে মান অভিমান
আমরা ভারতীয় মুসলমানের
দেবো শত্রু বিরোধী স্লোগান।

হে... শত্রু বিরোধী মুসলমান...
তোমরা শুনবে না ওই কাঠ-মোল্লার গান।
তারা গাইবে শুধু মাযহাবী বদনাম
তারা জানে না দাঁত থাকতে দাঁতের মান
তারা কাঠমোল্লা, তারা জানে শুধু মাযহাবী বদনাম।

সময় এসেছে ঐক্যতা আনবার
একই সুরে গান গাইবার।
এক্ষুনি হও সাবধান, বুকে আনো বল-
আমরা একই নবীর উম্মত, থাকবো নাকো দুর্বল।

ভারতের পতাকা উঁচু করে ধরে দাঁড়াবো
ভারতের বহিঃশত্রু হলে এক হয়ে দেশবাসী লড়বো
হাতে-হাত কাঁধে-কাঁধ রাখবো
শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ভারতীয় হয়ে লড়বো।

দেশের ভেতরের কেউ যদি হও মুসলমান বিরোধী শত্রু,
তবে মনে রেখ আমরা ভারতীয় মুসলমান, আমরা নইকো ভীতু।
আমরা আমাদের স্বাধীনতায় দেখবো শেষ রক্তবিন্দু
আমরা ঐক্যতা আনবো দেবো শত্রু বিরোধী স্লোগান।
আমরা একই সুরে গাইবো গান
এক হাতে কোরআন, আর এক হাতে সংবিধান।

বৃশ্চিক

বদরুদ্দোজা শেখু

ঘুমঘোরে জেগে উঠি, ঝিরিঝিরি ভোরের মলয়
শিরশিরে আমেজ দ্যায়, দেহমন বিরহী হৃদয়
আপ্লুত নন্দিত হয়, পাখিরাও শুনি অনুভব
করে এই প্রসন্নতা, মৃদু মৃদু সুখী কলরব
ইতস্ততঃ ভেসে আসে, আশপাশে নীরব স্থবির
ঘরবাড়িগুলো ঢুলে দেউড়ির দরমা-টাটির
খিল তুলে, অনাবিল শান্তির প্রহর ঘুরে এক
জগতের বিপন্ন সত্ত্বার আতঙ্কিত অসহায়
জনপদ জুড়ে জুড়ে, ফুঁড়ে উঠে প্রাগৈতিহাসিক
মানব-সভ্যতা, প্রত্ন খায় বিশ্বত্রাস করোণা-বৃশ্চিক!!

ক্ষুধার জ্বালা

রাজ কালাম

মহামারী করোনার ভয়ে
আতংকিত সারা বিশ্ব,
অনেকের ঘরে খাবার নেই
অনেকেই হয়েছে নিঃস্ব।

ক্ষুধার জ্বালার কষ্ট
বুঝতে পারে তারা,
দিনরাত্রি অনাহারে থেকে
কাটাচ্ছে জীবন যারা।

যারা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
বাসা বাড়িতে ঘুমায়,
মাছ, মাংস, পোলাও
মনে যা চায় খায়,
তারা কিভাবে বুঝবে
অভুক্ত মানুষ কত কষ্ট পায়।

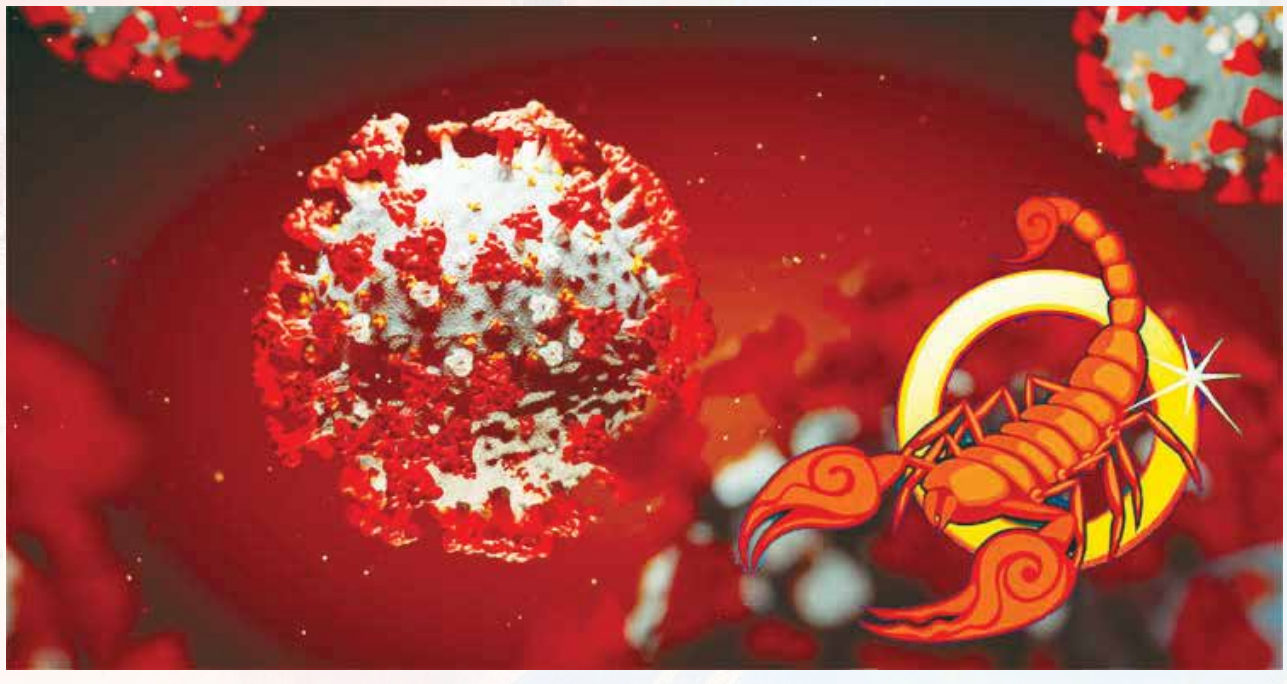

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

একগুচ্ছ মিশরীয় কবিতা

প্রাসঙ্গিক ও বাঙলায়ন: মীম মিজান

মিশরীয় এক প্রখ্যাত কবি এবং সাংবাদিকের নাম মুহাম্মদ হারবি। তিনি নিল উপত্যকার উত্তরাংশের এক ছোট্ট গ্রামে ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মিডিয়া ও সাংবাদিকতা বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য কায়রোতে আসেন। এবং নামকরা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জার্নালিজম বিষয়ের ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে হারবি কায়রো কেন্দ্রিক আরব বিশ্বের নামকরা দৈনিক আল-আহরাম এর সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক। স্বল্পপ্রজ কবি হারবি পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রকৃতি ও ভূতাত্ত্বিক বিষয় সমৃদ্ধ কবিতার মাধ্যমে তিনি সারা আরব বিশ্বে জনপ্রিয়। তার তিনটি বহুলপঠিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে, 'বালুকার দ্বারা যেমন এটি প্রতারিত', 'মেঘ ধরার সতেরো বছর' ও 'একটি ছায়ার উপর নেচেছি'। বাঙলায়ন করা কবিতাগুচ্ছ শেষোক্ত গ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত। যা আরবি থেকে ইংলিশে ভাষান্তর করেছেন সান ফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবির অধ্যাপক মোহাম্মদ সালামাহ। কবিতাগুচ্ছ মার্কিন নামকরা সাহিত্য পত্রিকা 'ওয়ার্ল্ড লিটারেচার টুডে'র এর ৫ জুলাই ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। হারবি আত্মজীবনী কেন্দ্রিক কিছু ডকুমেন্টারিতে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি একটি দর্শকনন্দিত সিনেমাও নির্মাণ করেছেন।

আমার ছবি

নীরদের বাহুল্য থেকে আমি পাঠ্য নকল করেছি
আমি কোনো কবি নই
সকল দৈববাণী সমাপ্ত হয়েছে
আমি আমার কবিতা, আর বাহিরে আমার ছবিতে হাই তুলেছি
আমি আমার ছবিতে আর বাহিরে একটি কবিতা আমাকে লিখছে
পাথালের নিকটবর্তী একটি ক্যাফেতে
আমি আমার দর্পণ...আর ভিতরে একটি ছবি আছে
যেটি আমার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করছে আর আমার কবিতা নকল করছে
আমি আমার ছায়ায়, আর যে আলোর দূর দিয়ে হাঁটছে
আমার ছবিতে একজন ভূত, আমার কফির বাইরে প্রফুল্লতাকে চুমুক দিচ্ছে
আমাকে লেখা বন্ধ করার নিমিত্তে
আমি ইচ্ছাপত্রটির লেখক, শবের অধিকারী
অক্ষরগুলো যা সমাধির পাথরগুলোকে সুশোভিত করেছে
আমার নামাঙ্কিত করেছে
কিন্তু কেন আমি সমাধিতে এক বিশাল নিস্তব্ধতা দেখেছি
যেটি কখনোই আমার মতো নয়
(এক নিরবতা) পড়ছে সুরা আল-ফাতিহা

প্রতিধ্বনি

আমি মেঘে পরিণত না হওয়ার পথ খুলেছি
যেমনটি আমাকে পূত গ্রন্থের দ্বারা বলা হয়েছিল
লাইব্রেরিগুলোর ধুলোতে
আমি প্রভুর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ছাড়া নই
আর আমি এটার প্রতি নিঃশ্বাস নেই
আর প্রভু ছায়ায় নিঃশ্বাস নেয় না
পথিকের হৃদমাঝারের পূত গ্রন্থ যেমনটি আমাকে বলেছিল
আকাশ পারছে না কিন্তু নিঃসৃত
একটা আস্ত অস্তিত্ব
তারপর কোথায় আমার অবয়ব যাবে?
কোন জাহাজ এখন গভীর অর্ণবের দিকে যাচ্ছে।"

নিত্যতা

যখন আমি একটি শোকগাঁথা লিখেছি
অর্ণবটি ভাসানো জীবনকে বিনষ্ট করেছে
তটিনী কবাটের দ্বারা অপেক্ষমাণ
বাতায়নটি খুলতে
চিরধরা পরিশ্রান্তের জন্য
সীমাহীন নুন হওয়ার জন্য ঊর্ধ্বগামী
নুনগুলোকে মুছে বের করার জন্য জলপান করি
জীবনের খেলা চলতে থাকে
কিন্তু স্রোতস্বিনীকে দৃশ্যমান হয় না
এটা নুনকে বাধাহীন করতে যায়
আর মৃত্যুহীনতা অণ্বেষণ করে

একটি পুরাতন পরিচিতি

একটি চিল, মুক্ত, একটি আলো হওয়ার স্বপ্ন দেখে
একটি মায়ামূর্তি একটি পাখি খুঁজছে
এটা একটা হৃত গড়ন একটা তাৎক্ষণিক তন্দ্রায়
প্রভুর নির্দেশনায় একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে
একটি উপল আমাকে বলেছে, যখন একটি অবয়বের সামনে শিলা স্তূপাকার করা হচ্ছিল
আর মৃত্যুর সাথে পেঁপে উঠল,
প্রতাপের সাথে তোমার পুস্তক নাও
আর স্বর্গীয় একটি সংগীত শেষ হওয়ার পূর্বে সেতুটি অতিক্রম করো
কিন্তু আমি রয়ে গেলাম
আর আমার অপদেবতা থেকে আমার ডানাকে গোপন করেছিলাম

আমি তাদের তালি দিয়েছি আর পথ চলেছি

আমার কাজ হচ্ছে ছায়াতে তালি দেয়া
ছায়ার কাজ হচ্ছে পদচিহ্নে তালি দেয়া
পদচিহ্নগুলি পথকে তালি দিতে ব্যস্ত
সাগ্রহে এটা তৈরি করছে
পথের কাজ হচ্ছে প্রতিকৃতিগুলোকে সংরক্ষণ করা
কিন্তু আমরা বিস্মৃত হওয়ার অভ্যেসে বেড়ে উঠছি
একজন প্রেমিক বৃক্ষে উঠে, আর একজন কবি একটি দেয়ালে আরোহণ করে
গগনকে তালি দেয়
তাই কোন শহীদই শেষকৃত্যে উঠবে না
এটার রিক্তহস্তে ফিরে আসার যাত্রা করবে
তুমি কি এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলে? তাদের সকলেই?
আমি শুধু তাদের তালি দিয়েছি আর পথে হেঁটেছি

ল্যান্ডমাইন আর ভ্যালেন্টাইন

অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

এপথ সেপথ ঘুরে যখন
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না সিলেক্ট করার মতো,
বীরেরা তখন জীবন দিয়ে স্বপ্ন কুড়োতে নামে।

হাই হিল, লিপস্টিক,
ক্যাফে কফি ডে বা বারিস্তা ...
নয়তো
টেরিটিবাজারে চীনাপট্টির স্যুপ, মোমো
সাথে না বলা কিছু কথা।

আর কিছু স্পেশাল ডে তে,
ভুলে গিয়েও মনে পরে যাওয়া যেন ...

ল্যান্ডমাইন আর ভ্যালেন্টাইনের শেষ সমীকরণ।

অজ্ঞাত

দালান জাহান

অজ্ঞাত সেই নারী
যাকে প্রথম দেখেছিলাম
রক্তবর্ণ এক আপেলের উপর
জ্বলন্ত মোমের ফোঁটায় গলে গলে পড়ছে।
যে পালিয়ে এসেছিলো
এক বর্ণিল শহরের সমস্ত সুন্দর জ্বালিয়ে
যার বুকের ওপর লেপ্টে ছিল
উত্তপ্ত সব বুলেটের খোসা।
শুধু মাত্র মানুষের ক্রন্দনে
প্রতিটি সিঁড়ির পাশে যে বসিয়েছিল
সশস্ত্র সৈনিকের কার্তুজ মাথা
ট্যাঙ্ক লরি পিস্টনের শব্দে
কেঁপে উঠেছিল যার হৃদপিণ্ড বুট।
অজ্ঞাত সেই নারী
যাকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম
রক্তে-মোড়ানো কফিনের পাশে
আগুন-অন্ধকারে কেঁদেছিলাম
আকাশে মুখ তোলে।

অনুকাব্য- ২৯

মুহাম্মদ ইউসুফ

বাঈজীরা
নাচে দেখো
রাজনীতি- হেরেমে

লুট- নীতি
সুর তোলে
জনতার পেরেমে।

ঠোঁট শুকিয়ে আসে

সুজন ঘোষ

এই বোশেখে না হয় আমি
বদ্ধ রবো ঘরে,
আবার তোমায় পাবো কি এই
কোয়ারেন্টাইনকাল পরে?
নাখ-মুখ আমার ঢেকে আছে
মহামারীর ত্রাসে,
আবেগঘন অপেক্ষায় বাধা
ঠোঁট শুকিয়ে আসে।।
ঠিক কবে সেই ঋতুর মাসে
জানি বৃষ্টি এলে পর,
সব দ্বিধারা ভাসিয়ে দেবে
মন কেমনের বর।।

মে দিবসের গান-২

সোমের কৌমুদী

প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় স্থাপিত মঞ্চ থেকে
ভিতরের কর্মক্ষেত্রের শ্রমিক পর্যন্ত, কত দূর হতে পারে...
মিটার স্কেলে?
হৃদয় স্কেলে তা হতে পারে মাইলের পর মাইল
কিন্তু মিটার স্কেলে...
প্রতিষ্ঠানের আঙিনা থেকে কর্মক্ষেত্র কত দূর হতে পারে!

মে দিবসের সভার মঞ্চের ডাক ছুঁয়ে যায় না কেন শ্রমিকের মন
গতি আনে না কেন শ্রমিকের হাতে
সুর তোলে না কেন শ্রমিকের ঠোঁটে
শ্রমিকের কণ্ঠে মে দিবসের গান কেন বেসুরো লাগে!
সভা মঞ্চ থেকে শ্রমিকের মন কত দূর হতে পারে
মিটার স্কেলে! হৃদয় স্কেলে!

মে দিবসের সভার মঞ্চ হোক শিকাগোর হে মার্কেটের পথ
হাজার হাজার শ্রমিকের প্রতিবাদী ধ্বনি কাঁপন তুলুক আজও
মালিকের মনে। শ্রমিকের মনে।
হৃদয় স্কেলে মাপা হোক মালিক- শ্রমিকের মধ্যস্থ দূরত্ব
শিকাগো আর এখানকার দূরত্ব ঘুচে যাক ক্রমশঃ
মিটার স্কেলে! হৃদয় স্কেলে!

বসন্তকে স্বাগতম

রেজাউল করিম রোমেল

বসন্তকে জানায় স্বাগতম,
পুরোনো পাতা ঝরে গিয়ে
গাছে নতুন পাতা।
ফুটেছে নানা রকম ফুল।

কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনিতে
ভেসে আসে সুর।
জানা অজানা ফুলের সুবাসে
ভরে ওঠে আকাশ বাতাস।

ও বসন্ত,
প্রতি বছর তুমি এসে
প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর পরশ এনে
ভরিয়ে দিয়ে যাও
আমাদের মন ও প্রাণ।

তোমাকে নিয়ে রচিত হয়
কত শত কবিতা গল্প প্রবন্ধ ও উপন্যাস।

ও বসন্ত,
তুমি এসো
বার বার এসো
ভরিয়ে দিয়ে যেও
আমাদের মন ও প্রাণ।

ঘুঘুর পায়ে শব্দে

গোলাম মোস্তফা মুন্না

শারদের ঘুঘুর পায়ে
প্রতিদিন ভোরে
ঘুম ভাঙবে বলে
শরৎকালীন প্রার্থনা ছিল
প্রতিটি মুহূর্তে
ভেঙে ভেঙে চোখগুলো নিয়ে
এগিয়ে এসেছি।

ভাবনার জগতে বলাকার
মত উড়িয়েছি শতবার
সোনা মাখা রোদে কতশত
পারদে পরোক্ষ করেছি।

একদিন আসবে সেই শব্দ।

যে শব্দগুলোর জন্য সব
কাঁশফুল ফিকে হয়ে আছে
রূপ রস গন্ধ যেন বিতৃষ্ণা জড়িয়েছে
কোন না কোন সময়

বিয়োজনগুলো সব আয়োজন হয়ে
ঘুঘুর পায়ে শব্দ আসবে

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

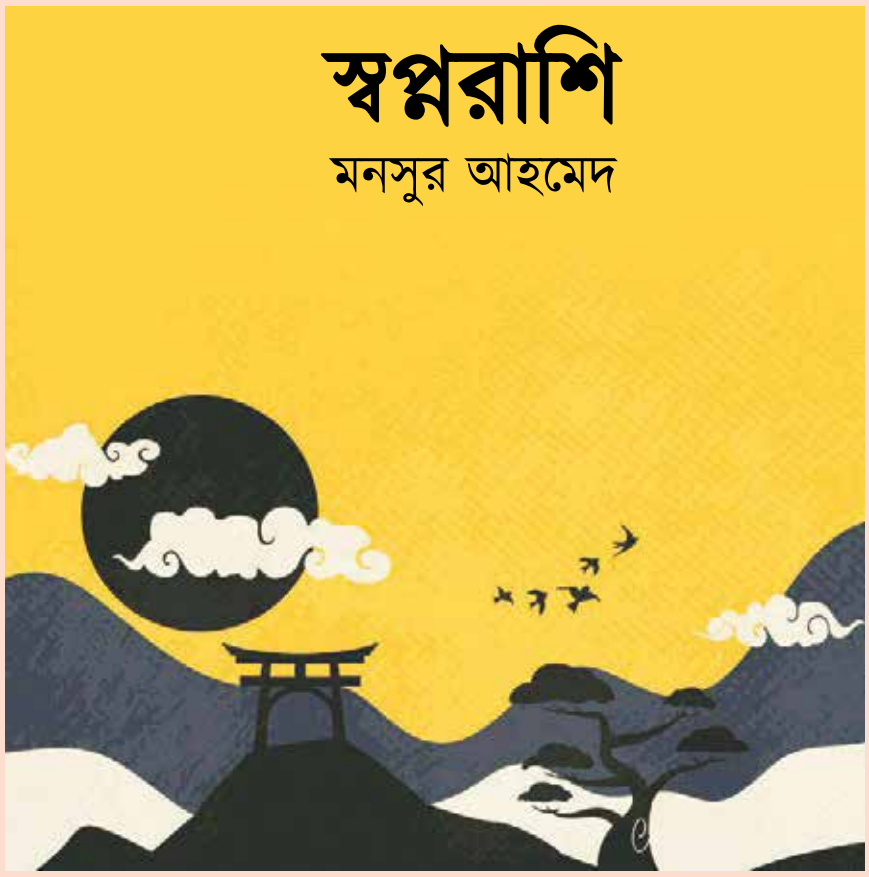

স্বপ্নরাশি

মনসুর আহমেদ

বাঁশঝাড়ের নিচেই আমাদের ঘর। ভোরের বিমোহিত মৃদঙ্গ বাতাসে; পাতাঝরে আর শালিক, পানকৌড়ি, দুধসাদা বক পাখির খিচিরমিচির- খুনসুটি।
বৈশাখের আগুন সূর্যের চোখ রাঙানো দ্যাখে, বিস্ফারিত চোখে দরজার ফাঁকে সোনালি ধানের শীষে স্বপ্ন আঁকি। কালবৈশাখীর কোন নিয়ম নেই, কথা নেই, বার্তা নেই। চোখ রাঙ্গাতে সময়ও নেয় না বেশি।

উৎকণ্ঠা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপিয়ে ওঠে চিৎকার করতে লাগলো। বাঁচার জন্য আকুতি মিনতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ছোট্ট একটি কণা নাভিশ্বাস করে তুলছে পৃথিবীর শরীর। সেবক-সেবিকাদের চোখে কালচে দাগ পড়ে গেছে। অনেকের-ই নাক- মুখ ফুসকার মতো থেঁতলে গেছে। ক্রমশ যন্ত্রণাদায়ক দুঃশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পাপ পূণ্যের বিচার হাশরের ময়দানে হবে। না- না; পৃথিবীর আলো বাতাসেই বিচার বসেছে। প্রকৃতি; ফুল- ফল, পশু- পাখি, নদী- নালা, সাগর- মহাসাগর দুষ্কৃতকারী মানুষকে সাজা দিতে আদালত বসিয়েছে। ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি! মনুষ্যজাতি পৃথিবীর অক্সিজেন আমাজন, কঙ্গো, আমাদের সুন্দরবন উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে ধ্বংস করেছে। দমবন্ধ প্রকৃতির বিচার ঈশ্বরের আদালতে।

পশু- পাখি, জীব- জন্তু, সমুদ্রের মাছেরা প্রার্থনার জায়নামাজ বিছিয়েছে। ইট কংক্রিটের জমাট শেওলায় সদ্য জন্মানো চারাগাছও আসমান জুড়ে শান্তি কামনা করছে। ঈশ্বর; ঈশ্বর, মানুষের কোলাহল ছাড়া পৃথিবী অসহায়।
ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই। শুদ্ধ হবে পৃথিবীর মমতাতলে মানুষের চেহারা। মিসাইল, হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, অ্যান্টি ম্যাটার তৈরিতে মহাব্যস্ত হে মানুষ, তোমরা মানুষ হয়ে মানুষ মারতে-ই মহাব্যস্ত। পৃথিবীর অসংখ্য শিশু মরেছে রকেট, গ্রেনেড, ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়ে। আর এখন সারিবদ্ধ লাশের মিছিল দ্যাখে আঁতকে উঠে ঝাপসা চোখে দেখছে পৃথিবীর অসুখ।

ঈশ্বর একটি ডানাভাঙা পাখির উড়তে না পারার কষ্ট দ্যাখে আবেগ তাড়িত হয়ে, পৃথিবীর খাঁচায় বন্দি সকল পাখিকে মুক্ত করে দিলেন। জনশূন্য নগরী, হাট- ঘাট, সমুদ্রের হাঙ্গর, তিমি, ডলফিন আর তীরজুড়ে বাহারি তরুলতা মানুষের সাথে মিশতে শুরু করেছে। সুইমিংপুলে ঝড় তুলছে উল্লাসী মানুষ। আবারও চিরচেনা নগরীর বুকে হেঁটে যাচ্ছি লাল পাড়ের শাড়ী আর বর্ণিল পাঞ্জাবির উচ্ছ্বাসে।

মিশরের এক রহস্যময়ী রানী

শিবব্রত গুহ

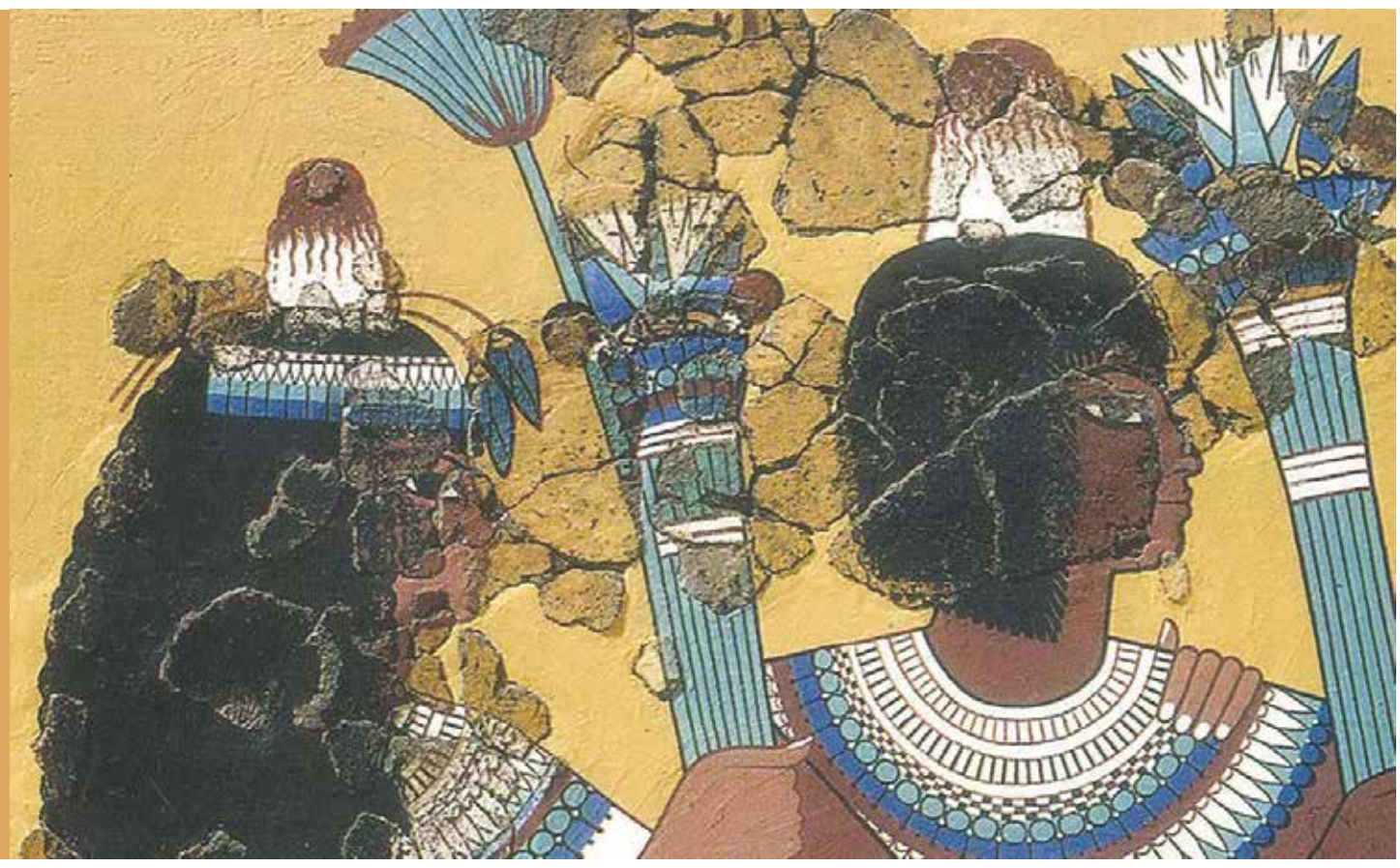

পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ সভ্যতার নাম হল মিশরীয় সভ্যতা। এই সভ্যতা ছিল বিভিন্ন রহস্যে ঘেরা। এই মিশরের এক রহস্যময়ী রানীর কথাই আজ বলবো আপনাদের কাছে। এই রানীর নাম কি জানেন? এনার নাম ছিল নেফারতিতি। এর অর্থ হল, "একজন সুন্দর নারী এসেছে"।
আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৩৭০ সালের দিকে নেফারতিতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিছু মানুষ তাঁকে ভাবতেন ধর্মত্যাগী ও বিশ্বাসঘাতক বলে। আবার, কারো কাছে তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত দেবী। তিনি ছিলেন রহস্যের, যাদুর ও ভালোবাসার রানী।
প্রাচীনকালে, মিশরের রাজাদের ফারাও বলা হত। এই ফারাওদের আবার, অনেক পত্নী ছিল। কিন্তু, নেফারতিতি জন্ম দিয়েছিলেন ছয়টি কন্যাসন্তান। তবে, তিনি ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন কিনা, তা জানা যায়নি। নেফারতিতি ছিলেন সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিধর নারী। তিনি ছিলেন এক অপরূপা নারী। তাঁর সৌন্দর্য যায় না প্রকাশ করা ভাষায়। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী। তাঁর সময়কালে, তাঁর এই সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা।
নেফারতিতি সূর্যদেবতার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তবে, সূর্যদেবতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এতটাই বেশি ছিল যে, একসময়, তিনি তাঁর নিজের নাম নেফারতিতি বদল করে কি নাম রেখেছিলেন জানেন? নেফারনেফারুআতেন নেফারতিতি।
নেফারতিতি একবার, বিনোদনের জন্য ঘোড়দৌঁড়ের আয়োজন করেছিলেন। নেফারতিতি একসময়, মিশরের পুরোহিতদের ধরে ধরে ভরতে থাকেন কারাগারে। যে যে পুরোহিতেরা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, তাদের অবস্থা হয় শোচনীয়। তাদের সম্পত্তি করা হয়েছিল বাজেয়াপ্ত এবং জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের বাড়িঘর। এরপর, রয়ে গেল একমাত্র এক ঈশ্বর আতেন অথবা সূর্য। এরপর, ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো পুরোহিতদের ক্ষোভ। পরবর্তীকালে, নেফারতিতির বিরুদ্ধে তারা তাদের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। একটি খন্ডিত প্রস্তর লিপি উদ্ধার হওয়ার পরে, দেখা যায় যে, তাতে নাম রয়েছে নেফারতিতির। এরকম বেশ কিছু প্রস্তর চিত্রে দেখা গেছে যে, তিনি যুদ্ধরথে চড়ে একটি দণ্ড উঁচিয়ে আছেন। এর মাধ্যমে ইতিহাসবিদেরা ধারণা করেন যে, তিনি "রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী" ছিলেন।
নেফারতিতিকে নানা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল সেযুগে। সেগুলো হলঃ
"লেডি অব অল ওম্যান"
"লেডি অব গ্রেস"
"লেডি অব অল বিউটি"।
নেফারতিতির বংশপরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়নি বেশি কিছু। কেউ কেউ বলেন, তিনি নাকি প্রাচীন মিশরের আখমিম শহরের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সন্তান ছিলেন। অনেকে বলে, তিনি নাকি মিশরীয় ছিলেনই না। তিনি অধিবাসী ছিলেন সিরিয়ার।
নেফারতিতির জীবন ঘিরে ছিল রহস্যের ঘনঘটা। কারুর মতে, ফারাও আখেনআতেনের মৃত্যুর পরে, নেফারতিতি পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। তারপর, পরবর্তী ফারাও তুতেনখামেনের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত, তিনি মিশর রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।
কেউ কেউ বলেন, ফারাও আখেনআতেন মারা যাবার পরে, একসময় পূর্ববর্তী দেবতা আমেন-রার পূজা পুনরায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল মিশরীয় সমাজে। তারপর, রানী নেফারতিতিকে পাঠানো হয়েছিল নির্বাসনে। অন্য সূত্রে জানা যায় যে, আখেনআতেনের মৃত্যুর পরে, নেফারতিতি মিশরের রাজসিংহাসনে বসেছিলেন। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন, স্বামী আখেনআতেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরেই রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যান নেফারতিতি। শোনা যায়, রানী নেফারতিতি মিশরের প্রধান রানীর প্রভাব- প্রতিপত্তি বজায় রাখতে একসময়, তুতেনখামেনের মা ও তাঁর স্বামী আখেনআতেনের বোনকে নির্মমভাবে করেছিলেন হত্যা।
রানী নেফারতিতির আমলে মিশরে চিত্রকলায় এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত, রানী নেফারতিতির ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা এখনো রহস্যই থেকে গেছে। ২০১৫ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ নিকোলাস রিভস, মিশরের বিখ্যাত ফারাও তুতেনখামেনের সমাধির দেয়ালের স্ক্যান করা ছবি, পরীক্ষা- নিরীক্ষা করতে গিয়ে, দেয়ালের গায়ে গোপন দরজার নকশা দেখতে পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, আরো ভালোভাবে স্ক্যান করে দেখতে পাওয়া যায়, উক্ত দেয়ালের পাশেই আছে ফাঁকা জায়গা। অনুমান করা হয়, যা কোন আলাদা ঘর। নিকোলাস রিভস মনে করেন, ফারাও তুতেনখামেনের সমাধির দেয়ালের অপর পাশে, রানী নেফারতিতি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছেন ঘুমিয়ে। (তথ্য সংগৃহীত)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, June-2020
Year-11

Does Music Allowed in Islam?

Mawlana Kaseem

In light of the evidences that will be mentioned shortly, the following are unlawful in Shariah:

a) Musical instruments that are exclusively designed for entertainment and dancing, and create charm, pleasure and bliss on their own (even without the singing), such as the drum, violin, guitar, fiddle, flute, lute, mandolin, harmonium, piano, string, etc are all impermissible and unlawful (haram) to use. There is a consensus of the whole Ummah on this. Since the first century, the Companions (Sahabah RA), their followers (tabi'in), jurists (fuqaha) and the scholars have been generally unanimous on this ruling.

b) Singing that is a cause for a sin is also unlawful with the consensus of all the scholars, such as songs that prevent one from the obligatory (fard & wajib).

c) Any singing that is accompanied by other sins, such as songs that consist of unlawful, immoral, and sexual themes, or it is sang by non-Mahram women, etc will also be unlawful. This ruling is also with the consensus of all the scholars.

Evidences

There are numerous evidences in the Qur'an and Sunnah which support this view. We will attempt to look at a few:

1) Allah Most High says:

"And there are among men, those that purchase idle tales, to mislead (men) from the path of Allah and throw ridicule. For such there will be a humiliating punishment." (Surah Luqman, V. 6)

The great Companion Sayyiduna Abd Allah ibn Mas'ud (Allah be pleased with him) states in the explanation of the word "idle tales": "By Allah its meaning is music." (Sunan al-Bayhaqi, 1/223 & authenticated by al-Hakim in his Mustadrak, 2/411)

Imam Ibn Abi Shayba related with his own transmission that he (Ibn Mas'ud) said: "I swear by Him besides Whom there is no God that it refers to singing." (132/5)

The great Companion and exegete of the Qur'an, Sayyiduna Abd Allah ibn Abbas (Allah be pleased with him) states: "The meaning of the word is music, singing and the like." (Sunan al-Bayhaqi, 1/221& Musannaf Ibn abi Shayba, 132/5)

He also stated: "Music and the purchase of female singers." (Musannaf Ibn Abi Shayba, 132/5)

Hasan al-Basri (Allah be pleased with him) said: "This verse was revealed in relation to singing and musical instruments." (Tafsir ibn Kathir, 3/442)

The same explanation has also been narrated from Mujahid, Ikrima, Ibrahim Nakha'i, Mak'hul and others (may Allah be pleased with them all).

The above verse of the Qur'an, along with the statements regarding its meaning is clear in the prohibition of music. It also serves as a severe warning for those who are involved in the trade of music in any way, shape or form, as Allah warned them of "Humiliating punishment".

As for those that say, the verse refers to things that prevent one from the remembrance of Allah and not music, they do not contradict the aforementioned explanation. The interpretation of the verse with "things that prevent one from the remembrance of Allah" is a more general interpretation which includes music and song, as one of the foremost things that stop you from the remembrance of Allah is music. This is the reason why the majority of the exegetes of the Qur'an have interpreted the verse with music only, or with all those acts that prevent one from the truth with music being at the forefront.

2) Allah Most High says whilst describing the attributes of the servants of the Most Compassionate (ibad al-Rahman): "Those who witness no falsehood, and if they pass by futility, they pass by it with honourable avoidance." (Surah al-Furqan, V. 72)

Imam Abu Bakr al-Jassas relates from Sayyiduna Imam Abu Hanifah (Allah be pleased with him) that the meaning of "falsehood (zur)" is music & song. (Ahkam al-Qur'an, 3/428)

3) Allah Most High said to Shaytan: "Lead to destruction those whom you can among them with your (seductive) voice." (Surah al-Isra, V.64)

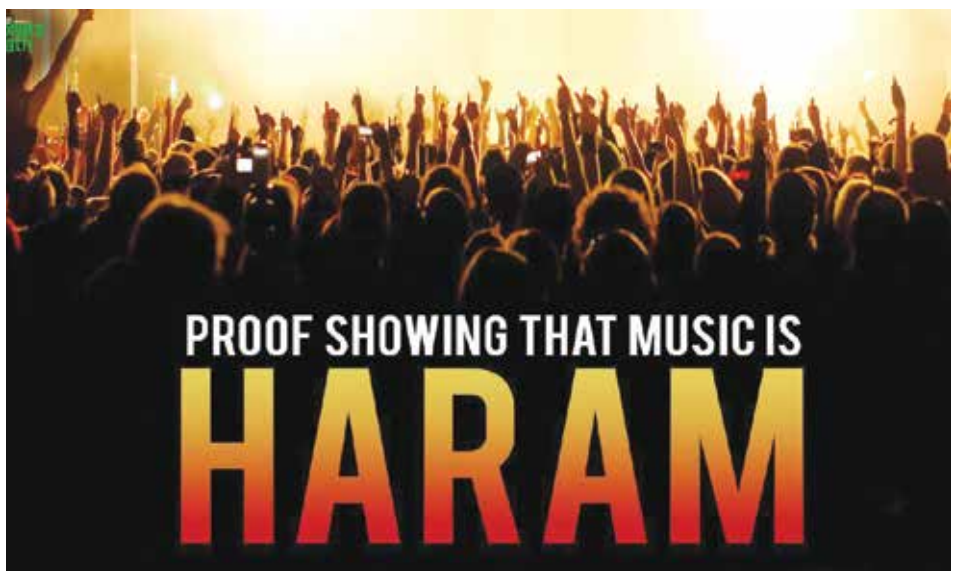

One of the great exegete, Mujahid (Allah have mercy on him) interpreted the word "voice (sawt)" by music, singing, dancing and idle things. (Ruh al-Ma'ani, 15/111)

Imam Suyuti (Allah have mercy on him) quoted Mujahid as saying: "Voice (in this verse) is singing and flute." (al-Iklil fi istinbat al-tanzil, 1444)

Another exegete, Dahhak (Allah have mercy on him) also interpreted the word "Sawt" with flutes. (Qurtubi, al-Jami` li Ahkam al-Qur'an, 10/288)

Here also, a general interpretation can be given, as indeed some commentators of the Qur'an have done, but this, as mentioned earlier, does not contradict the meaning given by Mujahid and Dahhak, as it is included in the more broad and general meaning.

Guidance of the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace)

The are many Ahadith of the blessed Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) which prohibit music and the usage of musical instruments to the extent that some scholars have gathered approximately forty Ahadith, of which the chain of transmission of some is authentic (sahih), some sound (hasan) and some weak (da'if). We will only mention a few here:

1) Sayyiduna Abu Malik al-Ash'ari (Allah be pleased with him) reports that he heard the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) say: "There will appear people in my Ummah, who will hold adultery, silk, alcohol and musical instruments to be lawful." (Sahih al-Bukhari)

2) Abu Malik al-Ash'ari (Allah be pleased with him) narrates a similar type of Hadith, but a different wording. He reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: "Soon there will be people from my Ummah who will consume alcohol, they will change its name (by regarding it permissible. m), on there heads will be instruments of music and singing. Allah will make the ground swallow them up, and turn them into monkeys and swine." (Sahih Ibn Hibban & Sunan Ibn Majah, with a sound chain of narration)

In the above two narrations, the word ma'azif is used. The scholars of the Arabic language are unanimous on the fact that it refers to musical instruments. (Ibn Manzur, Lisan al-Arab, V.9, P.189)

The prohibition of musical instruments is clear in these two narrations. The first Hadith (recorded in Sahih al-Bukhari) mentions that certain people from the Ummah of the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) will try to justify the permissibility of using musical instruments, along with adultery, silk and alcohol, despite these things being unlawful (haram) in Shariah.

Moreover, by mentioning music with the likes of adultery and alcohol just shows how severe the sin is. The one who attempts to permit music is similar to the one who permits alcohol or adultery.

The second Hadith describes the fate of such people in that the ground will be ordered to swallow them and they will be turned into monkeys and swine (May Allah save us all). The warning is specific to those that will hold music, alcohol, silk and adultery to be permissible. It is something that should be of concern for those who try and justify any of these things.

Also, to say that music will only be unlawful if it is in combination with alcohol, adultery and silk is incorrect. If this was the case, then why is it that the exception is only for music from the four things? The same could also be said for adultery, alcohol and silk. One may then even justify that alcohol and adultery is also permissible unless if they are consumed in combination with the other things!

Thus, the above two narrations of the beloved of Allah (Allah bless him & give him peace) are clear proof on the impermissibility of music and songs.

3) Imran ibn Husain (Allah be pleased with him) reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: "This Ummah will experience the swallowing up of some people by the earth, metamorphosis of some into animals, and being rained upon with stones". A man from amongst the Muslims asked: "O Messenger of Allah! When will this be?" He said: "When female singers and musical instruments appear and alcohol will (commonly) be consumed." (Recorded by Imam Tirmidhi, Imam Ibn Majah in their respective Sunan collections, and the wording here is of Sunan Tirmidhi)

4) Sayyiduna Ali ibn Talib (Allah be pleased with him) reports that the blessed Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: "When my Ummah begin doing fifteen things, they will be inflicted with tribulations, and (from those 15 things He said): "When female singers and musical instruments become common." (Sunan Tirmidhi)

5) Na'fi reports that once Abd Allah ibn Umar (Allah be pleased with them both) heard the sound of a Sheppard's flute. He put his fingers in his ears, turned his mule away from the road and said: "O Nafi'! Can you hear? I (Nafi') replied with the affirmative. He carried on walking (with his fingers in his ears) until I said: "the sound has ceased" He removed his fingers from his ears, came back on to the road and said: "I saw the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) doing the same when he heard the flute of the Sheppard." (Recorded by Imam Ahmad in his Musnad and Abu Dawud & Ibn Majah in their Sunans)

6) Sayyiduna Abd Allah ibn Umar (Allah be pleased with him) reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: "Verily Allah has forbidden alcohol, gambling, drum and guitar, and every intoxicant is haram." (Musnad Ahmad & Sunan Abu Dawud)

7) Abu Umama (Allah be pleased with him) reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give peace) said: "Allah Mighty and Majestic sent me as a guidance and mercy to believers and commanded me to do away with musical instruments, flutes, strings, crucifixes, and the affairs of the pre-Islamic period of ignorance." (Musnad Ahmad & Abu Dawud Tayalisi)

8) Sayyiduna Abd Allah ibn Mas'ud (Allah be pleased with him) reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: "Song makes hypocrisy grow in the heart as water does herbage." (Sunan al-Bayhaqi)

9) Sayyiduna Anas (Allah be pleased with him) reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give peace) said: "On the day of Resurrection, Allah will pour molten lead into the ears of whoever sits listening to a songstress." (Recorded by Ibn Asakir & Ibn al-Misri)

10) Sayyiduna Abu Huraira (Allah be pleased with him) reports that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) said: "Bell is the flute of Shaytan." (Sahih Muslim & Sunan Abu Dawud)

There are many more narrations of the Messenger of Allah (Allah bless him & give peace) in prohibition of musical instruments and unlawful singing. I have merely mentioned a few here as an example. The great Imam of the Shafi'i school, Imam Ibn Hajr al-Haytami gathered all these Ahadith which approximately total to forty in his excellent work 'Kaff al-Ra'a an Muharramat al-Lahw wa al-Sama', and then said: "All of this is explicit and compelling textual evidence that musical instruments of all types are unlawful." (2/270).

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আধুনিকতার যুগে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের চিরচেনা বহু কিছু

শুভজিৎ বোস

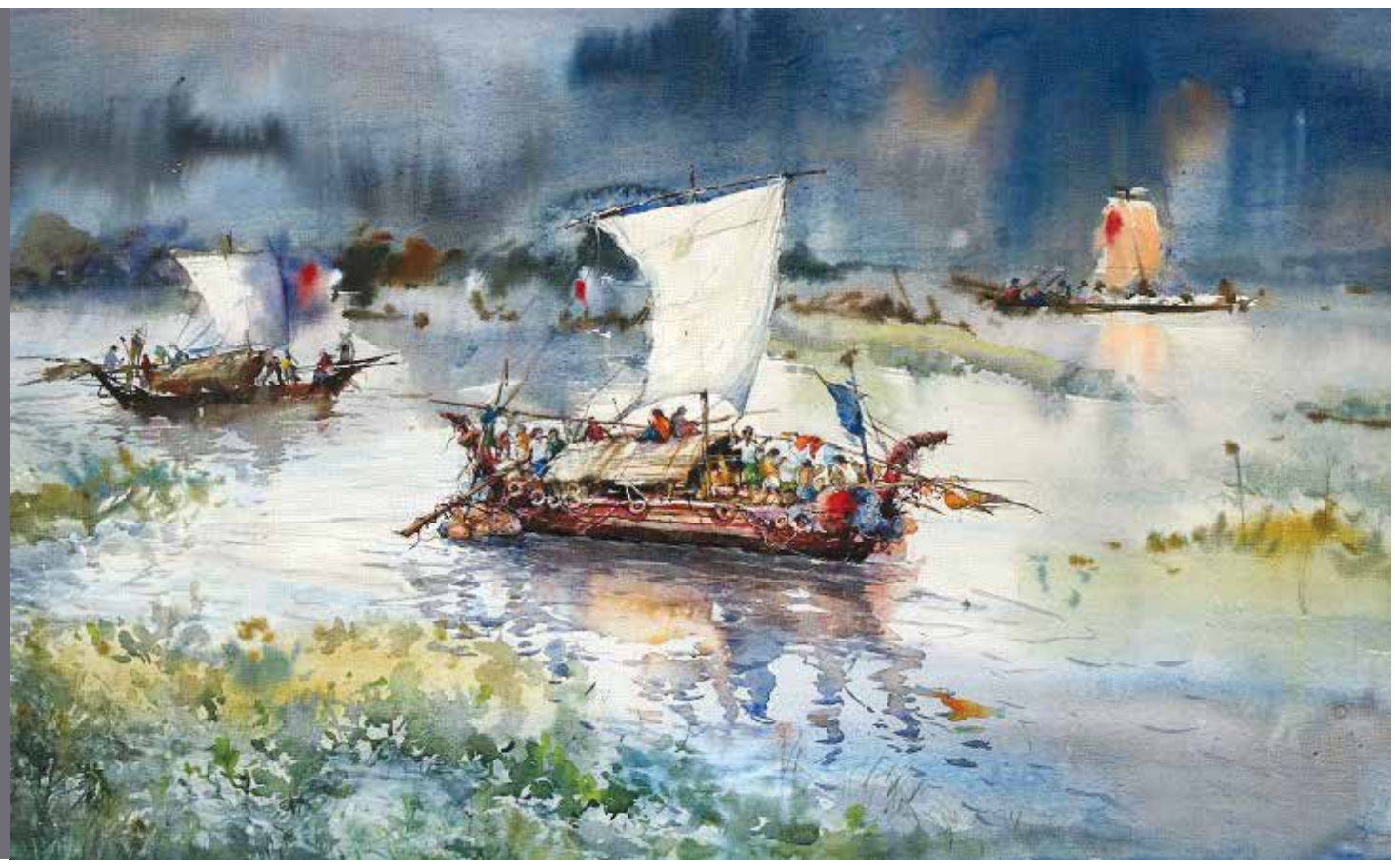

আমার পাড়া বা এলাকার সংস্কৃতি বলতে বুঝি সেখানকার প্রতিবেশির আচার-ব্যবহার, খাবার দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, খেলাধূলো, বিনোদনসহ আরো অনেক কিছু, যার মধ্যে দিয়ে নিজের গ্রামকে বা শহরকে গৌরবের সাথে এক সুন্দর পথ চেনাতে পারে মানুষ। আমাদের নিজের এক সংস্কৃতি আছে যাকে আমরা বলতে পারি এক কথায় বাঙালি সংস্কৃতি। কিন্তু আজ বিশ্বায়নের আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুকরন করতে গিয়ে আমরা বাঙালিরাও হারাতে বসেছি আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিবোধ। বাংলা সংস্কৃতির তথা বাঙালি জাতির প্রাণের উৎসব পয়লা বৈশাখ। প্রতি বছর বাংলা পয়লা তারিখে আমাদের সাড়া বাংলা মেতে ওঠে এই উৎসবে। এই দিন গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা, বন্ধু বান্ধবদের ছড়া লেখা গ্রিটিংস কার্ড বিনিময় করার মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্ব অটুট রাখার যে প্রবণতা তা আজ কালের গর্ভে বিলিন হতে বসেছে, বা হয়ে গিয়েছে। নববর্ষের ঠিক আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে আগে বাঙালিদের বাড়িতে, পাড়া পড়শিতে কাচা আম দিয়ে অম্ল ডাল তৈরীর প্রথা ছিল, ছিল ছাতু খাবার রীতি সেসব আজ আর কোথায়? এই প্রজন্মতো নয়ই, এর পূর্ববর্তী প্রজন্মের মানুষরাও যেন আজ নিজের কাজ ছাড়া কিছুই বুঝতে চান না, কিছুই মানতে চান না। আমার মনে আছে কোন এক সময় পৌষ সংক্রান্তিতে আমাদের মা কাকিমারা ডিস ভর্তি করে পিঠে পুলি, পায়েশ দিয়ে যেতেন, গ্রাম বাংলায় মা কাকিমার হাতের পিঠে পুলির স্বাদ গ্রহণ থেকে আজ আমরা বঞ্চিত। তাছাড়া আজকালকার জেনারেশনের লোক যারা তারা নিজের বাড়িতে পিঠে তৈরী করে খাবে কেন অত কষ্ট করে! তাদেরতো রয়েছে পিঠেপুলি উৎসব, পৌষমেলা ইত্যাদি, সেখানে গেলে টাকার বিনিময়েইতো খেতে পারবেন পিঠে পুলি। পাড়া পড়শি থেকে আজ হারিয়ে যাচ্ছে সুখ দুঃখের গল্প, তাদের ভাবের আদান প্রদান। আর হারিয়ে যাচ্ছে বই পড়ার সেই হিড়িক। মা কাকিমারা যেন আজ সন্ধেটা কাটাতে বেশি ভালোবাসেন সিরিয়ালের মতো কৃত্রিম বস্তুর আচ্ছাদনেই। আর ছেলে মেয়ে, দাদা দিদিরা ব্যস্ত তাদের ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ইউটিউব এসব নিয়েই। এই প্রযুক্তিগত ছোঁয়ায় মানুষের মধ্যে আজ হারাতে বসেছে মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্কের টান। আজকের দিনে এসে আমাদের পাড়া মহল্লায় ডিজেতে বিদেশী গান, লারেলাপ্পা গান ছাড়া সবই যেন মানুষের কাছে বৃথা মনে হয়। আমরা বাংলা গান ও আমাদের বাংলা সংস্কৃতিকে আজ সত্যিই হারাতে বসেছি। আমাদের ছেলে মেয়েরা খেলাধূলার দিকে কানামাছি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, হা ডু ডু এসব খেলা সম্বন্ধে জানে কিনা সন্দেহ আছে। আসলে এসব খেলা আজ পাড়া শহরে লুপ্তপ্রায় রূপ ধারণ করেছে। আসলে আমরা আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিকে আজ আর তোয়াক্কা করে চলি না। আজকের নতুন প্রজন্ম আমাদের দেশীয় খেলাধূলা ভুলে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেট বলের জ্বরে কাঁপছে। আজ আমরা নিজের সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় রত। আমার মনে আছে, আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে একবার সরস্বতী পুজোতে আমার পাড়ার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে খুব ভোরে ফুল চুরি করতে গিয়েছিলাম। সেই ভোরে ঐ বাড়িতে ঢুকে দেখি সকলে ঘুমোচ্ছেন, সাজিতে অনেকগুলো গাঁদা ফুল আমরা তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ পর সেই নেপালি বাড়ি থেকে হৈ হৈ শব্দ। আমার সেই বন্ধু দৌঁড়েতো পালাল, আমার স্যান্ডেলে কাঁদা লেগেছিল বলে আমার পা স্লিপ করে পায়ের থেকে স্যান্ডেল গেল ছিটকে। ব্যাস আমি তখন ধরা পড়ে ফুল চুরির দায়ে গ্রেপ্তার বাড়ির মালিকের হাতে! আমার হাতের সব ফুলতো কেড়ে নিলই সেই নেপালি দায়জু, উপরন্তু আমার জরিমানা হল অন্য জায়গা থেকে তুলে আনা হাতের সব ফুল। সেই অভিজ্ঞতা কিছুটা তিক্ততার অভিজ্ঞতা হলেও, বলতেই হয় যে "চুরি বিদ্য মহা বিদ্যা যদি সে ধরা না পড়ে।" সেই ফুল চুরি করার মধ্যেও তখন এক গভীর আনন্দ ছিল। সেই দিনগুলি আজ আধুনিক প্রযুক্তির যুগে হারিয়ে যেতে বসেছে। আজকালতো হরেক রকমের ফুল বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়। পুজোর মন্ত্র উচ্চারণটাও নাকি আজ মোবাইল থেকেই হয় আধুনিক প্রযুক্তির যুগে।

চোর

শারমিন আকতার

নিজের চিংড়ীর ঘেরে আপন মনে ভেলায় চড়ে মাছের খাদ্য ছিটাচ্ছেন কুদ্দুস আলী। মনের সুখে হেরে গলায় গান গাইছেন "ওরে নীল দরিয়া/ আমায় দে রে দে ছাড়িয়া/ বন্দী হইয়া মনোয়া পাখি হায়রে/ কান্দে রইয়া রইয়া...."
এ সময় চার-পাঁচ জন পুলিশ আচমকা সেখানে উপস্থিত হল। কুদ্দুস আলীসহ আরও সাত-আট জন চিংড়ী চাষীকে বন্দী করে থানায় নিয়ে গেল তারা। আধা ঘন্টার মধ্যেই কুদ্দুস আলীদের বন্দীর খবর ছড়িয়ে পড়লো পুরো এলাকায়। সবার চোখে মুখে প্রশ্ন- কেন তাদেরকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল? পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে পারে এ রকম অপরাধ করার মতো লোক নয় তো তারা। তবে কেন?
কুদ্দুস আলীর পরিবারের লোকেরাও তার বন্দী হওয়ার খবর পেয়ে গেল। কুদ্দুস আলীর মা, স্ত্রী ও সন্তানেরা কান্না কাটি শুরু করে দিল। কি করবে না করবে কোন তাল পাচ্ছে না বউ-শাশুড়ী।
অবশেষে একজন প্রতিবেশীর পরামর্শ মতো তার সাথে থানায় গেল তারা কুদ্দুস আলীর সাথে দেখা করার জন্য। অনেক কষ্টে দেখা করার সুযোগ পেল। স্বামীর সাথে দেখা হওয়া মাত্রই কুদ্দুস আলীর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলল, -কি কইরছো তুমি? পুলিশ ক্যান তোমারে ধইরা আইনলো?
বউয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিতেই কুদ্দুস আলীর মা বলে উঠলো, -বাজান তোয়ারে ক্যান পুলিশ ধইরা লইলো? কত্ত কষ্ট কইরা আই তোয়ারে বড় কইরছি। আইর কষ্ট সব তুই নষ্ট কইরা দিলি বাজান? কি কইরছিস তুই?
কুদ্দুস আলী কাঁদতে কাঁদতে মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, -আই চুরি কইরছি মা। আই চোর। আই চোর...।
-তুই চুরি কইরছিস? কি চুরি কইরছিস বাজান?
-পানি মা। আই পানি চুরি কইরছি।
-পা...নি!
ছেলের উত্তর শুনে বিস্মিত কুদ্দুস আলীর মা। ভাবতে লাগলেন; পানি, হে আবার কেউ চুরি করে নি? আর করলেও কি পুলিশ ধইরা লয়? কি কয় কুদ্দুস!
-বাজান তোর কি মাথা খারাপ হইছে? পানি আবার চুরি করোন লাগে নি?
-লাগে মা লাগে। প্যাটের লাইগা এখন পানিও চুরি করোন লাগে।
কিছুক্ষণ থামলো কুদ্দুস আলী। এবার কণ্ঠে কিছুটা আক্ষেপের সুর মাখিয়ে বলল, -কি করুম মা? বৃষ্টি হয় না ঠিকমত। সগরের পানির ঢল বাঁধ দিয়া আইটকা দিছে পানি উন্নয়োন বোড। চিংড়ী বেইচ্চা প্যাডের ভাত জোগাই। সংসার, পোলাপান লইয়া বাইচ্চা থায়ি। হেয় চিংড়ীরে বাঁচানোর লাইগা তো পানি দরকার মা। বাঁধ ফুঁইটা কইরা পানি নিছিলাম ক'দিন আগে সাগর থেইক্কা। হের লাইগাই...।
কুদ্দুস আলীর মা ছেলের চোখের জল মুছতে মুছতে আনমনে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন -কি অজিব যুগ আইছেরে। বাঁচার লাইগা ক্যান পানিও লওন যাইবো না?

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, June-2020
Year-11
22

নজরুল কাব্যে রাসূলপ্রেম

মির্জা মুহাম্মদ নূরুন্নবী নূর

"বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকিবের তূর্য,
হুশিয়ার ইস্‌লাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো ওঠো মুস্‌লিম, হাঁকো হাইদরি হাঁক।
শহীদের দিনে সব-লালে-লাল হয়ে যাক!"

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ঠ বিদ্যমান। ইসলামের সুমহান সকল নির্দেশনাকে সর্বস্তরের লোকজনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যুগে যুগে দুনিয়ার বুকে প্রেরিত হয়েছেন অসংখ্য নবী এবং রাসূলগণ। যাঁরা পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য জীবনভর কাজ করে গেছেন। সময় দিয়েছেন অকাতরে। একান্ত আপনার করে। এসকল নবীগণের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন আমাদের প্রিয় নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা:)। যে রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য যেমন জুরুরী ঠিক তেমনি তাঁকে ভালোবাসাও ঈমানের দাবি। রাসূল প্রেম আমাদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ মুমিনের বিশাল পাওয়া।

রাসূলগণের প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন কবি সাহিত্যকগণেরাও। কবিরাও লিখেছেন কবিতা, রচিয়েছেন গান এবং সৃষ্টি করেছেন সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার। আল্লামা ইকবাল, শেখ সাদী এবং রুমীদের মতো কবিগণ রাসূল প্রেমে আকুল হয়েছেন। রচিয়েছেন সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার। রেখে গেছেন অনবদ্য রচনা সম্ভার। রাসূল প্রেমে আকুল হয়েছেন আমাদের বাঙালি কবিরাও। তারাও রচনা করেছেন সাহিত্য সম্ভার। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও পিছিয়ে নেই সেই কাতার থেকে। প্রিয় কবির রচনা থেকে তার কিছুটা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো আলোচ্য রচনায়।

পৃথিবী তখন নিকষ আঁধারের তমাচ্ছন্ন আভায় নিমজ্জিত। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে জ্ঞানশুন্য মানুষ। মানুষ তখন পশুর চেয়েও নিচে নেমে গিয়েছিল। মানুষ আর পশুর মাঝে কোন ভেদাভেদ ছিল না। এমন সময় প্রয়োজন ছিল অহীর জ্ঞানের। দরকার ছিল একজন রাসূলের। আল্লাহ তায়ালা পথহারা বিপথগামী মানুষদের সুপথে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন নবীকুলের শিরোমনি শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে। তাঁর আগমনে ধন্য হলো পৃথিবী। পুলকিত হলো বিশ্বজাহানের সৃষ্টিজগত। আমাদের জাতীয় কবির ভাষায়-

"ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ
এলো রে দুনিয়ায়।
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস,
দেখবি যদি আয়।।
ধূলির ধরা বেহেশতে আজ
জয় করিল, দিল রে লাজ,
আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায়।।
দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে,
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়।।
আজকে যেতে পাপী তাপী
সব গুনাহের পেল মাফী
দুনিয়া হতে বে-ইনসাফী
জুলুম নিল বিদায়।।
নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে ও নাম-
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
জ্বীন পরী ফেরেশতা সালাম
জানায় নবীর পায়।।"

রাসূলের আগমনে আন্দোলিত হয় বিশ্বজগত। খুশির ঢল নামে সারা দুনিয়ার পরতে পরতে। ধূলির দুনিয়া সেদিন বেহেশতে পরিণত হয়েছিল। ধূসর সাহারায় নেমেছিল খুশির বান। কচি মুখে নবী গেয়েছিলেন পবিত্র শাহাদাতের বাণী। পাপ পংঙ্কিলতার ভারে নুব্জ বে-ইনসাফী জুলুমবাজেরাও নিয়েছিল বিদায়।

পবিত্র কোরআন পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের আজ বেহাল অবস্থা। সবচেয়ে বেহাল ও লেজে গোবরে অবস্থা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের। মুসলমানদের চিরকাল গোলামে পরিণত করার জন্যে তারা এদেশে তৈরি করেছিল দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা। একটি নৈতিক বিবর্জিত বৈষয়িক অর্থাৎ স্যাকুলারিজম শিক্ষা, আর অন্যটি বৈষয়িক শিক্ষা বিবর্জিত মাদরাসা শিক্ষা। এদিকে ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কারণে মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসছে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী আলেম, আর অন্যদিকে কলেজ ভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী বলে সাহেব। মুসলমানদেরকে মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ইংরেজরা অত্যন্ত সুকৌশলে দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে। এর ফলে ইসলামের প্রকৃত আবেদন মোল্লা ও সাহেবদের উভয়ের কাছেই অনুপস্থিত। উভয়ের বিভ্রান্ত। মানবতার মহান ধর্ম ইসলাম হয়েছে বিতর্কিত। আক্ষরিক অর্থে এরা দু'টি ভাগে বিভক্ত হলেও প্রকৃত অর্থে উভয় দলই কিন্তু ঐ বিজাতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন। আর জাতি হিসেবে মুসলমানরা ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। আর এর মধ্যে যদি কেউ ইসলামের সঠিক বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেন, এরা তখন সাহেবদের কাছে হয়ে যান ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক। আর মোল্লাদের কাছে হয়ে যান কাফের। কবি নজরুলের ভাগ্যেও তা ঘটেছিল। কবি নজরুল ইসলাম গানে, কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে ও বক্তৃতায় চেষ্টা করেছেন এই অধঃপতিত পরাধীন অনৈক্য বিভ্রান্ত মুসলমানদের জাগাতে। মহানবী (সা:) সর্ব যুগের সর্বকালের মহামানব। তিনি এসেছিলেন মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় নিশ্চিত করতে। জুলুম সরিয়ে ইনসাফ কায়েম করে দেখাতে। শান্তি ও সভ্যতার বুনিয়াদ গড়ে তুলতে। মানবতার সুমহান কল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর বিশাল দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। এজন্য আমরা ধন্য। আমরা সৌভাগ্যবান। আমরা কল্যাণের সন্ধান প্রাপ্ত। তাই কবিতা তাঁর এই আগমনকে চিত্রিত করেছেন আশ্চর্য সুন্দর বন্দনা দিয়ে।

রাসূলের আগমনে ধরার বুকে রহম নেমে এসেছিল। বেইনসাফী দূরীভুত হয়েছিল। ঊষার কোলে রাঙা রবির দোল নেমেছিল। শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কুল মাখলুকাতের বিজয় ধ্বনী গেয়েছিলেন তিনি। আকাশ, গ্রহ, তারকারাজীরা যেন আনন্দে লুটে পড়েছিল। বেহেশতের সকল দুয়ার খুলে দিয়ে ফেরেশতারাও গেয়ে উঠেছিলেন দরুদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কবির ভাষায়-

"তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।
কুল মখলুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এলো ঐ,
কালেমা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে, কে এলো ঐ,
খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এলো ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা পড়ে লুটে- কে এলো ঐ,
পড়ে দরুদ ফেরেশতা বেহেশতে সব দুয়ার খোলে।।
মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
"এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই" কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে।।"

নবীর জয়গানে আনন্দের জোয়ারে মেতে উঠেছিল বিশ্বজাহান। নেচে উঠেছিল কুল মাখলুকাত। ব্যথিত মানবের হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। বিশ্ব-নিখিল মুক্তির কলরোলে উল্লসিত হয়েছিল। এমনই একজন নবীকে ইসলামের সওদাগর বলেছেন আমাদের জাতীয় কবি। কবির ভাষায়-

"ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর।
বদনসীব আয়, আয় গুনাহগার, নতুন করে সওদা কর।।
জীবন ভরে করলি লোকসান, আজ হিসাব তার খতিয়ে নে,
বিনি-মূলে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহেশতি নজর।।
কুরআনের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে,
লুটে নে রে লুটে নে সব ভরে তোল তোর শূন্য ঘর।।
কালেমার ঐ কানাকড়ির বদলে দেয় এই বণিক
শাফায়াতের সাত রাজার ধন, কে নিবি আয় ত্বরা কর।।
কিয়ামতে বাজারে ভাই মুনাফা যে চাও বহুৎ,
এই ব্যাপারীর হও খরিদ্দার, লওরে ইহার সীলমোহর।।
আরশ হতে পথ ভুলে এ এলো মদিনা শহর,
নামে মোবারক মুহাম্মদ, পুঁজি আল্লাহু আকবর।।"

সত্যিই দ্বীন ইসলামের সওদাগর ছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল। তিনি আল কুরআনের জাহাজ বোঝাই যে সব হীরা মুক্তা আর পান্নার সমাহার ঘটিয়েছেন তা বিস্ময়কর! কালেমা শাহাদাতের কানাকড়ির বিনিময়ে তিনি পরকালের মুক্তির জন্য শাফায়াতের যে সাত রাজার ধন এনেছিলেন তা অকল্পনীয়। কিয়ামতের মুনাফা সংগ্রহে তাঁর সেই সওদাগরী ব্যবসা সফল হয়েছিল। আমরা সেই বণিকের খরিদ্দার এখন।

দ্বীনের আহবানে জীবন বিলিয়ে দিলেন প্রিয় নবী। তাঁর আদর্শের লালন করতে পারলে পরকালে নাজাত নিশ্চিত। প্রিয় নবীর নামের শ্রোতে আমরা ভেসে বেড়াই জান্নাতি ভেলায়। কবি প্রিয় নবীকে তৌহিদের মুর্শিদ বলেছেন। কবি রাসূল নামের রশি ধরে আল্লাহর দেয়া জীবনপথে এগিয়ে যান। কবির ভাষায়-

"তৌহিদের মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম।।
ঐ নামেরই রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে,
ঐ নামেরই ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামেরই বাতি জ্বেলে দেখি লোহ আরশ-ধাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম।।
ঐ নামের দামন ধরে আছি, আমার কিসের ভয়,
ঐ নামের গুণে পাব আমি খোদার পরিচয়,
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশতি তঞ্জাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম।।"

কবির ভালোবাসা অকৃতিম। কবি রাসূলকে ভালোবেসেছেন ঈমানের দাবি পূরণ করে। ঈমানের হক আদায় করে। রাসূলের নাম জপে কবি সকল প্রকারের ভয় থেকে নিরাপদে থাকতে চেয়েছেন। আমরাও কবির সাথে একাত্বতা ঘোষণা করে এগিয়ে যেতে চাই সামনে। শান্তির মঞ্জিল পানে।

কবি রাসূলের নাম যত বেশি করে স্মরণ করেন তত বেশি সুখ পান হৃদয়-মনে। কবি রাসূলের নামে মধু খুঁজে পান, পান হৃদয়ের প্রশান্তি। রাসূল কবির প্রিয়তম অন্যতম একজন। কবি নিত্যদিন রাসূলের নাম স্মরণ করে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চান। কবির ভাষায়-

"মুহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এতো মধু থাকে, কে জানিত আগে।।
ঐ নামেরই মধু চাহি
মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি,
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি
ঐ নামের অনুরাগে
ও নাম প্রাণের প্রিয়তম,
ও নাম জপি মজনু-সম,
ঐ নামে পাপিয়া গাহে
প্রাণের গোলাপ বাগে।।
আমি ঐ নামে মুসাফির-রাহি,
তাই চাই না তখন শাহানশাহী,
নিত্য ও-নাম ইয়া এলাহী
যেন হৃদে জাগে।"

২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ভালোবাসার শাস্তি

শেখ বিপ্লব হোসেন

"হ্যালো! এই শুনছো! আজকের কথা কি মনে আছে তোমার? দিন থাকতেই বাড়ি চলে এসো কিন্তু।"
মিতালীর ফোন ছিলো। আজ ওদের বিশেষ দিন। তাই বিষয়টি প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়ে দিলো। মিতালীর ফোন পেয়ে সৌরভের ঘুম ভেঙে গেল। সে বিছানা ছেড়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। ঘুমকাতর চোখে আকাশের দিকে তাকায়। আর মনে মনে ভাবে, 'এখন কী করি! মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না। যাহোক, কিছুই করার নেই। আমাকে যে যেতেই হবে আজ। না গেলে ও খুব কষ্ট পাবে। মন খারাপ করবে।' সৌরভ জানালার গ্রিল ধরে উদাস নয়নে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো ভাবতে থাকে।
আজকের এই বিশেষ দিনে দু'জনের মধুর সম্পর্কের সূচনা হয়েছিলো। দেখতে দেখতেই বিয়ের দু'বছর পূর্ণ হলো আজ। মিতালী এখন সিরাজগঞ্জে। জেলা শহরেই বাড়ি ওদের। সৌরভের কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ শহরে। সে একটি গার্মেন্টস এর ষ্টোরে চাকরি করে।
কয়েকদিন আগেই বাড়ি চলে গেছে মিতালী। সৌরভেরও যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু, অফিসের কাজে আটকে যাওয়া আর যাওয়া হয়নি। এদিকে বৈশ্বিক মহামারীর কারণে সকল অফিস আদালত বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। লম্বা ছুটি। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল লকডাউন করা হয়েছে। দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে।
ঢাকার পরেই এখন নারায়ণগঞ্জের অবস্থান। মৃত্যুর মিছিল যেন থামছেই না। মৃত্যুর যমদূত যেন প্রতিটি মুহূর্ত হাতছানি দিয়ে ডাকছে সবাইকে। অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে চারপাশ। সুনীল আকাশ যেন ক্রমেই ঘনকালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। সারা বিশ্ব যেন রূপ নিয়েছে মৃত্যুপুরীতে আজ। এমন মরণ ব্যাধি করোনা আতঙ্কে দিশেহারা সমগ্র দেশ। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে মাঠে নেমেছে পুলিশ, বিজিবি, সেনা, নৌ ও র‌্যাব সদস্যরা।
শহরের মূল পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট বসিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। যেন শহর থেকে কেউ বাইরে, বাইরে থেকে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। এত কড়া পাহারার দেখে সৌরভ ভড়কে যায়! এমতাবস্থায় কী করবে মাথায় কিছুই ঢুকছে না তার। ভাবনার গভীরে ডুবে যায় সে। ওদিকে গ্রাম থেকে বারবার প্রিয়তমার ফোন আসছে। উপায়োন্তর না দেখে অবশেষে ভয় ডর ফেলে বাড়ির পথে পা বাড়ায় সে।
রাত প্রায় ১১ টা। মিতালী সাজগোজ করে বসে আছে প্রাণের মানুষের জন্য। কিন্তু, তার এখনো আসার নাম গন্ধ নেই। আজকের এই বিশেষ ক্ষণে প্রিয় মানুষটি কাছে নেই। মনটা ভীষণ খারাপ লাগছে মিতালীর। সে খুব চিন্তিত। মিতালী মনে মনে ভাবে, 'যার জন্য এতকিছু করলাম, তার কোনো সাড়া শব্দ নেই। কোনো খোঁজ নেই। ফোনটাও বন্ধ। লোকটার রাস্তায় কিছু হলো না তো! এসব আমার জন্যেই হলো।' এসব ভেবে তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ওদিকে পরিবারের সদস্যরাও সৌরব এর জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় আছে। দিন-সময় ভালো না। রাতের বেলায় রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। পুলিশের ভয়ে কেউ রাস্তায় বের হয় না এখন। কারফিউ জারি করলে যেরকম হয় আর কী! ছেলের জন্য বাবা-মায়ের চিন্তার শেষ নেই যেন। সবাই তার পথ চেয়ে অধির আগ্রহে বসে আছে। হঠাৎ ফোন এলো। মিতালী তাড়াহুড়ো করে ফোন ধরলো। সৌরভ এর ফোন। স্বামীর ফোন পেয়ে মিতালীর চোখে মুখে আনন্দ ফুটে উঠলো। চোখ দুটো চকচক করে উঠলো খুশিতে। ওপাশ থেকে প্রিয় মানুষটির গলার আওয়াজ ভেসে এলো। স্বামীর সুমধুর কণ্ঠ শুনেই মিতালীর মন আনন্দে নেচে ওঠে।
"মিতালী! আমি সৌরভ বলছি।"
"তুমি এখন কোথায়? তোমার ফোন বন্ধ ছিলো কেন?"
"এই শোনো, এখন এত কথা বলার সময় নেই। আজ রাতে আমি বাসায় আসতে পারবো না।"
"কেন? কী হয়েছে?'"
উত্তরে সৌরভ বলে, "আমি এখন থানা হেফাজতে আছি। কাল থানায় এসো! কথা হবে।"

২২-এর পৃষ্ঠার পর

রাসূলকে ভালোবাসা ঈমানের দাবি। রাসূলকে ভালোবাসতে না পারলে ঈমানের পূর্ণতা আসে না। রাসূল আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক। নাজাতের পথ কেবলমাত্র তাঁর থেকেই পাওয়া যাবে। দুঃখ জ্বালা, মানুসিক বা ঈমানী দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় রাসূলের আদর্শ মেনে জীবন গঠন করা। জীবন পরিচালনা করা। কবি নিজের জীবনে এমন কিছুই পাওয়ার আকুতি জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কবির লেখা গানে। কবির ভাষায়-

"ইয়া মুহাম্মদ, বেহেশত হতে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে
এবার আমায় নাজাত দাও।।
পীর-মুর্শিদ পাইনি আমি
তাই তোমায় ডাকি দিবস-যামী,
তোমারই নাম হউক হযরত
আমার পর-পারের নাও।।
অর্থ-বিভব যশ-সম্মান
চেয়ে চেয়ে নিশিদিন
দুঃখ-শোকে জ্বলে মরি,
পরান কাঁদে শান্তিহীন।
আল্লাহ ছাড়া ত্রিভুবনে
শান্তি পাওয়া যায় না মনে,
কোথায় পাব সে আবেহায়াত-
ইয়া নবী, রাহ বাতাও।।"

কী আবেগ আর অনুভূতি নিয়ে গান লিখলেন প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবি রাসূলের প্রেমে দিওয়ানা হন, রঙিন হয় কবির আঁখিযুগল। কবি শবে-কদর রাতে আল- কুরআনের গজল গেয়ে প্রশান্তি পান, শান্তি পান হৃদয়-মনে। কবি রাসূলের আদর্শের বিজয় দেখেছেন একান্ত আপনার করে। যে বিজয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন বারবার। প্রতিনিয়ত; প্রতিক্ষণে। কবি বেলালের আযান শুনেন তাঁর কবিতায়। গানের পরতে পরতে। কবির ভাষায়-

"এ কোন মধুর শারাব দিলে আল-আরাবি সাকি।
নেশায় হলাম দিওয়ানা যে, রঙিন হল আঁখি।
তৌহিদেরই শিরাজী নিয়ে
ডাকলে সবায় যা রে পিয়ে।
নিখিল জগৎ ছুটে এলো,
রইলো না কেউ বাকি।।
বসল তোমার মহফিল দূর মক্কা-মদিনাতে,
আল-কুরআনের গাইলে গজল শবে-কদর রাতে।
নর-নারী বাদশা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজরানা দিল
রাঙা পায়ে রাখি।।
তোমার কাসেদ খবর নিয়ে ছুটল দিকে দিকে,
তোমার বিজয়-বার্তা গেল দেশে দেশে লিখে।
লা শরীকের জলসাতে তাই
শরিক হলো এসে সবাই,
তোমার আযান-গান শুনাল
হাজার বেলাল ডাকি।।"

রাসূল প্রেমের কী আকুতি কবির। কী অনুপ্রেরণা তাঁর। কবির এ আকুতি কবুল করুন আল্লাহ তায়ালা। কবিকে তাঁর জীবনের ভুলগুলো ক্ষমা করে জান্নাতবাসী করে দিন মহান রাব্বুল আলামীন। কবির রাসূল প্রেমের এই আবেগ আর অনুভূতি আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে দোল খায়। প্রেরণা জোগায়। ঈমানের তেজে বলিয়ান হতে অনুপ্রাণিত করে। আবেগে আপ্লুত হই হৃদয় মেলে। রাসূল প্রেমের এই অনুভূতি কবিকে দেখা করার সুযোগ করে দিন প্রিয় রাসূলের সাথে। রাসূল প্রেমের এই অনুভূতির ফলে কবির পরকালীন জীবন হোক ধন্য। মুক্তির পথ খুঁজে পাক কবর দেশের জমিনে। কবি জান্নাতের পাখি হয়ে ফুল কাননে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পাক আপনার আত্মার শান্তির জন্য। কবির এই রাসূল প্রেম জাগ্রত হোক আমাদের প্রাণে প্রাণে। নবজাগরণে। আত্মার শিহরণে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :
১) ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত, সরকার সাহাবুদ্দীন আহমেদ। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড। প্রকাশ কাল, জুলাই-১৯৯৮।
২) নির্বাচিত নজরুল শিশুসাহিত্য, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চতুর্থ সংস্করণ, জুন-২০১৫।
৩) নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৭। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৪) নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০২। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৫) নজরুল রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৮। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৬) নজরুল রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৬। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৭) নজরুল রচনাবলী, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩৮। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৮) নজরুল রচনাবলী, দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪০। জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, June-2020
Year-11
24

করোনা ভাইরাস অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ হয়ে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে

বটু কৃষ্ণ হালদার

দিনে দিনে পৃথিবীর অসুখটা বেড়েই চলেছে, বাড়ছে গৃহবন্দি মানুষগুলোর চরম উদ্দীপনা। লোকালয়ে ফিরছে জঙ্গলের জীবজন্তু। চেনা পৃথিবী, চেনা পরিবেশে আজ বড্ড অচেনা। সত্যি প্রকৃতি এভাবে তার বদলা নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। সৃষ্টিতে সবুজ সতেজ পরিবেশে ছিল অফুরান জীবন বাঁচার রসদ। পৃথিবী ছিল জীবজন্তুদের দখলে। ধীরে ধীরে সেই পৃথিবীর বুকে মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। সেই সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে থাকে। আধুনিক থেকে আধুনিকতর হওয়ার লক্ষ্যে সবুজ সতেজ জঙ্গল কেটে গড়ে তোলে কংক্রিটের আবদ্ধ জঙ্গল, অবাধে ঘুরে বেড়ানো জীবজন্তুদের সীমানা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশে থাকা শালিক, চড়ুই, কাক, বাবুই, ফিঙেসহ নানান পাখিদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তাদের জায়গা দখল করতে থাকে আধুনিক মনস্কতা দু-পেয় জন্তুরা। তার উপর সভ্য সমাজের দুই পেয় জীবগুলোর অসচেতনতার ফলে আমাজন ও অস্ট্রেলিয়ার মত দুটি জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শুধু তাই নয় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি জীবজন্তু, সেই সঙ্গে জঙ্গল থেকেও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। তার ওপরে কমিউনিস্ট চীন দেশের উহান প্রদেশে জীবজন্তুদের প্রতি অমানবিক অত্যাচারের ভিডিওগুলি প্রকাশ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আধুনিক হওয়ার লক্ষ্যে মানুষ পরিবেশের সঙ্গে যে চরম বেঈমানী করেছে, তার ফলাফল করোনা ভাইরাস। ভাইরাসের আতঙ্কে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ কার্যত গৃহবন্দি। ইতালি, আমেরিকা, ফ্রান্স, রোম, স্পেন, চীনসহ বহু সমৃদ্ধশালী দেশ মৃত্যুর মিছিলে হাঁটছে। দিনে দিনে মৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়া তো, এই সমস্ত উন্নত দেশগুলোতে বাড়ছে কফিনের চাহিদা। সমগ্র বিশ্বের মানুষের চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া। ইরাক, ইরানের মতো দেশগুলোতে গণ কবর খোঁড়া হচ্ছে। তাতেও হুঁশ ফেরেনি ভারতবর্ষের মানুষগুলোর। তার ফলে ভারতবর্ষের গতিপথ সেই দিকেই মোড় নিচ্ছে ধীরে ধীরে। অসচেতনতা ভারতবর্ষ ধ্বংসের একমাত্র মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে সে বিষয়টি কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ আর্থিক দিক দিয়ে তেমন সচ্ছল নয়। তা সত্ত্বেও দেশের সরকার জনগণের কথা ভেবে লকডাউন এর দ্বিতীয় পর্যায় ঘোষণা করেছেন। ক্ষতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। ধীরে ধীরে নিঃশেষের পথে ভারতের রাজকোষ। তবুও এই লড়াই থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে ভারত সরকার কোন ত্রুটি রাখছে না। কিন্তু জনগণ সবকিছু জেনে-শুনেও লগ ডাউনকে উপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে এসে জমায়েত হচ্ছেন। এতে শুধুমাত্র ভারত সরকারের নয় সমস্ত জনগণের ক্ষতি হচ্ছে। দেশের কিছু বিবেকহীন অপদার্থ মানুষগুলোর জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বুকে করোনা অভিশাপ রূপে বয়ে চলেছে অবিরত আপন ধারায়।

কথায় আছে মন্দেরও কিছু ভালো দিক আছে। মানুষ সেই আশা নিয়ে বাঁচে, যে গহীন আঁধারের বুক চিরে সূর্য আবার উঁকি দেবে পূব আকাশে। গৃহবন্দী মানুষজন; গাড়ি, কলকারখানা বন্ধ। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ক'দিনে বিভিন্ন জায়গায় আংশিক বা পূর্ণ লকডাউনে পরিবেশ দূষণের মাত্রা মাত্রাতিরিক্তভাবে কমেছে, আকাশের দৃশ্যমানতা বেড়েছে, গঙ্গা যমুনা ফিরছে স্বমহিমায়। সমুদ্রের ধারে অনেকদিন পর আবার ডলফিন দেখা গেছে, শালিক, চড়ুই, বাবুই, কাক, ফিঙেসহ পরিযায়ী পাখিরা আবার ফিরে আসছে। বহু যুগ পর মানুষজন আবার পাখির কিচিরমিচির গান শুনছে মন প্রাণ ভরে। হিমবাহের বরফের গলন কমেছে। প্রকৃতি আবার একটু শ্বাস নিতে পারছে। কর্মব্যস্ততা, বন্ধু-বান্ধব, পার্টির জন্য আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিলাম। ভুলতে বসেছিলাম পরিবারের লোকজনের কথা। আজ পরিবারই সবার একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে। আমরা ভুলতে বসেছিলাম যে আমরা একে অপরের পরিপূরক। একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকারের কথা। অসহায়, আর্তপীড়িত মানুষগুলোর স্বপ্নগুলোকে পদদলিত করতে শিখেছিলাম। করোনার প্রকোপে জাতপাত ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে সবার পাশে দাঁড়ানোর আকুল আর্তি নিয়ে হাজির হচ্ছে দুয়ারে দুয়ারে। আমরা বই পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আলমারির ধুলো ঘেটে না পড়া বইটা বা ভালোলাগার গল্পগুচ্ছ সমগ্রটা স্পর্শ করে দেখতে শুরু করেছে অনেকেই। যারা ধর্ম ধর্মের বেড়াজালে হত্যা লীলায় মেতে উঠেছিল, যারা সমাজের ভীরু দুর্বলদের উপর নিজেদের জোর জুলুম অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আবার আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদীরা, এই মুহূর্তে সবাই ভয় পেয়ে গেছে। পারমাণবিক বোমা, মিগ বা রাফায়েল বিমান দিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে মানুষের প্রাণ নেওয়া যে অনেক সোজা কাজ, কিন্তু মানুষের প্রাণ বাঁচানো যে অনেক কঠিন কাজ সেটা আজ অনেক রাষ্ট্রনায়করাও বুঝতে পারছেন সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। তার সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেল শুধু অর্থ দিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের ভেদাভেদ করাটা ভুল। কারণ এই মুহূর্তে টাটা, বিড়লা, আম্বানিরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, একটা সাধারণ নিম্ন পরিবারও সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে। অর্থ আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। যারা সমাজে নোংরা অপকর্ম করে বেড়াতো, সমাজের হায়না নামক ধর্ষকরা, আজ ভয় পেয়ে গেছে। নারীরা কিছুটা হলেও এ সময় নিরাপত্তা বোধ করছে। বিশ্বের পানশালা, মদের আসর, জুয়ার আসর, হোটেল-রেস্টুরেন্টসহ বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা প্রমাণ করে দিয়ে গেল, এই সমস্ত আমোদ প্রমোদ ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে, জন্মনিয়ন্ত্রণের অভাব বোধটা এসময় বেশ বুঝতে পারছে সবাই, সঞ্চয় করাটাও খুব জরুরী তা প্রমাণ হয়ে গেল, আর মানুষ সীমিতভাবেও জীবন যাপন করতে পারে, সেটাও করোনা বুঝিয়ে দিয়ে গেল। দুঃশাসন-এর বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানানোর লোক এখন নেই, কারণ দুঃশাসনীয় এখন ভয়ে সিটিয়ে গেছে। পুলিশেরা ঘুষ খাওয়া ছেড়ে অকাতরে দিনরাত কর্তব্য পালনে ব্যস্ত। এই মুহূর্তে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের মারার কথা বলছে না, তাদের সুস্থতা কামনায় সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

জ্যোতিষী, তান্ত্রিকরা এখন নিজেদের ভাগ্য গণনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ঘৃনা নয় ভালবাসার জয়গান চারিদিকে বিরাজ করছে। মন্দির-চার্চের মুখে মাস্ক পরিয়ে দিয়ে গেছে করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাস প্রমাণ করে দিয়ে গেল, প্রাকৃতিক শক্তি হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাকে উপেক্ষা করার মত দুঃসাহস বোধহয় আজ কারো কাছে নেই। এর থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানকে প্রয়োজনে ব্যবহার করুন। করোনাভাইরাস আরো প্রমাণ করে দিয়ে গেল, বিশ্ব পরিবেশের বিশ্রামের প্রয়োজন। আর তাতে লাভ মানব সভ্যতার। এই মুহূর্তে করোনার আতঙ্কে সারা বিশ্ব। মাসের পর মাস লকডাউন মেনে নিচ্ছে। হয়তো আজ নয়তো পরশু পৃথিবী আবার শান্ত হবে, তখন নিয়ম করে বছরে মিনিমাম ১০টা দিন পরিবেশের জন্য লকডাউন বাধ্যতামূলক করা হোক। মানবিক আবেদন করাটা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। করোনার প্রভাবে হয়তো আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি, কিন্তু আন্তরিকতার সাথে ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো, যে হারানোর থেকে অনেক বেশি আমরা ফিরে পেয়েছি। শুধুমাত্র করোনার জন্য। তাই করোনা অভিশাপ নয় আশীর্বাদ হয়ে নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে, সে বিষয়টা কিন্তু পুরো পরিষ্কার। তবে এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, করোনা আমাদের যে শিক্ষাগুলো দিয়ে গেল, সেই সুশিক্ষার ধারা সমাজের বুকে কতটা প্রভাব ফেলবে, বা করোনা আতঙ্ক কেটে যাওয়ার পর সেই শিক্ষার ধারা আমরা কতদিন কাঁধে করে নিয়ে বয়ে বেড়াতে পারব, সেটাই দেখার বিষয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

নিঃশব্দে নিশাচর

আহমদ রাজু

নিত্যদিনের মতো আজও কালির বিলে মাছ ধরার জন্যে খ্যাপলা জাল আর খালোই নিয়ে ঘর থেকে বের হয় রোগাউল্লা।

রোগাউল্লা তার আসল নাম নয়। সময়ের সাথে সাথে তার নকল নাম আসলে রূপ নিয়েছে। বাপ এলাকার প্রয়াত পালোয়ান বরকতুল্লাকে স্বরণ করেই ছেলের নাম রেখেছিলো বরকতুল্লা। ছেলেবেলা থেকে নানান অসুখ-বিসুখে লিকলিকে শরীর নিয়ে বেড়ে ওঠে সে।

বরকতুল্লা মানেইতো ইয়া পালোয়ান! আর এই বরকতুল্লার শরীর লিকলিকে। শরীরের সব হাড় এক নিমেশে গুনে নেওয়া যায়। গ্রামের দুই একজন তাইতো ঠাট্টা করে রোগাউল্লা বলে ডাকতে থাকে। দিনে দিনে সেই নামটাই স্থায়ী হয়ে যায়। আগের চেয়ে শরীর এখন কিছুটা ভাল হলেও নামটা স্থায়ী আসন গেড়ে বসে থাকে। নাম নিয়ে রোগাউল্লার কোন মাথা ব্যথা নেই। একটা হলেই হলো। আর নামটা খারাপ কী? শুনতে তো ভালোই লাগে। তবে মাঝে মধ্যে লুচ্চোউল্লা বলে ডাকে কেউ কেউ ঠাট্টা করে। তখনই গা ছ্যাৎ করে জ্বলে ওঠে রোগাউল্লার। তার সাথে একতরফা না বাধিয়ে ছাড়ে না।

"আজকে মাছ না ধরতি গেলি হয়না? তুলনা বেগম বলল রোগাউল্লাকে।"

গত আশ্বিন মাসে পনের বছর পেরিয়ে গেল রোগাউল্লার বিবাহিত জীবন। তুলনা বেগমকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে প্রথম প্রথম বেশ উৎফুল্ল ছিল। একে একে দুই ছেলের বাপ হওয়ার পর স্ত্রীর ওপর থেকে মন প্রায় উঠেই গেছে। তুলনা বেগম সাধ্যের ভেতরে সবকিছু করে স্বামীকে তুষ্ট রাখতে। কোন চেষ্টায় কাজ হয় না। রোগাউল্লার মন কিছুতেই গলেনা। কেন তার স্বামী এমন করে তা প্রথম অবস্থায় বুঝতে না পারলেও আস্তে আস্তে সব জেনেছে। সুজন ডাঙ্গার আলতাফ গায়েনের স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক অনেক দিনের। কালির বিলে মাছ ধরার নাম করে যায় এ মহিলার কাছে।

আলতাফ বংশে গায়েন হলেও খাঁটি চাষী সে। নিজের বাড়ির ভিটেটুকু ছাড়া আর কোন জায়গা জমি নেই। পরের ক্ষেতে দিনমজুর করে সংসার চালায়। সারাদিন দিনমজুর করে সন্ধ্যায় কাজের শেষে গা ম্যাচ ম্যাচ করে তার। এই ক্লান্তি দূর করতে শাখার হাটে যায় চা খেতে। চা খেলে নাকি গায়ের ব্যথা মরে, শরীর চাঙ্গা হয়। দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করে যখন বাড়িতে ফেরে তখন তাদের সাথে নানান গল্প করতে করতে বাড়ি ফেরে।

এই সুযোগটা কাজে লাগায় রোগাউল্লা। কালির বিলে মাছ ধরতে যাওয়া লোক দেখানো মাত্র। একটা অজুহাত দিয়েতো বাড়ি থেকে বের হতে হবে। তার ওপর সমাজ বলে একটা কথা আছে। গ্রামের সবাই জানে যে, সে মাছ ধরতে যাচ্ছে। মাছ ধরাতো আর অন্যায় কিছু নয়। তবে কেউ কেউ বিষয়টা জানে; জেনে কি হবে? কার এমন দায় পড়েছে যে, রোগাউল্লাকে পাহারা দিয়ে বেড়াবে?

তুলনা বেগমের সাথে বেশ কয়েকদিন কথা কাটাকাটি হয়েছে রোগাউল্লার। তুমি এ বেইশ্যের কাছে ক্যানো যাও পেত্তেক দিন? আমাগের পরিবারে কি শান্তি নেই?

বউয়ের এমন কথায় রোগাউল্লা রাগান্বিত স্বরে বলে ওঠে- "তোরে বিয়ে এরেই আমার যত সর্বনাশ; শান্তি সে তো কত্ত দূরে।"

স্বামীর এমন কথার কোন সদুত্তর দিতে পারে না তুলনা বেগম। কেঁদে ওঠে সে। বাম হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে ছ্যাত করে নাক ঝেড়ে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মোছে।

ইতিমধ্যে উঠানে অনেকে জড়ো হয়ে গেছে। সবাই নীরবে স্বামী- স্ত্রীর দ্বন্দ্ব দেখছে।

"আমার ঘরে থাকতি হলি আমার কুনো কাজে বাধা দিতি পারবি নে। আর তা যদি না পারিস তালি যে ভাতার তোর মন জুগাতি পারবে তার কাছে চলে যা।"

"তুমার মতো আমার যদি অব্যেশ থাকতো তালি কবেই চলে যাতাম।"

"এই বেজম্মা মাগি, কি কলি? আমার খাবি, আমার পরবি আবার আমার মুহির উপরে কতা! কও দিনি ছন্দুল ভাই, এই মাগিরে কি এত্তি হয়?" উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা পাশের বাড়ির ছন্দুল জোলাকে উদ্দেশ্য করে বলে রোগাউল্লা।

"আমারে যা কবা কও; আমার মরা মা-বাপ তুলে কুনো কতা কবানা।"

"বার'হ মাগি, আমার বাড়িরতে।" চুলের মুঠো ধরে টান দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় তুলনা বেগমকে।

মাটিতে বসা অবস্থায় তুলনা বেগম বলে ওঠে, "আমারে তাড়াতি পারলিতো এ বেইশ্যেরে বাড়ি আনে ম্যালায়-ঝ্যালায় খাতি পারবানে।"

"মুখ সামলায়ে কতা কবি। একদম ঝাটা দিয়ে সুজা এরে দিবানে।"

"ওই এটটাই তো মুরোদ আছে; কথায় কথায় ঝাটা পেটা।"

"আমার মুহির ওপর কতা! দাড়া তোর কত রস হয়ছে না দেহে আমি ছাঁড়তিছিনে।" গোয়াল ঘরের খুঁটিতে হেলান দেওয়া উঠান কুড়ানো ঝাটা নিয়ে সপাসপ কয়েকটা বাড়ি মারে তুলনা বেগমের পিঠে।

"ওরে মাগোরে, আমারে মারে ফ্যাল্লোরে। তুমরা আমারে বাঁচাও।" চিল্লিয়ে ওঠে সে।

তার আহবানে কেউ সাড়া দেয় না। সবাই দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ। নিরুপায় তুলনা বেগম স্বামীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে দৌঁড়ে বাড়ির পাশের আর একজনের ঘরে যেয়ে খিল লাগিয়ে দেয়। কেউ কেউ তার পিছু পিছু যায় শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখার জন্যে। ছেলে দু'টো কাঁদতে কাঁদতে মায়ের পেছনে ছোটে। রোগাউল্লা স্ত্রীকে তাড়া করে নিয়ে যায় দরজা পর্যন্ত। বার কয়েক ঘা দেয় দরজায়। তুলনা বেগম ঘরের ভেতর থেকে খিল এঁটে দেওয়াতে সে যাত্রা রক্ষা পায় সে।

গ্রামে একটা নিয়ম আছে। কোন অপরাধে স্বামী যদি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে তাহলে প্রতিবেশীরা কেউ ঠেকাবে না। এটা নাকি আল্লাহর হুকুম। স্বামী হাজার অপরাধ করলেও তার গায়ে হাত তোলার ক্ষমতা নেই স্ত্রীর। গায়ে হাত দিলে নাকি আল্লাহ নারাজ হয়। সে স্ত্রী বিনা হিসাবে দোজখে চলে যায়।

তুলনা বেগম ইচ্ছে করলে স্বামীর হাত থেকে ঝাটা কেড়ে নিয়ে তাকে দু'চার ঘা বসিয়ে দিতে পারতো। তার গায়েও একেবারে শক্তি কম নেই। অথচ আল্লাহর ভয়ে সে তা করেনি। আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে তাকে কঠিন দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করে এই ভয়ে সে নিরবে সব অত্যাচার সহ্য করে।

সৃষ্টিকর্তার এমন বিচার ব্যবস্থা একপেশে বলে মনে হয় তুলনা বেগমের। মাঝে মাঝে মনে হয় সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় পুরুষ। তা না হলে পুরুষদের এতো অধিকার কেন দেবে। কেন স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলার একতরফা অধিকার থাকবে?

কোরআনে তো স্পষ্ট লেখাই আছে, সৃষ্টিকর্তার কোন জাত নেই, কুল নেই, আকার নেই। সে সবকিছু দেখে। তার বিনা হুকুমে গাছের একটা পাতাও পড়ে না। যদি তাই হয় তাহলে একটু আগে যে বিপথে যাওয়া স্বামীকে পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে দু'কথা বেশি বলার ফল হলো ঝাটার বাড়ি! সৃষ্টিকর্তা কী তা দেখছে না?

নিজে মানুক আর নাই মানুক, সমাজ বলেতো একটা কথা আছে। তার বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই তুলনা বেগমের। যার কারণে স্বামীর অত্যাচার নিরবে সহ্য করে চলেছে দিনের পর দিন।

ছেলে দুটোর বয়স যথাক্রমে সাত বছর আর নয় বছর। ছেলেদের সামনেই মায়ের গায়ে হাত তোলায় মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে কান্না ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তাদের।

তুলনা বেগম এখন আর জোরালোভাবে স্বামীর কাজে বাঁধা দেয় না। বিশেষ করে মাছ ধরার নাম করে আলতাফ গায়েনের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারেতো নয়-ই।

প্রতিদিনের মতো আজও সন্ধ্যার পরে জাল আর খালোই নিয়ে বিলের দিকে যেতে দেখে মনের মাঝে কেমন যেন করে ওঠে তুলনা বেগমের। "কি কলাম শুনতি পারিছো?" আবারো কথাটি বলল স্বামীকে।

পেছন ফিরে দাঁড়ায় রোগাউল্লা। "কি, কিছু কচ্চিস?" প্রশ্ন তার।

"কচ্চিলাম, আজকে মাছ ধরতি না গেলি হয় না? পূর্ণিমা ওঠেচে। পূর্ণিমার দিন মাছ ধরতি যাওয়া ঠিক না। চান্দের আলোয় ভূত পেত্নিরা ঘুরে বেড়ায়।"

মাছ ধরাতো নামে মাত্র। মাছ ধরার নাম করে যাবে আলতাফ গায়েনের স্ত্রীর কাছে। সেকথা জানে তুলনা বেগম। অথচ সরাসরি বলতে পারে না, "আজ ওই মহিলার কাছে যাতি হবেনা, বাড়ি থাহো।" বললেই হয়তো এই ভর সন্ধ্যা বেলায় তুলনা বেগমের পিঠে বসিয়ে দেবে কয়েকটা ঝাটার বাড়ি না হয় উঠানে শুকাতে দেওয়া জাম গাছের ডাল দিয়ে।

"না গেলি কী হয়? আকাশের অবস্থা ভালো; মাছ পাওয়া যাবে বেশ।" স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর রোগাউল্লার। "তুই আমারে পিছনে ডাহিসনেতো। পিছনতে ডাকলি অলক্ষুণে ধরবেনে।"

স্ত্রীর কোন কথা শোনে না রোগাউল্লা। পথে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি থেকে কালির বিলের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। মাইল দেড়েকের মাথায় সুজনডাঙ্গা। বিলে জাল ফেলে মাছ ধরে বাড়িতে ফেরার পথে সুজন ডাঙ্গার আলতাফ গায়েনের স্ত্রী কুলছুমের সাথে দেখা করে। তাকে কিছু মাছ দেয়। কুলছুমের তিন ছেলে-মেয়ে ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে পাশের ঘরে।

আজ আলতাফ গায়েন বাজারে যায়নি চা খেতে। শরীরটা তার ভাল যাচ্ছে না। হেঁটে যেতে পারবে ঠিকই কিন্তু ফিরে আসতে পারবে কিনা সন্দেহ হয় তার। আস্তে আস্তে যদি জ্বরটা বেড়ে যায় সেই ভয় মনের মাঝে বার দুয়েক উঁকি দিলে বাজারে যাওয়া বন্ধ করে সে।

২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Eid Greetings from Clr Khal Asfour Mayor

CANTERBURY BANKSTOWN

Clr Khal Asfour
Mayor

Suprovat Sydney
Eid Greetings

Congratulations and best wishes to Canterbury-Bankstown's Muslim residents on this joyous occasion of Eid al-Fitr.

May God richly bless, protect and watch over you and your families, especially during these difficult and uncertain times. There are many doing it tough, and in the spirit of Eid al-Fitr, now is the time to support, to give, to be charitable to each other and the wider community.

I would also like to express my thanks to Suprovat Sydney. This leading Bangladeshi community newspaper has provided outstanding support and contribution to our multicultural community.

Community media in a multicultural society, such as Australia, is indeed of vital importance in bringing various cultures and languages together to create a progressive and prosperous society. That's why, it is important we continue to foster an environment which encourages compassion, respect for each other's differences, as well as promoting harmony in our community today and beyond.

I look forward to working with you and all Bengali-Australians to make our country and our City a happy and healthy place to live in and enjoy!

Happy Eid!

Yours sincerely

Clr Khal Asfour
MAYOR

BANKSTOWN CUSTOMER SERVICE CENTRE
Upper Ground Floor, Civic Tower, 66-72 Rickard Road, Bankstown NSW 2200, PO Box 8, Bankstown NSW 1885

CAMPSIE CUSTOMER SERVICE CENTRE
137 Beamish Street, Campsie NSW 2194
PO Box 8, Bankstown NSW 1885

CANTERBURY-BANKSTOWN COUNCIL
ABN 45 985 891 846 E. council@cbcity.nsw.gov.au
W. cbcity.nsw.gov.au P. 9707 9000 F. 9707 9700

২৫-এর পৃষ্ঠার পর

রোগাউল্লা বিলে যাবার পথে আলতাফ গায়েনকে দেখে গেছে, সে বারান্দায় বসে আছে। রাস্তার পাশে বাড়ি; যার কারণে রাস্তা থেকে সবকিছু দেখা যায়। মনে মনে ভাবে আজ হয়তো একটু দেরী করে বাজারে যাবে গায়েন ব্যাটা। একটু দেরী করে আসা-ই ভালো।
ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উকি দিয়ে দেখে ঘরে হ্যারিকেন টিপ টিপ করে জ্বলছে। আলতাফ গায়েন তার স্ত্রীকে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলছে। নিরাশ হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় রোগাউল্লা।

গভীর রাত। চারদিক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। রাস্তার আশেপাশে যাদের বাড়ি ঘর তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'একটা ঘর থেকে বাচ্চাদের ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠার শব্দ আসে রোগাউল্লার কানে। জ্যোৎস্না রাত। আশেপাশের সবকিছু দেখা যায় স্পষ্ট। হাতে মাছ ভর্তি খালোই। কাধে ঝোলানো খ্যাপলা জাল। রাস্তায় জনমানব কিচ্ছু নেই। অন্যদিন ফেরার পথে যা দু'এক জনের সাথে দেখা হয়, আজ তাও নেই।
সামনে বড় মাঠ। মাঠের মাঝখান দিয়ে চাঁদের মতো বাকানো রাস্তা। এই রাস্তা পার হলেই হুগোলডাঙ্গা; রোগাউল্লাদের বাড়ি। রাস্তার দুইপাশে ধানের ক্ষেত। সবুজে সবুজে একাকার হয়ে আছে সমস্ত মাঠ।
গনগুন করে গান গাইতে গাইতে পথ চলতে থাকে রোগাউল্লা। হঠাৎ নজরে পড়ে একজন সাদা শাড়ী পরা মহিলা তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। মেয়ে মানুষ দেখে মনের মাঝে মোচড় দিয়ে ওঠে তার। মনে মনে ভাবে, গভীর রাত, আশে পাশে কেউ নেই। একা একা একটি মহিলা এই নির্জন জায়গায়! আলতাফ গায়েনের বউয়ের সাথে দেখা না হওয়ায় অন্তরের বদ্ধ আবেগটা মেটানোর জন্যে বিমুখ হয়ে ফিরে আসায় আল্লাহ মিলিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।
দ্রুতপায়ে মহিলাটির পিছু নেবার চেষ্টা করে সে। পারে না। পথ মোটে এগুতেই চায় না। যত দ্রুত যায় ততই যেন পেছনে পড়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে মহিলা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাচ্ছে। অথচ কী এক অদৃশ্য কারণে তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না।
অনেক চেষ্টার পরে দশ বারো হাত দুরত্বের মধ্যে চলে আসে রোগাউল্লা। বলল, "এই কিডা তুমি? দাঁড়াও; শোন। তুমার বাড়ি কনে? দাঁড়াও কচ্চি। তুমার সাথে কতা আছে।"
মহিলাটি দাঁড়ায় না। যেভাবে সামনের দিকে যাচ্ছিলো সেভাবেই যেতে থাকে। রোগাউল্লা আরো জোরে পা চালায়।
"দাঁড়াও কচ্চি। তুমার সাথে কতা আছে কলাম। আশে পাশে কেউ নেই। দাড়াও; লজ্জা পাচ্চো নাহি? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক? আমারে লজ্জা পাতি হবে না। আমিতো তুমার বরের মতো। দাঁড়াও, শোন।"
কার কথা কে শোনে; দাঁড়ায় না মহিলাটি। সমানভাবে সামনের দিকে চলতে থাকে।
হাঁটার গতি আরো বাড়িয়ে দেয় রোগাউল্লা। মনে মনে সংকল্প করে, কাছে যেয়েই জাপটে ধরবে, সে যে-ই হোক।

গভীর রাত। আশে পাশে কেউ নেই, এইতো সুযোগ। কাছাকাছি যেয়ে জাপটে ধরবে এমন সময় মহিলাটি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয় রোগাউল্লার।
মহিলার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আত্মা উড়ে যাবার উপক্রম হয়। হাতের মাছ ভর্তি খালোই পড়ে যায় মাটিতে। ঘাড়ের জালটাও ঝনাৎ করে নিচে পড়ে সাথে সাথে। কী ভয়ঙ্কর! জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। মুখের কোথাও মাংস নেই। সমস্তটাই কঙ্কাল। শুধু বৈদ্যুতিক বাতির মতো চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ভয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। পেছনের দিকে দৌঁড়ে পালাবে না সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে তা ভেবে পায় না রোগাউল্লা। প্রেতাত্মাটি কোন কথা না বলে তার মতো আবারো পথ চলতে শুরু করে। রোগাউল্লা সেদিকে তাকায়। মাটি থেকে পাঁচ ছয় ইঞ্চি উপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। দেখে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ভয়ে।
সর্বনাশ! সাক্ষাৎ প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয়েছে সে। নেহাৎ কপাল ভালো তাই বেঁচে গেছে বলে মনে হয় তার।
ভয়ে সারা শরীর কাঁপতে থাকে রোগাউল্লার। বার কয়েক থুথু দেয় বুকে। মনে মনে আল্লার নাম স্মরণ করতে করতে সামনের দিকে তাকায়। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায় প্রেতাত্মাটি। এদিক ওদিক তাকায়; সামনে পেছনে তাকায়। না কোথাও নেই।

নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয় তার। কী একটা ভয়ঙ্কর কাজ করতে যাচ্ছিলো সে। যদি প্রেতাত্মাকে জাপটে ধরতো তাহলে নির্ঘাত মরতে হতো আজ।
ছিঃ; নুচ্চোমির এটটা সীমা থাহা উচিৎ আমার। শেষে কিনা প্রেতাত্মার সাথে.....। নিজেকে ধিক্কার দেয় সে।
বাড়িতে যাবার সামান্য রাস্তাও যেন মনে হয় কয়েক মাইল। পথ ফুরোতেই চায় না। ভয়ে ভয়ে হাঁটতে থাকে। সামান্য কারণে রাস্তার ওপরে পড়ে থাকা পাতা নড়ে উঠলেই চমকে ওঠে রোগাউল্লা। এই বুঝি প্রেতাত্মাটা তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরলো! এদিক ওদিক কোন নজর নেই তার। ভয়ে কোনদিকে তাকাতে পারে না। রাস্তার পাশে কি যেন একটা শব্দ হয়, নাকে গন্ধও আসে। হয়তো কোন মরা টানাটানি করছে কুকুর কিংবা শেয়ালে। ভয়ে দেয় দৌঁড়। এক দৌঁড়ে বাড়ির উঠানে এসে শুয়ে পড়ে। গায়ে তার প্রচণ্ড জ্বর।

ঘর থেকে তুলনা বেগম বেরিয়ে এসে স্বামীকে দেখে গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে, "ওরে আমার কি হলোরে। তুমরা কিডা কনে আচো দেহে যাও, ছলিমির বাপ কিরাম এরতেচে। এ ছিনাল মাগি-ই কিছু এরেচে। আমার কপাল পুড়ায়ে দেচে।"
গভীর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন। তুলনা বেগমের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ঘুম থেকে উঠে আসে। তারা ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যায় রেগাউল্লাকে। মুখের 'রা' শব্দটিও বন্ধ হয়ে গেছে তার; কিছুই বলতে পারছে না। অসাড় হয়ে পড়ে আছে মৃত মানুষের মতো।
"ও ছলিমির বাপ কতা কও। তুমারে কি এ নটিডা কিছু খাওয়ায়ে দেচে?" স্বামীর মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করে তুলনা বেগম। প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না রোগাউল্লা। শুধু স্ত্রীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে চাহুনীতে কী আছে তা জানা যায় না।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

করোনাভাইরাস পরিস্থিতির মাঝে সিডনিতে অন্যরকম রমজান ও ঈদ উদযাপন

১ম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ঈদ-উল-ফিতর আসে বছরের প্রধানতম উৎসব হয়ে। এশিয়া থেকে সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মুসলমান দেশগুলোতে স্থানীয় সংস্কৃতির বর্ণিল আবহে সজ্জিত হয়ে মুসলমানরা উদযাপন করে এই আনন্দঘন সময়টি। বর্তমানের এই বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ট দেশগুলোতে অবস্থানকারী মুসলমানরাও অবশ্য নিজেদেরকে আগের মতো বিচ্ছিন্ন অনুভব করেনা। ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা কিংবা ওশেনিয়ার বিভিন্ন দেশেও বর্তমানে মুসলমানরা তাদের স্থানীয় কমিউনিটির সাধ্য অনুযায়ী নানাভাবে রমজান ও ঈদ উদযাপন করে থাকে।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার ২.৬ শতাংশ মানুষ হলো ইসলাম ধর্মের অনুসারী, যার মোট সংখ্যা হলো ৬ লক্ষ ৪ হাজার ২ শত জন (২০১৬ আদমশুমারী)। এই প্রায় ৬ লক্ষ মুসলমানদের ৪২ শতাংশ মানুষ বসবাস করেন সিডনিতে, ৩১ শতাংশ মেলবোর্নে এবং বাকীরা অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে।

প্রতিবছর রমজান মাসে সিডনির মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে যুগপৎভাবে ইবাদত ও উৎসবের আমেজ ফুটে উঠে। বিগত বছরগুলোতে এই ব্যতিক্রমী ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার মানুষদেরও নজর কেড়েছে এবং নানা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে পুরো রমজান মাস জুড়ে সিডনির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা ল্যাকেম্বায় রমজান উদযাপন পুরো অস্ট্রেলিয়ায় পরিচিত একটি অনুষ্ঠান। রমজান মাসে ল্যাকেম্বার প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ মূল সড়ক জুড়ে রাতের বেলায় বসে নানারকম খাবার ও মনোহর দ্রব্যের দোকান ও স্টল।

সিডনির দূরদুরান্ত এবং এমনকি অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য স্টেট থেকেও মুসলমানদের রমজান নাইট নামে পরিচিত এই মেলাতে যোগ দিতে সপরিবারে ছুটে আসেন। একই সাথে এসে উপস্থিত হন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরাও। সাধারণত তারাবী নামাজ শেষে জমজমাট হয়ে উঠা এই নিত্যদিনের মেলা মাঝরাতে গিয়ে শেষ হয়। ছোট শিশুদের ছুটাছুটি, সপরিবারে ঘুরে ঘুরে আরব, এশিয়ান, দেশীয় ও আফ্রিকান নানা ধরণের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করার দৃশ্য এ সময় সকলকে আনন্দিত করে।

কিন্তু এ বছরেই প্রথমবারের মতো অগ্রীম ঘোষণা করা হয় করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে ল্যাকেম্বার মাসব্যাপী রমজান নাইট অনুষ্ঠানমালা স্থগিত করার। একই সাথে চলমান সরকারী বিধিনিষেধের কারণে মসজিদগুলোও ছিলো বন্ধ। সুতরাং সিডনিতে যেসব মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে, ক্যান্টারবুরী-ব্যাংকসটাউন থেকে শুরু করে অবার্ন কিংবা অন্যদিকে ব্ল্যাকটাউন বা ক্যাম্বেলটাউনসহ অন্যান্য সকল এলাকার মসজিদগুলোতে ইফতার ও তারাবী নামাজ উপলক্ষে মুসলমানদের সমবেত হওয়া এবং পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও একত্রে ইবাদত পালনের সেই চিরপরিচিত এবং আকাংখিত দৃশ্য এ বছর দেখা যায়নি। তবে এবার এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমান জনগোষ্ঠী রমজানের সামাজিক আঙ্গিক পালন করতে না পারলেও তা অন্যদিকে শাপেবর হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমরা সুপ্রভাত সিডনির একাধিক পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি তারা নিজ বাড়িতে নিজের পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়মিত তারাবী পড়েছে। মাসব্যাপী এ তারাবীতে নিজেদের পরিবারেরই কারো ইমামতি এবং পরিবারের নারী ও শিশু সদস্যদের নিয়ে একত্রে ইবাদত করার মাধ্যমে তারা এই রমজানে ইবাদতের অন্যরকম মাত্রা অনুভব করেছেন বলে জানান। তাদের মতে এই ঘটনাটি পরিবারের সবার মাঝে ঈমানী বন্ধন মজবুত করাতে এবং পুরো বাসগৃহে পবিত্র এক পরিবেশ সৃষ্টি করাতে অবদান রেখেছে।

রমজান মাসের শেষদিকে এসে এনএসডব্লিউ স্টেটে সামাজিক দুরত্বের বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়। ঈদ যখন পালিত হচ্ছে তখন সিডনিতে একটি বাসায় সর্বোচ্চ পাঁচজন মানুষের যাওয়ার অনুমতি ছিলো এবং ইবাদত করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে ইনডোরে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সর্বোচ্চ দশজনের একত্রিত হওয়ার অনুমতি ছিলো।

ঈদের দিন সিডনিতে অসংখ্য বাড়িতে পরিচিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিলে ছোট ছোট ঈদের জামায়াতের আয়োজন করা হয়। ব্যক্তিগত এসব আয়োজনে মূলত নিয়মকানুন মেনেই পরিচিতদের মাঝে স্বল্পসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বেশিরভাগ মুসল্লা, গ্যারেজ বা বাড়ীর ব্যাক ইয়ার্ডে ঈদের জামায়াতের আয়োজন করা হয়। লাকেম্বার কোন একটি মসজিদে অনেকবার জামাত পড়তে হয়,প্রতিটি জামায়াতে দশজন মুসুল্লি নিয়ে এদিন সকালে সর্বমোট একত্রিশটি ঈদের জামায়াত এ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। যদিও বেশিরভাগ মানুষেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারী বিধিনিষেধ মেনে চলাতে যত্নশীল ছিলো তথাপি এর মাঝেও কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে। ল্যাকেম্বারই ম্যাকডোনাল্ড স্ট্রিটের এক বাংলাদেশী পরিবারের বাসায় অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে অধিকসংখ্যক মানুষের জনসমাগম ঘটলে পুলিশ এখানে উপস্থিত হয়ে সবাইকে আইনভঙ্গ করার অপরাধে জরিমানা করেছে। জানা গিয়েছে এ ঘটনায় আয়োজক পরিবারকে ২৪ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার পরিমাণের বিপুল আর্থিক জরিমানা করা হয়। একই সাথে মেহমান হিসেবে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকেও ১ হাজার ডলার সমপরিমাণের আর্থিক জরিমানা দন্ড দেয়া হয়।

এই ঘটনাটির মাঝে অবশ্যই প্রত্যেক সুনাগরিকের শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ এ ধরণের জরিমানা কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কিংবা মানুষকে দেয়নি। বরং বিধিনিষেধ আরোপের শুরু থেকেই সিডনির নানা স্থানে, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় সমুদ্র সৈকত সম্বলিত প্রাকৃতিকভাবে মনোরম বন্ডাই, ব্রন্টি এসব এলাকাতে বিধিনিষেধ অমান্য করার অপরাধে প্রচুর মানুষকে এ ধরণের জরিমানা করা হয়েছে।

এ ধরণের জরিমানার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য সরকারগুলো কড়াকড়ি বজায় রাখার মাধ্যমে সামাজিক দুরত্ব বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ায় করোনা-পরিস্থিতি ভালো হওয়ার কারণ হিসেবে সরকারী এই কড়াকড়িকে স্বীকৃতি দিতেই হয়। এমনকি এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট সরকারের শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী ডন হারউইনকে এ আইন লংঘন করার অপরাধে একহাজার ডলার জরিমানা করা হয়। তার অপরাধ ছিলো তিনি সিডনির স্থায়ী বাসভবন থেকে এই বিধিনিষেধের মাঝেও ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সেন্ট্রাল কোস্টে নিজের বাগানবাড়িতে ছুটি কাটাতে ভ্রমণ করেছিলেন। এ জরিমানার খবর প্রকাশ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগও করেছেন।

প্রতি বছর রমজান ও ঈদের এই বিশেষ উপলক্ষের সাথে ইবাদত পালন এবং সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক একটি প্রেক্ষাপটও স্বাভাবিকভাবে জড়িত থাকে। রমজান ও ঈদের সময় বিভিন্ন দ্রব্যের কেনাবেচা বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক ব্যবসায়ীই বছরের এ সময়টাতে তাদের আয় এবং মুনাফা বৃদ্ধির প্রত্যাশা করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই এ বছরের ব্যতিক্রমী ঈদটিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অন্যান্য বছরের মতো মুনাফা করতে পারেননাই। ল্যাকেম্বার বাংলাদেশী দোকানগুলোতে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই প্রত্যাশিত ব্যবসা এ বছর হয়নি। তথাপি বিধিনিষেধের ভেতরে থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশীরা যদ্দূর সম্ভব কেনাকাটা করেছেন।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এমপি ,নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রিমিয়ার গ্ল্যাডিস বেরেজিক্লিয়ান,অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির বিরোধীদলীয় নেতা জোডি ম্যাককে,উচ্চ আসনের মন্ত্রী শওকেট মোসেলম্যানে ও অনেক মন্ত্রী ও মেয়র ঈদ শুভেচ্ছা পাঠান সুপ্রভাত সিডনির দপ্তরে। সুপ্রভাত সিডনি শুধু পত্রিকাতে তাদের ঈদ শুভেচ্ছা ছাপিয়েই শেষ করেনি,সকল মন্ত্রীদের ঈদ শুভেচ্ছা নিয়ে একটি চমকপ্রদ ভিডিও তৈরী করে অনন্য দৃষ্টি স্থাপন করে।

সবমিলে চলতি বছরের ঈদ-উল-ফিতরটি মুসলমানদের মাঝে স্মরণীয় একটি স্মৃতি হয়ে থাকবে। অনেকেই বলেছেন, এ ধরণের ব্যতিক্রমী ঘটনা কয়েকশত বছরের মাঝেও অনেকসময় আসে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নানারকম সীমাবদ্ধতার মাঝেও ঈদ উদযাপন করার বিষয়টি ইসলামের উদার ও যুগোপযোগী আঙ্গিককেই প্রকাশ করেছে। বৃহত্তর কল্যাণ বিবেচনায় কোন ধরণের বাড়াবাড়ি না করে বরং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলার মাঝেই একজন উত্তম মুসলমানের জন্য পূণ্য রয়েছে বলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রণিধানযোগ্য আলেমগণও মতপ্রকাশ করেছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, June-2020
Year-11

এত্তটুকু চাওয়া

অরবিন্দ মণ্ডল

(গত সংখ্যার পর)

সমিতির মূলধন দিনে দিনে বাড়ছে আর এই মহিলা সমিতির সুনামও বাড়ছে আর একটি কারণে। এই মহিলা সমিতির সৌজন্যে তৈরী হয়েছে 'বাসন-কোষন মহিলা সমিতি'। এই বাসন-কোষন সমিতি তাদের ভাণ্ডারের সদস্য বাড়িয়েছে বড় বড় কড়াই, বালতি, গামলা, জগ, বড় বড় হাড়ি, শামিয়ানা, থালা, চামচ, খুন্তি... ইত্যাদি দিয়ে। এগুলি বিয়ে-শ্রাদ্ধ বা কোন জ্ঞাতি বা পরগণা ভোজের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয়। আশ-পাশের দু'দশ গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনে ধার্যকৃত নামমাত্র সম্মানী দিয়ে এগুলি ব্যবহার করে থাকে। একেবারে দরিদ্র পরিবার হলে সম্মানী ছাড়াই ব্যবহারের রেওয়াজ প্রচলিত আছে এই 'বাসন-কোষন মহিলা সমিতি'র।

মা'কে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার সুতিকাগার। প্রাণোচ্ছ্বাসের বেলায় তার প্রায় সকল শিক্ষার একনিষ্ঠ আগার হলো মা। গ্রামের পাশেই কাটাখালী হাট। সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার এখানে হাট বসে। তবে প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত মাছ- তরকারীর দোকান বসে। হাটের দিনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া আরও অনেক কিছু জিনিস মেলে এই হাটে। যেমন খেজুরের গুড়-পাটালী, হলুদ, পাতির তৈরী মাদুর বা বিছানা, কলাই-মশুরী... চারো, আরিন্দা ইত্যাদি। হাটের দিন ছাড়া এগুলো পাওয়া যায় না। সাত থেকে আট কিলোমিটারের ভিতরের লোক এসব জিনিস কিনতে আসে এই কাটাখালী হাটে। চারো আরিন্দা হলো এই হাটেরই নিজস্ব পন্য, অন্য কোন হাটে এগুলি পাওয়া যায় না। হাটের উত্তর পাশেই উমাচরণপুর গ্রাম। এই গ্রামেই এই চারো, আরিন্দা কুটির শিল্পের অঙিকে তৈরী হয়ে আসছে দু'শ বছর বা তারও চেয়ে বেশী সময় ধরে। তল্লা বাঁশ থেকে তৈরী শলাকা খেজুর গাছের শিকড়ে বুননের মাধ্যমে এই চারো, আরিন্দা প্রস্তুত হয়। এগুলি মাছ ধরার যন্ত্র। কাটাখালী হাট হতে মাছ শিকারের এই যন্ত্র গুলি কিনে বড় বড় নৌকায় করে দক্ষিণের অনেক হাটেই চালান করে ব্যবসায়ীরা। সুতরাং, চারো-আরিন্দার এ ব্যাপ্তিটা সাত/আট কিলোমিটার নয়, দু' এক'শ কিলোমিটার। এ হাটের আরেকটি বিশিষ্টতা হলো, গঞ্জের মত নদী সংশ্লিষ্ট হাট। খাল কেটে এটি হাটের সাথে সংযোগ ঘটানোই এর নাম হয়েছে কাটাখালী হাট। জোয়ার-ভাটা সম্পর্কিত এ নদীতে হাটের দিনে বহু বহু দূর থেকে বড় বড় নৌকা আসে। মহারাসেশ্বরী ছোট্ট প্রাণকে নিয়ে বা তার আরও দু'চার জন বন্ধুদের নিয়ে মাঘ মাস পড়লেই হাটের দিনে বিকাল তিনটার দিকে পৌঁছে যেতেন হাটের অনতিদূরে নদীর পাড়ে। লাল, নীল, সাদা, বেগুণী... নানা রঙের পাল তুলে বড় ছোট মাঝারী বিভিন্ন আকারের নৌকা আসতো নদী বেয়ে। মহারাসেশ্বরী সেই সব কিশোরদের কাছে নানা ধরনের প্রশ্ন করতেন- কোনটির জবাব পেতেন আবার কোনটির ক্ষেত্রে উল্টো প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক জবাব আসতো না, তিঁনি আশাও করতেন না। কতদূর থেকে নৌকাগুলো আসছে? সারি সারি পাল তোলা নৌকোর ছবি তোমরা আঁকতে পারবে কি? তারা কি কি সওদা নিয়ে যায় কাটাখালী হাট থেকে... এমনি আরও কত কি অর্থহীন বকাবকির মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন মহারাসেশ্বরী দেবী। একবার হঠাৎ করেই মতুয়া দর্শণ তত্ত্বের কোন একটি বইতে পেয়ে কোন একদিনে অমন নদীর পাড়ে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ শাস্ত্রীয় একটি প্রশ্ন করলেন-তোমরা বলতো এই নদীর জল কোথায় গিয়েছে? প্রায় সবাই সমস্বরে জবাব দিলো- সাগরে গিয়েছে। আবার বললেন- পুকুরে বা বাড়ির পাশে ডোবাতেও তো জল আছে, ঐ জল কী কখনও সাগরে বা নদীতে মিশতে পারে, পুকুরের জল নদীতে মিশে ওর সাগর বন্ধুর কাছে চলে যেতে পারে? দু'একজন বললো- তা কেমন করে আসবে। আবার কেউ কেউ বললো পুকুর থেকে খাল কেটে যদি নদীর সাথে জুড়ে দেয়া যায়, তাহলেই পুকুরের ঐ জল সাগর বন্ধুর কাছে চলে যাবে। মহারাসেশ্বরী বললেন- যদি পুকুর থেকে খাল কাটা হয়, তাহলেতো খাল বা নদী হ'য়ে গেলো। আমার প্রশ্ন, পুকুর যেমন আছে, ডোবা যেমন আছে, খাল যেমন আছে, নদী যেমন আছে... সব তেমনই থাকবে তবে কিভাবে পুকুর, ডোবা, নদী, খাল... সব জল একাকার হয়ে মিশে যাবে- তেমন কী কোন ব্যবস্থা আছে? ক্ষুদে চিন্তাবিদরা তখন মহা চিন্তায় পড়ে গেলো। কেউ মাথায় হাত দিয়ে, কেউবা ভ্রু কুঁচকে, কেউবা চিবুকে হাত ঠেকিয়ে চিন্তায় মশগুল হয়ে গেলো কিন্তু কেউ কোন পথ খুঁজে পেলো না এমনকি মেধাবী প্রাণোচ্ছ্বাসও। মহারাসেশ্বরী বললেন- উত্তরটা আমি বলি, দ্যাখো তোমাদের পছন্দ হয় কি-না। তোমরা কি কখনও বন্যা হতে দেখেছো?

-হ্যাঁ দেখেছি। সবাই একসাথে বললো।

-বন্যায় কী হয়? রাসেশ্বরী প্রশ্ন করলেন।

-উঠোন, পুকুর, মাঠ, ধান সব ডুবে গিয়ে এক হয়ে যায়... কিশোরদের জবাব।

-তখন কোথায় নদী, আর কোথায় মাঠ তাতো বুঝতেই পারা যায় না-তাই না!

-হ্যাঁ। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষকের প্রশ্নের পারক জবাবে সবাই যেমন এক সুরে বলে ওঠে, ঠিক তেমনিভাবে ফাগুনের এই পড়ন্ত বিকেলের মিঠেল হাওয়ায় নদী তীরের মনোরম মুহূর্তকে আরও মধুময় করে তুলছে মহারাসেশ্বরীর সহ সাথীরা।

-বন্যা হলে নৌকোয় করে ঘুরতে বেশ মজা লাগে-এক কিশোর উদ্বেলিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

-কিন্তু ধান যে ডুবে যায়। ধান না হলে কী খেয়ে মজা করবি... ঝগড়ার সুরে অন্য কিশোরের কণ্ঠ স্বাভবিকের চেয়ে সামান্য উচ্চ মাত্রা পেলো।

-বন্যায় ভাল বা মন্দ দু'টোই হতে পারে। বন্যায় মাটি এনে পলি তুলে দিয়ে জমিকে যেমন উর্বর করে তোলে, তেমনি ও যেমন বললো- ধান ডুবে যায়, পাট ডুবে যায়... ফসলের ক্ষতি করে দিয়ে যায়। তবে বন্যা কিন্তু একটা কাজ করে দিয়ে যায়, তা হলো-নদী-নালা, খাল-বিল সব কিছুকে একাকার করে দিয়ে প্রায় সবাইকে সমান করে দেয়, তাই না? প্রশ্নের সুরে কথাগুলো বললেন মহারাসেশ্বরী।

-সবাইকে সমান করে দিয়ে যায়। সমস্বরে কিশোর দল সায় দিলো মহারাসেশ্বরীর কথায়।

-অর্থাৎ ধনীর বাড়িতেও যেমন বন্যার জল ওঠে, গরীবের উঠোনও বন্যার জল তলিয়ে দেয়-তাই না? রাসেশ্বরীর বুঝানোর ভঙিতে প্রশ্নের অবতারনা।

-হ্যাঁ। আবারও সমস্বরে কিশোরদের হ্যাঁ সূচক জবাব।

-তোমরা আজকে যারা কিশোর, ভবিষ্যৎ জীবনে তোমরা যারা শিক্ষায় বন্যা এনে দিবে, তারাই সারা পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে তুলতে পারবে। তোমাদের জন্য এই বয়সে কথাটা কঠিন হলেও তোমাদের সবার জন্য শ্রীশ্রীহরিচাঁদের চরণে আর দিগন্তের শিক্ষার দিশারী ভগবান গুরুচাঁদ চরণে প্রার্থনা জানাই তোমরা প্রত্যেকেই শিক্ষায় বন্যা এনে জগতকে প্লাবিত করে তোল। তোমাদের শিক্ষার প্লাবনে জগৎ প্লাবিত হোক... তোমাদের জন্য এই আমার আশীর্বাদ। বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মহারাসেশ্বরী।

-কোন মানুষ কি শিক্ষায় বন্যা আনতে পেরেছে মা? প্রাণোচ্ছ্বাসের উচ্ছ্বাস ভরা প্রশ্ন।

-হ্যাঁ জগতে বহু জ্ঞানী-মনিষী শিক্ষার বন্যায় জগতকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, সমৃদ্ধ করেছেন-সঠিক পথ দেখিয়েছেন জগৎবাসীকে। এই ধরো তোমরা কেউ ক্লাস সিক্স বা ক্লাস সেভেনে পড়ো। তোমরা সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টোটল এদের নাম শুনে থাকবে। এদের বাড়ি কিন্তু আমাদের দেশে নয়। আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের এই মানুষদের আমরা নাম জানলাম কী করে! তাঁরা প্রত্যেকেই দার্শনিক-চিন্তাবিদ; বর্তমান পৃথিবী চলছে এদের দর্শনেই। এদের দর্শন আজকের দিনে ভীষণভাবে গ্রহনযোগ্য। এদের দর্শন কোন এক ধরনের বা কোন এক জাতের মানুষের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য। এঁরা জগতে শিক্ষায় বন্যা এনে জগতকে প্লাবিত করেছিল। সক্রেটিস বললেন- "নিজেকে জানো"। প্লেটো শেখালেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কেমন হবে, শরীরচর্চা, শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান দিলেন। এরিষ্টোটল বললেন- জীবন গতিশীল এবং ক্রমাগতই তার বিকাশ ঘটছে বা পরিবর্তন আসছে। যে তিন জনের নাম আমি করলাম আর তাঁদের লেখনিতে যে কথা উঠে এসেছে তা সংক্ষেপে বললাম, এগুলি কী কোন একজন মানুষের প্রয়োজনে লাগে না- কি জগতের সমস্ত মানুষের প্রয়োজনে আসে- তোমরাই বলো...? নাতিদীর্ঘ আলোচনা শেষ করে কিশোরদের মুখের দিখে উত্তরের প্রত্যাশায় তাকালেন মহারাসেশ্বরী।

-সকল মানুষের জন্য এঁরা কথাগুলি বলেছেন। কিশোরদের সমস্বরে জবাবের রোল উঠলো, এই নদী তীরে।

-পৃথিবীতে তোমরা জন্মেছ- শুধু তোমাদের নিজেদের ভাল করবে তা নয়, নিজের ভাল করার পাশাপাশি তোমার চারপাশে যারা বাস করছে তাদেরও ভাল করার চিন্তা ও চেষ্টা করবে। কথাগুলি সবার যেন মনে থাকে। চলো সবে, বাড়ি ফেরা যাক; নদীতে জোয়ারের সময় হ'য়ে এলো প্রায়। কথাগুলি বলে মহারাসেশ্বরী বাড়ির পথে পা বাড়ালে কিশোরেরাও তাঁকে অনুসরণ করলো।

এমনি করেই ছেলে প্রাণোচ্ছ্বাসকে এবং সুবিধামত হলে পাড়ার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদেরও পাঠ্য বইয়ের বাইরের জ্ঞান দানের চেষ্টা করেন মহারাসেশ্বরী। তিঁনি নিজে ম্যাট্রিকুলেট হলেও তাঁর নিজের ঘরের টেবিলে গোরা, কার্লমার্কস, রিপাবলিক... ইত্যাদি বই দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামে বাস; তাই পৌষ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয় বিভিন্ন মেলা ও পার্বণ। আড়-য়ায় ধূলোই ফকির, রোজিপুরের নরেন ফকির, সাগর দত্তকাটির হারান ফকির এর মেলা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় ভাবগান, কবিগান, জারিগান, যাত্রাপালা, পুতুল নাচ, ম্যাজিকসহ, সার্কাসেরও ব্যবস্থা থাকে কোন কোন মেলায়। নানারকম দোকানীরা পসরা সাজায় এসব মেলায়। আবার জুয়ার আদলে গড়ে ওঠা কিছু কিছু চটকদার খেলার ব্যবস্থা থাকে এসব জায়গায়। যেমন চরকা খেলা, খাড়- খেলা, চুড়ি খেলা, ধরলেই টাকা... ইত্যাদি। বিশেষতঃ কিশোর ও কিশোরোত্তর বয়সের ছেলেদের ভীড় থাকে এসব জায়গায়। তবে কোন মেয়েদেরকে এসব খেলার ধার ঘেঁষতে দেখা যায় না। মেয়েরা মূলত ঝুঁকে পড়ে কসমেটিক্স বা মনোহরী দোকানগুলির দিকে। প্রাণোচ্ছ্বাসকে কখনো একা বা কখনো দল জুটিয়ে মেলায় পাঠিয়ে দেন মহারাসেশ্বরী। আর মেলায় খরচের জন্য পর্যাপ্ত টাকাও হাতে দিয়ে দেন। তবে সেই ছোটবেলা থেকেই যে কথাগুলি বুঝিয়ে আসছেন প্রাণোচ্ছ্বাসকে, তা হলো-মেলায় গিয়ে তোমার হাতের টাকা সব ব্যয় করে আসবে খাবার খেয়ে। কখনো ঐসব চরকি খেলা বা ঐ ধরনের খেলায় টাকা ফেলবে না বা সেসব খেলার পাশে গিয়ে একদম দাঁড়াবে না। তুমি গুরুচাঁদের আদর্শের সৈনিক। তুমি লেখাপড়া শিখবে, মানুষের মত মানুষ হবে... সর্বদর্শী গুরুচাঁদ তোমার আয়ের ব্যবস্থা করে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবে; জুয়া খেলে তোমার ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে না। আর একটা বিষয়ে শুধুমাত্র প্রাণোচ্ছ্বাসকেই নিষেধ করে দিয়েছিলেন মহারাসেশ্বরী তা হলো-গ্রামের সাথে লাগোয়া কাটাখালী হাটের স্থায়ী দোকানগুলিতে প্রতিদিনই বাজার বসে, প্রাণোচ্ছ্বাস যেন কখনই ঐ বাজারের কোন বেঞ্চে গিয়ে না বসে। প্রয়োজনে বাজারে বা হাটে গিয়ে সওদা করে ফিরে আসবে। প্রাণোচ্ছ্বাস মায়ের এই নিষেধ আজও পুরোপুরি মেনে চলেছে। কাটাখালী হাটের দিনে সে নিজেই হাট থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সওদা কিনে আনে কিন্তু কাটাখালী হাটের বেঞ্চে অপ্রয়োজনে আজও যেমন কোন দিন বসেনি, তেমনি কোন মেলায় বন্ধুদের সাথে গিয়েছে, মেলা উপভোগ করেছে কিন্তু জুয়ার আদলে গড়ে ওঠা চরকি খেলা বা চুড়ি খেলায় একটি টাকাও খোয়ায়নি বা তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। সেই ছোট্ট বেলা থেকেই একা একা হাটে গিয়ে সওদা আনে প্রাণোচ্ছ্বাস। মা বুঝিয়ে দিতেন কোন্ মাছের সাথে কোন্ তরকারী মানানসই হয়।

৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY HALAL

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Approved Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

২৮-এর পৃষ্ঠার পর

আজ আর তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় না: সে নিজেই দ্রব্যের বাজার মূল্যের অবস্থা বিবেচনা করে তরকারী, মাছ, মাংস কিনে আনতে পারে। রসিক শেখর মণ্ডল প্রায় স্থায়ী ধরনের দ্রব্যাদি যেমন ওষুধ, মশলা, কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন সাপ্তাহিকভাবে বাড়িতে আসার সময় যশোর শহর থেকে কিনে নিয়ে আসেন।

মহারাসেশ্বরী ভীষণ আমুদে এবং অতিথি পরায়ন। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেও অসচ্ছল নয়; আবার খুব বেশি স্বচ্ছলতা যে তাকে ঘিরে আছে, একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। স্বামীর দিকে স্বামীসহ আরও দু'জন দেবর আছে। অবশ্য তারা দু'জনই ছেলে-পুলে নিয়ে পৃথগান্নে সংসার নির্বাহ করে। শ্বশুরের জমি-জমা ভাগ হ'য়ে প্রত্যেক ভাই তাদের নিজেদের মত করে চাষের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। রসিক শেখরের অংশ বাড়িতে দু'জন কাজের লোক ও হালের বলদ রেখে মহারাসেশ্বরীই নির্দেশনা দিয়ে চাষ-আবাদ করেন। প্রকৃতির উপর নির্ভর এই দেশে চাষ করলেই যে ফসল ঘরে আসবে সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরার হাতে পড়ে দু'এক বছর জমিতে ফসল লাগানোর যে খরচ হয় তা'ও ঘরে আসে না। তার সাথে গৃহস্থ বাড়িতে চারজন কাজের লোক; তাদের মাসিক বেতন, দুধেলো গাভী ও দু'টি বলদসহ চারটি গরু পালনের খরচে অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যান মহারাসেশ্বরী। সরকারী চাকুরে রসিক শেখর মাসিক বেতন দিয়ে মহারাসেশ্বরীর সংসারের অভাবটা পূরণ করে দেন। অনেকবার রসিক শেখর জমিগুলি ভাগ চাষীদের দিতে বলেছেন, তাতে এ সংসারে ঝামেলা থাকে না। কোনভাবে ফসল হানি ঘটলে, ফসল না পেলেও ফসল করার যে খরচটা হয় সেটি আর মালিকের কাছ থেকে ব্যয় হয় না। এ কথার জবাবে মহারাসেশ্বরী বলেন-অত লাভ দেখলে কী চলে! মাটির হাড়িতে করে ভাত রান্না করছি, রান্নার শেষের দিকে ভাত যখন ফুটতে থাকে, তখন ফোটার অছিলায় দু'দশটা ভাত হাড়ি থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে। ঐ ভাত ছিটকে পড়ে এ জন্যেই যে, পিঁপড়া-মাছি-ছোট ছোট পোকাসহ এমন জীব আছে-যারা তাদের আহার নিজেরা জোগাড় করতে পারে না; ভগবানই ঐ প্রকারে তাদের আহার জোগাড় করে দেন। আমরা খাবার সময়ও কত খাবার ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক নষ্ট করে ফেলি, যদি আমরা সেই পরম ব্রহ্ম হরিচাঁদে পূর্ণরূপে সমর্পন করতে পারি, তাহলে বুঝতে পারি মানুষের চোখে নষ্ট খাবার, কারো না কারো কষ্ট লাঘব করে। কুকুর বেড়াল এরা কত যে আমাদের উপকার করে তা আমরা অনুভব করতে পারি না। কেউ যদি এদের উপকারের মাত্রা অনুভব করতে পারতো তবে এদের গায়ে লাঠি মারাতো দূরের কথা কাঁটার আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দিতো না। এরা যে ক্ষতি করে না তা নয়। কী ক্ষতি করে? সুযোগ বুঝে খাবার খেয়ে যায়, খাবার অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে। সুযোগ পেলে একজন মানুষওতো অন্য মানুষের ক্ষতি করে। কুকুর বেড়ালের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই, সে সব সময় চেষ্টা করবে কোথা থেকে কী ভাবে খাবার খেয়ে তার উদর পূর্তি করে প্রাণ বাঁচাবে। তুমি চেষ্টা করবে-তোমার খাবারটাকে সুন্দরভাবে সুরক্ষিত রাখতে। তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যেই ঢিলেমি আসবে, তখনই যে কেউ সে সুযোগ নিতেই পারে; তা সে কুকুর হোক আর বিড়াল হোক বা মানুষই হোক না কেন। বাড়িতে চুরি হয় কখন! যখন গৃহকর্তা তার জিনিষগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণে ব্যর্থ হয় তখনই; ডাকাতি হওয়াটা অবশ্য অন্য বিষয়; জোর করে ছিনিয়ে নেয়াটা ঠেকানো কারো দৈহিক বা মানসিক বিষয় হতে পারে। কিন্তু চুরি যাওয়া বা চুরি হওয়া গৃহস্থের একান্তই উদাসীনতা। মহারাসেশ্বরীর কথা-বার্তায় আমরা বুঝলাম তিঁনি গৃহস্থ এবং চোর উভয়কেই সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কবিয়ালের মুখে শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। গল্পটা আপনাদের কারো জানা থাকতেও পারে। তবুও গল্পটার অবতারনা করছি। এক সাপ খাদ্য হিসেবে একটি ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙ সাপের মুখে থাকা অবস্থায় ভগবানের কাছে প্রার্থণা করছে-হে জীবন দানকারী প্রভূ, জানামতে আমিতো তোমার বা কারো কোন ক্ষতি করেছি বলেতো মনে পড়ে না। আর আমি এ হেন জীব আমি নিজেই দুর্বল, জন্মাবধি ভয়ে ভয়ে চলাফেরা করি, আমি জানি অন্যায় না করলে তুমি কাউকে শাস্তি দাও না। আমার আহারে কেউ মারা পড়া ব্যতিত, আমি কাউকে কোনদিন আঘাত করিনি, তাহলে কেন এখনই আমার জীবন নিয়ে নিচ্ছ প্রভূ! তুমি এখনই আমার জীবন ফিরিয়ে দাও। ওদিকে সাপটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে-ছয় দিন উপবাস থাকার পরে আজ আমি খাবার সংগ্রহ করতে পেরেছি; আমার মুখের গ্রাস তুমি কোনভাবেই কেড়ে নিওনা প্রভূ! আজকের এ আহার কেড়ে নিলে আমি তোমার দুনিয়ায় বোধ হয় আর বাঁচতে পারবো না। আমাকে জন্ম দেয়ার সাথে সাথেই তুমিতো আমার আহারও দিয়েছো-এ কথা তুমি বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থে বলেছো। সুতরাং জীবন রক্ষার্থে তুমি আমার আজকের এ আহারকে কোনভাবেই কেড়ে নিও না। দু'টিই ভগবানের নিজেরই সৃষ্ট জীব। শাস্ত্র অনুযায়ী জীব সৃষ্টির সাথে সাথেই ভগবান আহারেরও ব্যবস্থা করে রাখেন। তাইতো দার্শনিকেরা বলেন, পৃথিবীর সকল জীবই মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবেরই প্রয়োজন মেটায়। ভগবান পড়েছেন মহাফাপরে; দু'টিই জীব তারই সন্তান। কাকে রেখে কাকে তিঁনি মারবেন। তাই ব্যাঙের কানে কানে ভগবান মন্ত্রণা দিলেন- "মরেছিস্ তো আর নড়িস্ না।" আর সাপটিকে পরামর্শ দিলেন- "ধরেছিস্ তো আর ছাড়িস্ না।" উভয়েই ভগবানের মন্ত্রণা বা নির্দেশনা মানার চেষ্টা করছে। ব্যাঙ ঘুমের ভান ধরে চুপটি করে শুয়ে আছে; ভগবানের মন্ত্রণা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। আর সাপটি এই আহারটিকে ধরতে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ানোর জন্য ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; সে এই সুযোগে জিড়িয়ে নেয়ার চিন্তায় আহারটিকে মুখ থেকে নামিয়ে রেখেই বিশ্রামের চেষ্টা করতে চাইছিলো কিন্তু ব্যাঙটাতো মৃত নয়; ঘুমের ভানে জাগ্রত। ব্যাঙটিকে সাপ যেইমাত্র মুখ থেকে নামিয়ে রেখেছে মাটিতে, অমনি ব্যাঙটি তিন লাফেই পগার পার। ভগবানকে কেউ আর দোষারোপ করতে পারলো না। মহারাসেশ্বরীর পরামর্শও ভগবানের পরামর্শের মতই। কথায় কথায় বলছিলাম, মহারাসেশ্বরী খুবই অতিথি পরায়ন। নিজের কী আছে না আছে এর সবটাই চুলচেরা হিসেব নিকেষ না করেই তিনি আতিথেয়তায় অগ্রসর হন। এই গ্রামের যা পরিবেশ এবং পারিপার্শিকতা তাতে বাড়িতে চা তৈরী বা তার সাথে চানাচুর-মুড়ির ব্যবস্থা কিংবা দু'এক টুকরো বিস্কুট বা টোস্টের সাথে চায়ের আপ্যায়ন একমাত্র এ বাড়িতেই আছে। চা পানের সময়ে কোন পড়শী বা পরিচিত জন বা অপরিচিত জন এলেও আজ পর্যন্ত কেউ চা না পান করে ফিরে গেছে এমন ঘটনা বিরল। অনেকের চোখে এটি অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য ব্যয় হলেও মহারাসেশ্বরী সে কথায় কান দেন না। কেউ কেউ বাহুল্য বলেছেন এই জন্য যে, ইঁনি অনেক সময় এমন ব্যক্তিকে চা পানে আহবান করছেন, যিনি ইতিপূর্বে কখনও চা পান করেননি এবং এর স্বাদ-বিস্বাদও বোঝেন না এবং চা পান করতে অনভ্যস্থ বিধায় মহারাসেশ্বরীর সামনে ঘোর আপত্তিও তুলছেন। কিন্তু গৃহকর্তী নাছোড়বান্দার মত; সম্পর্ক অনুযায়ী তাকে এই বাড়ি থেকেই চা খাওয়া শিখিয়ে দিচ্ছেন-এমনই একটা ভাব। তাই গ্রামের অনেক মানুষই বিশেষতঃ যারা অর্থ-বিত্তে এই পরিবারের চেয়ে বড় তারাই কটাক্ষের সুরে কথাগুলো বলেন- "মণ্ডল বাড়ির বড় বৌ চা-মুড়ি খাইয়ে মানষের কাছে সুনাম কিনতে চায়"। প্রকৃতপক্ষে এই বাঁকা কথাটা যে মহারাসেশ্বরীর বেলায় খাটে না, সে কথা তার আচরণে একটু একটু করে আমরা জানতে পারবো। (চলবে....)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, June 2020, Volume-6, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au